NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ নাট্যকার মন্মথ রায় এবং তাঁর জীবন কাহিনী

ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ কাড়ল আবগারি অফিসারের ৫

কলকাতা ১৮ জুন ২০২৪ ৩ আষাঢ় ১৪৩১ মঙ্গলবার অষ্টাদশ বর্ষ ৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 18.6.2024, Vol.18, Issue No. 9 8 Pages, Price 3.00

লাইনচ্যুত ‘কবচহীন’ কাঞ্চনজঙ্ঘা

জলপাইগুড়ি, ১৭ জুন: ফিরল করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার স্মৃতি। সোমবার সকালে উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। সোমবার সকালে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে শিয়ালদহের দিকে রওনা দিয়েছিল কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানি স্টেশনের কাছে সকাল ৮টা ৫০ মিনিট নাগাদ আচমকা ওই ট্রেনে পিছন দিক থেকে একটি মালগাড়ি এসে ধাক্কা মারে। তারই প্রতিঘাতে লাইনচ্যুত হয় দুটি কামরা। একটি কামরা দুমড়ে মুচড়ে উল্টে যায়। আরেকটি কামরা উঠে যায় ইঞ্জিনের উপরে। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত রেলের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। জখম হয়েছেন কমপক্ষে ৪১ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। জখমদের উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এছাড়াও আশেপাশের বেশ কিছু হাসপাতাল ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রেও চিকিৎসাধীন রয়েছেন অনেকে।

জানা গিয়েছে, শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন সবেমাত্র ছেড়ে কিছুটা দূরে এগিয়েছিল। রাঙাপানি এলাকায় ট্রেন পৌঁছতেই উল্টোদিক থেকে চলে আসে একটি মালগাড়ি। মালগাড়ির ধাক্কায় ছিটকে যায় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুটো বগি। প্রাথমিকভাবে স্থানীয় বাসিন্দারাই উদ্ধারকাজ শুরু করেন। এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এবং রেল দপ্তরের কর্মীরা।

এদিকে এদিনের দুর্ঘটনায় যে কামরাটি দুমড়ে গিয়েছে, সেটি অসংরক্ষিত কামরা। গ্যাস কাটার দিয়ে বগি কেটে উদ্ধার কাজ শুরু হয় বলেও জানান রেল কর্মীরা। কী ভাবে ঘটনাটি ঘটল, তা এখন তদন্ত সাপেক্ষ। তবে প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, সিগন্যালিংয়ের সমস্যার কারণেই একই লাইনে চলে এসেছিল মালগাড়িটি। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। মালগাড়িটি কোন জায়গায় এসে গতি বাড়ায়, কিংবা কোথায় সিগন্যাল ছিল, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস সিগন্যাল ফেল করেছিল কিনা, সবটাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিকে সূত্রে খবর, রেলওয়ের তরফে নির্দেশ থাকে, উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতাগামী যে ট্রেনগুলি থাকে, সেগুলিকেই মূলত গুরুত্ব দিয়ে প্রথমে লাইন দিয়ে পাস করিয়ে দেওয়া হয়। তারপর সেই লাইনে দেওয়া হয় অন্যান্য ট্রেন। সোমবারের দুর্ঘটনার পর প্রথম প্রশ্ন উঠছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা যাওয়ার সময় কীভাবে মালগাড়ি চলে এল? কীভাবে ওই ক্রসিং পয়েন্টে এসে মালগাড়ি ধাক্কা মারল, সেই প্রশ্নও উঠেছে। জানা গিয়েছে, মালগাড়িটি ওভারলোডেড ছিল। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের গতি ঘণ্টায় ৬০ থেকে ৭০ কিলোমিটার ছিল। মালগাড়িটিও যথেষ্ট গতি ছিল। এই দুর্ঘটনার পিছনে অন্তর্ঘাত রয়েছে কি না, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এদিকে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের সংযোগকারী রুট এটি। এই দুর্ঘটনার পর আপাতত বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পরে বন্ধ হয় ট্রেন চলাচল। এরপর ১২টা ৪০ মিনিটে ট্রেনের অক্ষত অংশ নিয়ে শিয়ালদহের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। দুর্ঘটনাগ্রস্ত চারটি বগি বাদ রেখে ১ হাজার ২৯৩ জন যাত্রীকে নিয়ে রওনা দেয় বাকি এক্সপ্রেসটি।

এদিনের কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা ফের একগুচ্ছ প্রশ্ন তুলে দিয়েছে। যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে রেলের তরফে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে আগেই। সেই হাইটেক প্রযুক্তির তালিকায় রয়েছে ট্রেনের সংঘর্ষ এড়ানোর ‘কবচ’ সিস্টেমও। কবচ সিস্টেম হল একটি অটোমেটিক ট্রেন প্রোটেকশন সিস্টেম। যা ট্রেনের সংঘর্ষের সম্ভাবনা প্রায় শূন্য করে দেয়। যদি ট্রেনের লোকো পাইলট সময়ের মধ্যে ব্রেক কষতে ব্যর্থ হন, তাহলে এই কবচ সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেনের গতি কমিয়ে আনে। এই হাইটেক প্রযুক্তিতে ব্যবহার হয় আরএফআইডি (রেডিয়ো ফ্রিকোয়েন্সি আইডেন্টিফিকেশন) ট্যাগ, যেগুলি বসানো হয় রেলের ট্র্যাকে, স্টেশন ইয়ার্ডে ও সিগনালে। এই সিস্টেম অ্যাক্টিভেট হয়ে গেলে পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে থাকা বাকি সব ট্রেন থামিয়ে দেয় এবং সংশ্লিষ্ট ট্রেনটি নিরাপদে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ‘কবচ’ এখনও বসে ওঠেনি সব লাইনে। বাংলার কোনও ট্র্যাকেই এখনও বসেনি কবচ প্রযুক্তি। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার পর এমনটাই জানিয়েছে রেল বোর্ড। বাংলার ক্ষেত্রে কবচ প্রযুক্তি এখনও পরিকল্পনার আওতাতেই রয়েছে। দেশে এখনও পর্যন্ত মাত্র দেড় হাজার কিলোমিটার রেল ট্র্যাকেই বসেছে কবচ সিস্টেম। এক্ষেত্রেও যদি রেলের ট্র্যাকে কবচ সিস্টেম থাকত, তাহলে কি কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের সঙ্গে মালগাড়ির এই ভয়াবহ সংঘর্ষ এড়ানো যেত কি না তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। এদিকে রেল বোর্ডের তরফে জানানো হয়েছে, ‘এই কবচ সিস্টেম ধাপে ধাপে কার্যকর করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই দেশে দেড় হাজার কিলোমিটার রেলপথে কবচ রয়েছে। এই বছর আরও তিন হাজার কিলোমিটার রেলপথে কবচ বসে যাবে। এই বছর যে তিন হাজার কিলোমিটার পথে কবচ বসবে, সেই তালিকায় বাংলাও রয়েছে। দিল্লি-হাওড়া রুটে কবচ সিস্টেম বসবে।’

এদিকে পূর্ব রেল সূত্রে খবর, দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের গার্ড। ফলে নতুন গার্ড নিয়ে চলতে শুরু করে ট্রেন। যাঁরা ট্রেনে রয়েছেন তাঁদের খাবারের বন্দোবস্তও করা হয়েছে রেলের তরফে। আলুয়াবাড়ি স্টেশনে যাত্রীদের সকলকে জল ও খাবার দেওয়া হয়।

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন: কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় আর্থিক সাহায্য ঘোষণা কেন্দ্রের। আহত এবং নিহতদের পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে। নিহতদের পরিবারপিছু ২ লক্ষ টাকা এবং আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা সাহায্যের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। রেলের তরফেও আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে। মৃতদের পরিবারপিছু ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে। জখমদের জন্য আড়াই লক্ষ এবং সামান্য আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করা হয়েছে।

একগুচ্ছ প্রশ্নের মুখে রেল

নিজস্ব প্রতিবেদন কাঞ্চনজঙ্ঘা দুর্ঘটনা নিয়ে একগুচ্ছ প্রশ্নের মুখে ভারতীয় রেল। এই প্রশ্নগুলি নতুন কিছু নয়। তবু সোমবারের এই দুর্ঘটনায় ফের সামনে এল সেই একই প্রশ্ন।

যে সব প্রশ্নের উত্তর মিলছে না তা হল —

১) তদন্তের আগেই কী করে জানিয়ে দেওয়া হল মালগাড়ির চালক সিগন্যাল দেখতে পাননি?

২) বারবার বলার পরেও এখনও কেন বদল হল না কোচ, প্রশ্ন উঠেছে তা নিয়েও। আইসিএফ কোচ দিয়েই চলছে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন। ফলে দুর্ঘটনা ঘটলেই বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা। এখনও সব মেল, এক্সপ্রেস ট্রেনে কেন নেই এলএইচবি কোচ, প্রশ্নের উত্তর মিলছে না।

৩) স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থায় কী ভাবে এক লাইনে চলে এল অত্যন্ত দ্রুত গতির আর একটি ট্রেন? রেলের একটি সূত্র বলছে, এ দিন সকাল থেকেই রেল পথের ওই অংশে স্বয়ংক্রিয় সিগন্যালিং ব্যবস্থা খারাপ হয়ে যায়। এক্ষেত্রে যে অংশে সিগন্যাল খারাপ থাকে, সেখানে ট্রেনের চালকদের লাল সিগন্যাল পেরিয়ে যাওয়ার জন্য হাতে লেখা একটি কাগজ দেন স্টেশন মাস্টাররা। রেলের ভাষায় যার নাম টিএ ৯১২। সূত্রের খবর, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে ওই অনুমতি দিয়েছিলেন রানিপাত্র স্টেশনের স্টেশন মাস্টার। প্রশ্ন উঠছে, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ওই অংশ পেরিয়ে না যাওয়ার আগে মালগাড়ির চালককেও একই লাইনে ট্রেন নিয়ে এগানোর অনুমতি কে দিল তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। কী ভাবে দুর্ঘটনা ঘটল সে ব্যাপারে রেলের প্রাথমিক অনুমান, লাল সিগন্যাল দেখতে পাননি মালগাড়ির দুই চালক। সেই কারণেই একই লাইনে এসে যায় সেটি। সাধারণত যে লাইনে এক্সপ্রেস ট্রেন চলে, সেই লাইনে মালগাড়ি চালানো হয় না। মালগাড়িকে দাঁড় করিয়ে পাস করানো হয় এক্সপ্রেস। এক্ষেত্রে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের পিছনেই ছিল মালগাড়িটি। একই লাইনেই দু’টি ট্রেন পাস করানোর পরিকল্পনা ছিল রেলের। তবে আগে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসকে শিয়ালদহের উদ্দেশে রওনা করিয়ে দিয়ে তার পর মালগাড়িকে পাস করানোর কথা। সেই কারণেই মালগাড়িকে লাল সিগন্যাল দেওয়া হয়েছিল। রেলের অনুমান, মালগাড়ির চালক ওই সিগন্যাল দেখতে পাননি। ফলে একই লাইনে এসে পড়ে মালগাড়িটি। ধাক্কা মারে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে।

রাজ্যের হেল্প ডেস্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার রাতেই অক্ষত কামরার যাত্রীদের নিয়ে শিয়ালদহে পৌঁছয় অভিশপ্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি হেল্প ডেস্ক করার নির্দেশ দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই হেল্প ডেস্কের দায়িত্বে রয়েছেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম ও রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী। রাজ্য পরিবহণ দপ্তরের পক্ষ থেকে ছোট মাঝারি ও বড় সরকারি বাসের ব্যবস্থা রাখা হয় শিয়ালদহ স্টেশনে। দুর্ঘটনাগ্রস্থ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনটি পৌঁছলে যাতে সমস্ত যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দে তাদের বাড়ি পৌঁছে দেওয়া যায়। সেই লক্ষ্যেই এই ব্যবস্থা করা হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত জানা গিয়েছে, সোমবার রাত ১টা বেজে ০৪ মিনিটে পৌঁছনোর কথা শিয়ালদহে।

দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী-রাষ্ট্রপতির

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন: ফিরল করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার স্মৃতি। সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন ছেড়ে রাঙাপানি ও চাটারহাট স্টেশনের মাঝে নিজবাড়িতে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে। এদিন সকালে শিয়ালদহমুখী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে ধাক্কা মারে একটি মালগাড়ি। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত রেলের তরফে জানানো হয়েছে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত ৪১। ক্রমশ বাড়ছে হতাহতের সংখ্যা।

এই ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সংবাদ সংস্থা এএনআই সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার পরই উচ্চপর্যায়ের বৈঠক শুরু হয় দিল্লিতে। তার পরই ঘটনাস্থলের উদ্দেশে রওনা দেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব।

এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে এক্স হ্যান্ডেলে মোদি লেখেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের এই ট্রেন দুর্ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। যাঁরা তাঁদের প্রিয়জনদের হারিয়েছেন তাঁদের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রয়েছে। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। রেলের কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উদ্ধারকাজ চলছে। দুর্ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন রেলমন্ত্রী শ্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবও।’

এদিন শোকপ্রকাশ করে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের ট্রেন দুর্ঘটনায় আমি শোকাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি আমার গভীর সমবেদনা রয়েছেন। আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। উদ্ধারকাজ যেন সফলভাবে সম্পন্ন হয়।’ সকালেই এক্স হ্যান্ডলে উদ্বেগ প্রকাশ করে পোস্ট করেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লেখেন, ‘এই মাত্র দার্জিলিঙের ফাঁসিদেওয়া এলাকায় ট্রেন দুর্ঘটনার খবর পেলাম। বিশদে এখনও জানতে পারিনি। কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে মালগাড়ি ধাক্কা মেরেছে শুনেছি। জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, চিকিৎসক এবং অ্যাম্বুল্যান্স ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। যুদ্ধকালীন তৎপরতায় উদ্ধারকাজ শুরু হচ্ছে।’ এদিকে, দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্তা।

প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: উপনির্বাচনে চার কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী তালিকায় বড় চমক দিল বিজেপি। মানিকতলা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী করল কল্যাণ চৌবেকে। ২০২১ সালে মানিকতলা কেন্দ্রে আগেও বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন কল্যাণ। এবারও তাঁকে প্রার্থী করল। এদিকে, বাগদা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বিনয় কুমার বিশ্বাস, রায়গঞ্জ কেন্দ্রে মানস কুমার ঘোষ এবং রাণাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে বিজেপি প্রার্থী করল মনোজ কুমার বিশ্বাসকে।

বিস্তারিত শহরের পাতায়

এটা রাজনীতি করার সময় নয়: রেলমন্ত্রী

জলপাইগুড়ি, ১৭ জুন: দার্জিলিংয়ের ফাঁসিদেওয়ার রাঙাপানি স্টেশনের কাছে ভয়াবহ দুর্ঘটনার কবলে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। ‘এটা রাজনীতি করার সময় নয়’, দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে জানান কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। সূত্রে খবর, এদিন বিমান থেকে নেমে রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের বাইকে করে ঘটনাস্থলে পৌঁছন। ঘটনাস্থলে পৌঁছেই জানান, ‘আপাতত উদ্ধারকাজ চলছে। কী কারণে এই ঘটনা ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।’ এরপর বিকেলে রেলমন্ত্রী জানান, ‘আর কোনও যাত্রী ধ্বংসস্তূপে আটকে নেই। লাইন পরিষ্কার করে ট্রেন চলাচল শুরু করানো হবে।’ এর পাশাপাশি রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব এও জানান, ‘আর্থিক সাহায্যের অঙ্ক বাড়ানো হয়েছে। মৃতদের পরিবারকে ১০ লাখ, গুরুতর জখমদের ২.৫ লাখ এবং অল্প আহতদের ৫০ হাজার টাকা দেওয়ার কথা ঘোষণা করা হয়েছে।’ এই ট্রেন দুর্ঘটনা নিয়ে অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডলে একটি পোস্ট করেছেন। তিনি লিখেছিলেন, ‘পশ্চিমবঙ্গের নিউ জলপাইগুড়িতে ঘটা ট্রেন দুর্ঘটনাটি খুবই দুঃখজনক। এই দুর্ভাগ্যজনক দুর্ঘটনায় যাঁরা তাদের পরিজন হারিয়েছেন তাদের প্রতি সমবেদনা জানাই এবং আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।’ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনা নিয়ে সমাজমাধ্যমে বার্তা দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীও।

কেন্দ্রের গাফিলতিতেই বেহাল রেল: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনার সাক্ষী হল বাংলা। সোমবার সকালে উত্তরবঙ্গের ফাঁসিদেওয়ার কাছে নিজবাড়িতে শিয়ালদহগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে মালগাড়ির ধাক্কায় অন্তত ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত বেশ কয়েকজন। প্রাণহানির চেয়েও বেশি ছড়িয়েছে আতঙ্ক। রেল সফরের নিরাপত্তাহীনতার বোধ। এদিনের এই দুর্ঘটনার নেপথ্যে কেন্দ্রকেই দায়ী করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার সন্ধেবেলা উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে আহতদের দেখে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর বক্তব্য, ‘যাত্রী সুরক্ষার দিকে একেবারেই নজর দেয়নি। বন্দে ভারত এক্সপ্রেসের মতো বিলাসবহুল ট্রেন চালু করতে গিয়ে পরিকাঠামো উন্নয়ন, সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে ভাবা হয়নি। যার জন্য এই বেহাল দশা। এসব বলতে খারাপ লাগছে। কিন্তু বলতেই হচ্ছে, রেলের চূড়ান্ত গাফিলতির পরিণাম এই দুর্ঘটনা।’

উত্তরবঙ্গে পৌঁছেই হাসপাতালে গেলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগেই হাসপাতাল থেকে ঘুরে এসেছেন রাজ্যপাল ও রাজ্য বিজেপি সভাপতি। ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর আহতদের দেখতে উত্তরবঙ্গ মেডিক্যালে যান রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। কথা বলেন আহতদের সঙ্গে।

এর আগে উত্তরবঙ্গ রওনা হওয়ার আগে ক্ষোভ উগরে দেন মমতা। সোমবার বিকালে উত্তরবঙ্গের উদ্দেশে রওনা হওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে মমতা বলেন, ‘রেল অনাথ হয়ে গিয়েছে। দেখার কেউ নেই।’ শুধু রেলের পরিকাঠামোকে কাঠগড়ায় তোলেননি মমতা। তাঁর অভিযোগ, দূরপাল্লার ট্রেনে রাতের সফরও এখন বিভীষিকার। তাঁর কথায়, ‘আমি তো দেখছি, শিয়ালদহে যাত্রীদের কী দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে মাঝেমাঝেই। এ-ও শুনতে পাই, রাতের ট্রেনে যাত্রীদের যে বেডিং (কম্বল-চাদর, বালিশ) দেওয়া হয়, তাতেও অনেক ডার্টি থিংস (নোংরা জিনিসপত্র) থাকে। এই তো হচ্ছে অবস্থা।’

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ‘এখন শুধু ফ্যাশন হচ্ছে, ঘোষণার নামে কথার ফুলঝুরি হচ্ছে। অথচ কাজের কাজ কিছু হচ্ছে না। এখনও ওড়িশায় অনেক মৃতদেহ পড়ে রয়েছে। যেগুলিকে চিহ্নিত করা যায়নি।’ সোমবার সকালে দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পরেই মমতা উত্তরবঙ্গ রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। কিন্তু বিমানের অভাবে মমতার রওনা হতে হতে বিকেল গড়িয়ে যায়। উত্তরবঙ্গে যাওয়ার জন্য বিমান না পাওয়া নিয়েও ক্ষোভ উগরে দেন মমতা। তাঁর কথায়, ‘আমাদের এখানে তেল ভরবে, অথচ আমরাই যেতে পারব না, এটা হতে পারে না। এর পর আমাদেরও ভাবতে হবে।’

রেল দুর্ঘটনায় আহতদের দেখতে হাসপাতাল রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস।

উত্তর সিকিমে শুরু হয়েছে উদ্ধারকাজ

বের করে আনা হল ৯ পর্যটককে

গ্যাংটক, ১৭ জুন: আবহাওয়ার খানিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর সিকিমে আটকে থাকা পর্যটকদের উদ্ধারের কাজ শুরু করল প্রশাসন। সোমবার বিকেল পর্যন্ত মোট ন’জন পর্যটককে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে টুং থেকে। এটাই প্রথম পর্যায়ের উদ্ধারকাজ বলে জানা গিয়েছে সিকিম প্রশাসন সূত্রে।

গত ১১ জুন থেকে সিকিমে প্রবল বৃষ্টি শুরু হয়। তাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একাধিক পথ। ডিকচু- সংকলন- টুং, মঙ্গন-সংকলন, সিংথাম-রাংরাং এবং রাংরাং-টুং সহ উত্তর সিকিমের দিকে যাওয়ার একাধিক রাস্তা ভারী বৃষ্টির জেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উত্তর সিকিম এবং জংগু অঞ্চলে প্রাথমিক সংযোগ ব্যবস্থার অন্যতম মাধ্যম সংকলন সেতু। সেই সেতুই ভেঙে পড়ায় পরিস্থিতি শোচনীয় হয়ে ওঠে। তার উপর খারাপ আবহাওয়ার দরুন আটকে থাকা পর্যটকদের বার করে আনার সমস্যা তৈরি হয়। তবে সোমবার থেকে যে পর্যটকেরা চুংথাংয়ে আটকে ছিলেন, তাঁদের দুপুর ১২টা নাগাদ উদ্ধার করা হয়েছে। টুং থেকে মঙ্গন হয়ে তাঁদের বার করে আনা হয়েছে। জেলা প্রশাসন থেকে পর্যটন এবং অসামরিক বিমান পরিবহণ দপ্তর একত্রে হাত লাগিয়েছে যাতে নির্বিঘ্নে সমস্ত পর্যটককে উদ্ধার করে আনা যায়। টানা বৃষ্টি এবং একের পর এক ধসে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। ওই প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজে অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা হচ্ছে। তাই একসঙ্গে সবাইকে নিয়ে, দফায় দফায় উদ্ধারের কাজ করছে প্রশাসন।

পাশাপাশি, তিস্তার এক নম্বর স্পারের ভাঙা অংশের মেরামতির কাজ প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ায় খানিক স্বস্তি ফিরেছে স্থানীয়দের মধ্যে। কারণ, তিস্তার গতিপথ বর্তমানে অনেকটাই স্বাভাবিক। নদীর জল নতুন করে-না বাড়লে খুব শীঘ্রই ঘরে ফিরে যেতে পারবেন বলে আশায় বুক বাঁধছেন পূর্ব ও পশ্চিম দলাইগাঁও ও সাহেববাড়ি-সহ বিস্তীর্ণ এলাকার বাসিন্দারা। ইতিমধ্যে সিকিমে আটকে থাকা পর্যটকেরা বিপদসঙ্কুল সড়কপথে হেঁটে সমতলের দিকে রওনা দিয়েছেন।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি রিমা বিশ্বাস বিবাহের পূর্বে আমার নাম রিমা কর্মকার ছিল। ১১-৬-২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে রিমা বিশ্বাস হলাম রিমা বিশ্বাস ও রিমা কর্মকার একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

আমি রথীন বিশ্বাস, পিতা- রমেশচন্দ্র বিশ্বাস আমার পাশপোর্টে জন্ম তাং ১৩-১২-১৯ জন্মস্থান অনন্তপুর W.B আছে ১১-৬-২৪ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট রানাঘাট কোর্টে এফিডেভিটে আমার আসল জন্ম তাং ৩০-১২-১৯৯৯ এবং জন্ম স্থান চাপড়া বড় আন্দুলিয়া। গ্রাম বারাসাত কোর্ট ভাদুরী তাহেরপুর নদীয়া।

নাম / পদবী পরিবর্তন

আমি SAYANI SOM BOSE, স্বামী- গৌতম বোস, ঠিকানা- সি ই ১১৭, সল্টলেক, কলকাতা- ৭০০০৬৪। নোটারি জর্জ কোর্ট হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-এর Affidavit দ্বারা SAYANI SOM নামে পরিচিত হলাম। Affidavit Sl. No.175 Dated 11/6/24। SAYANI SOM ও SAYANI SOM BOSE একই ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল, শ্রীমত্যা ধীরা প্রামানিক, স্বামী- ৺ধর্ম্মদাস প্রামানিক (বিশ্বাস), সাং-বিশ্বেশ্বর চক্রবর্তী রোড, ওয়ার্ড নং ১৪, পোঃ ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা-নদীয়া নিবাসী এতদ্বারা ঘোষনা করিতেছেন যে, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির পূর্ব মালিক ও দখলিকার ছিলেন আমার উক্ত মক্কেলের স্বামী। উক্ত সম্পত্তি তাহার উত্তরাধিকার সূত্রে আমার উক্ত মক্কেল ও তাহার একমাত্র কন্যা তমসী দাস তুল্যাংশে প্রাপ্ত হইয়া যৌথ ভোগ দখলে রত আছেন। এক্ষনে আমার উক্ত মক্কেল ও তাহার উক্ত কন্যা, নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রয় করিতে মনস্থ করিয়াছেন। এক্ষনে উক্ত বিষয়ে কাহারও কোন রূপ আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রাকাশের তারিখ হইতে তিরিশ দিনের মধ্যে আমার সহিত যোগাযোগ করিবেন। অন্যথায় উক্ত বিক্রয় বিষয়ে কোন আপত্তি আইন আমলে গ্রাহ্য হইবে না। এখানে উল্লেখ থাকে যে, আমার উক্ত মক্কেলের দেওয়া বর্ণনা ও নির্দেশক্রমে অত্র বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইল।

তপশীল

জেলা-নদীয়া, থানা-নবদ্বীপ, মৌজা-২০ নং নবদ্বীপ, দাগ নং-আর.এস.৪৬২ ১/১০৬৮ ১, এল.আর. ৭৯২৪, খতিয়ান-৭৯২৪, পরিমান-১৫ শতক, যাহা নবদ্বীপ পৌরসভার ১৪ নং ওয়ার্ডের বুড়োশিবতলা রোডস্থ ৭২ নং হোল্ডিং ভুক্ত হইতেছে।

Rashbehari Sen,
Advocate Nabadwip Court, Nadia.

বিজ্ঞপ্তি

আমি ABHISEK DUTTA, পিতা Mr. Debashis Dutta, বর্তমান ঠিকানা GLS Ruposhi Bangla, BLK-D/C3, Street 276, Newtown, Bidhannagar Pin : 700102। আমি ABHISHEK DUTTA vide Affidavit No. 02/2024 Dated 15.06.2024 বলে ঘোষনা করা হচ্ছে যে "ABHISEK DUTTA" (পুরাতন) এবং "ABHISHEK DUTTA" (নতুন), এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

বিজ্ঞপ্তি

আমরা, **শ্রী শক্তিমান দাস ও শ্রী ভবানী দাস** উভয়ের পিতা- ৺দুর্গাচরন দাস, সাকিন- বি-৮, বার্জটাউন, মেদিনীপুর শহর, পোষ্ট অফিস- মেদিনীপুর, থানা- কোতয়ালী ও জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন কোড নং- ৭২১১০১, আমাদের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর কোতয়ালী থানার অন্তর্গত, মৌজা- কেরানীটোলা, মহল্লা- বার্জটাউন, থানা নং- ১৭১, আর.এস. খতিয়ান নং- ১১৪, এল.আর. খতিয়ান নং- ১৩৫৬ ও ১৩৫৭, আর.এস. ও এল.আর. দাগ নং- ১৮৮ মধ্যে ১৬.৫০ ডেসিমেল বাস্তু জমি **"SUHASINI CONSTRUCTIONS"**, PARTNERS **1) SRI ANANDA GOPAL MAITY** SON OF LATE ANIL KUMAR MAITY **2) SMT. SWETA PAL (MAITY)** WIFE OF SRI ANANDA GOPAL MAITY, OF-RABINDRANAGAR, MIDNAPORE TOWN, P.O.- MIDNAPORE, P.S.- KOTWALI, DISTRICT- PASCHIM MEDINIPUR, PIN- 721101 এই নামিত DEVELOPER এর মাধ্যমে বহুতল বাড়ী নির্মানের জন্য উক্ত DEVELOPER এর অনুকূলে ADDITIONAL DISTRICT SUB-REGISTRAR, PASCHIM MEDINIPUR অফিসের ১৪১/২০২১ নং রেজিষ্ট্রীকৃত DEVELOPMENT AGREEMENT করিয়াছি। ইহাছাড়া সমূহ DEVELOPMENT WORK এর পর DEVELOPER'S ALLOCATED SHARE বিক্রয়ের জন্য DEVELOPER কে ADDITIONAL DISTRICT SUB-REGISTRAR, PASCHIM MEDINIPUR অফিসের ১৬০২/২০২০ নং রেজিষ্ট্রীকৃত DEVELOPMENT POWER OF ATTORNEY এর মাধ্যমে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছি। উক্ত রেজিষ্ট্রীকৃত DEVELOPMENT AGREEMENT ও DEVELOPMENT POWER OF ATTORNEY এর ভিত্তিতে আমাদের নিযুক্ত উক্ত DEVELOPER আমাদের উক্ত বাস্তু জমিতে DEVELOPMENT WORKS সম্পন্ন করিলে এবং তৎপরে DEVELOPER'S ALLOCATED SHARE (FLATS, SHOPS, ETC.) বিক্রয় করিলে তাহা বৈধ বলিয়া গন্য হইবে।

১৫.০৬.২০২৪ **বিদ্যুৎ কুমার প্রতিহার**
ঘোষণাকারীগনের পক্ষে **অ্যাডভোকেট**
জাজেস কোর্ট, মেদিনীপুর,
Enrol No. - WB/876/1985

সন্ধান চাই

আমি সৌভব পাঠক পিতা- ঁবাদল চন্দ্র পাঠক সাং নন্দন কানন, তোলাফটক, চুঁচুড়া, হুগলী জানাইতেছি যে উপরের ফটোটি আমার ভাই মৈনিক পাঠক পিতা- ঁবাদল চন্দ্র পাঠকের যে গত ২৬/০৬/২০০৭ তারিখ হইতে নিখোঁজ। তাহার মুখে ও চিবুকের ডান দিকে কাল তিল আছে। নিখোঁজের সময় পরনে সার্ট ও প্যান্ট ছিল, বর্তমানে বয়স আনুমানিক ৩৭, গায়ের রং ফরসা, উচ্চতা ৬ ফুট, যাহা ২০৪৬/২৭.০৬.২০০৭ নং জি.ডি.ই. বলে চুঁচুড়া থানাতে লিপিবদ্ধ আছে। বিগত প্রায় ১৭ বৎসর অধিক কাল যাবৎ তাহার কোনো খোঁজ নাই। যদি কেহ আমার ভাইয়ের কোনো খোঁজ উপরোক্ত ঠিকানায় দেন বাধিত হইব।

বিনীত
সৌভব পাঠক

বিজ্ঞপ্তি

আমি শ্রী শুকদেব সাহা পিতা- ৺কালী কুমার সাহা, সাং- ৬৯, ভবানীপুর, পোষ্ট- খড়গপুর, থানা- খড়গপুর (শহর), এ.ডি.এস. আর. অফিস খড়গপুর, জেলা- পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১। গত ইংরেজী ২৬/০৯/২০২৩ তারিখে খড়গপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত I- 8759 নং আমমোক্তার নামা দলিল দ্বারা আমার ভ্রাতা শ্রী জয়দেব সাহা ও আমার পুত্র শ্রী সৌমাভ সাহার নিকট হইতে উক্ত নং আমমোক্তার নামা দলিলে লিখিত "A" ও "B" তপশীলে বর্ণিত মৌজা- রুইষন্ডা জে.এল নং- ২১১, আর.এস. খতিয়ান ২৮৫, এল. আর. খতিয়ান ৯৬৭, ১২৮৪ ও ১২৯০ খতিয়ানে আর.এস. ও এল. আর ১৫৯ দাগে মোট ৪৯.৪৭ ডেঃ সম্পত্তি দেখাশুনা ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছি এবং উক্ত আমমোক্তার বলে গত ইংরেজী ৩০/০৪/২০২৪ তারিখে খড়গপুর এ.ডি.এস.আর. অফিসে রেজিস্ট্রীকৃত I-3435 নং বিক্রয় কোবলা দলিল দ্বারা দলিলে বর্ণিত "ক" ও "খ" তপশীলে মৌজা- রুইষন্ডা জে.এল নং- ২১১, এল.আর, খতিয়ান ১২৮৪ ও ৯৬৮ খতিয়ানে আর.এস. ও এল. আর ১৫৯ দাগে মোট ০৪ ডেঃ সম্পত্তি ধামতোড় সাকিনের শ্রী কৃশানু সামন্ত পিতা- ৺নিরঞ্জন সামন্ত কে শ্রী সৌমাভ সাহার পক্ষে আমমোক্তার স্বরূপে ও স্বয়ং বিক্রয় করিয়াছি যাহা অত্র বিজ্ঞপ্তি দ্বারা সর্ব সাধারন কে জানানো হইল।

ইতি
শ্রী শুকদেব সাহা
ভবানীপুর, খড়গপুর

বিজ্ঞপ্তি

In the Court of the Ld. District Delegate, at- Kharagpur, Dist-Paschim Medinipur
Succession Certificate
Case No. 36 / 2023
Kaberi Deb ...Petitioner
-Vs-
State Bank of India & ors ...... Ops

এতদ্বারা সর্বসাধারনের অবগতির জন্য জানানো যাইতেছে যে কাবেরী দেব, স্বামী- ঁদিলীপ কুমার দেব, সাং-সুভাষপল্লি, পোঃ- খড়গপুর, থানা-খড়গপুর (টাউন), জেলা-পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০১। তাহার মৃত স্বামীর নামিত নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তির Succession Certificate পাইবার জন্য উক্ত নং মোকর্দ্দমা দায়ের করিয়াছেন। ইহাতে কাহারোও কোনও আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি জারির ৩০ দিনের মধ্যে হুজুর আদালতে উপস্থিত হইয়া নিজ স্বয়ং বা উকীলবাবু মারফৎ আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন। অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য করা হইবে।

Schedule

500 number of share being certificate no. 180402, Folio No. 02205658, Distinctive Nos. 7437250421-7437250920 (each share of Rs. 1).
Total amounting to Rs. 3,00,000/- (approx)

অনুমত্যানুসারে
মদন মিশ্র
সেরেস্তাদার
ডিস্ট্রিক্ট ডেলিগেট আদালত
খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর,
০৩-০৬-২০২৪।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১৮ই জুন। ৩ রা আষাঢ়। মঙ্গল বার। একাদশী- দ্বাদশী তিথি, জন্মে তুলা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহু র মহাদশা। মৃতে দ্বিপাদ পাদ দোষ দিবা ৩ ৫৬ র পরে ত্রিপুষ্কর কষ্ট দোষ।

মেষ রাশি : নতুন তথ্য পাবেন, যা প্রচারের ফলে সামাজিক সম্মানবৃদ্ধি হবে। দিদি বা শালী সম্পর্কের স্বজন দ্বারা আনন্দবৃদ্ধি। পরিবারে বিবাহ বিষয়ে যে কথা আটকে ছিল, আজ তা পূর্ণতা পাবে। প্রতিবেশীর আচরনে সমস্যা মুক্তি। বিদ্যায় সফলতা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা চন্ডি পাঠ।

বৃষ রাশি : যে কথাটা বোঝাতে পারেন নি, সেই কথাটা পুনরায় বোঝাতে গিয়েই সমস্যাটা তৈরী হবে। সতর্ক থাকা ভাল। প্রেমিক কিছুতেই আজ প্রেমিকার কথা মানবে না। এ বিষয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কথাকেই গুরুত্ব দেবে। বিদ্যার্থীদের শুভ নয়। বাণিজ্যে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি শুভ হবে। দুই নারীর বুদ্ধির বলে, আপনার কৌশলে আজ সমস্যা মুক্তি। ধৈর্য্য ধরার ফল মিঠা হলো। প্রেমিকের বাড়ির স্বজনরা কথা পাকা করতে পারে। কোন বস্তু বা কৃষি জমি থেকে আয় বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ আদ্যাশক্তি দূর্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : অর্থ বৃদ্ধি হবে। দোকান ব্যাবসায়ীদের জন্যে নতুন পথের সন্ধান উচ্চবিদ্যাযোগে সফলতা। বিদ্যাযোগে শুভ। দেশের বাইরে কাজ করতে থাকা সন্তান বা স্বজনদের থেকে লাভ প্রাপ্তি। লেখক সাংবাদিকদের তথ্য সংগ্রহে প্রভাবশালী ব্যক্তির সহযোগিতা প্রাপ্ত মন্ত্রঃ দেবী কাত্যায়নী মন্ত্র।

সিংহ রাশি : মানুষের সেবা করা, সামাজিক অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া স্বজন পরিজন-বান্ধবদের নিয়ে শুভ চিন্তাকরার ফল আজ সম্মানপ্রাপ্তি শ্বশুর বাড়ির তিন সদস্য আপনার প্রসংশায় পঞ্চমুখ কোন বাস্তু বা কৃষিজমি ক্রয় বিক্রয়ে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্রঃ গণেশমন্ত্র।

কন্যা রাশি : সামাজিক বাতাবরনে আপনার সহযোগিতায় কোন শুভ কাজ সু-সম্পন্ন হবে। বিদ্যালয় নিয়ে সন্তানকে কেন্দ্র করে যে মানষিক দুঃশ্চিন্তা ছিল-তা আজ মিটে যাবে। প্রতিবেশী আচরনে যে মানষিক আঘাত পেয়েছিলেন-আজ আনন্দযুক্ত দিন। মন্ত্রঃ অদ্যাস্ত্রোত্র পাঠ।

তুলা রাশি : সততা শুভত্ব। আনন্দ। বিদ্যাভাগ্য শুভ। অর্থ প্রাপ্তি। বিশেষত যারা পরামর্শদাতা তাদের ধনপ্রাপ্তি। যে ব্যবসায়িক চুক্তি হলে আপনি নিশ্চিন্ত হবেন আজ তার দিন। তবে ঐ বিরুদ্ধ মতের মহিলা থেকে সতর্ক থাকুন। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : ঘরদোর সাজানো হবে। পরিবারে নতুন গৃহসরঞ্জাম আসবে। ইলেকট্রিক্যাল দ্রব্য দ্বারা দাম্পত্যে খুশীর বাতাবরণ। যিনি পরিবারের বয়জ্যেষ্ঠ তাকে সম্মান প্রদর্শন করলে ঈশ্বর প্রীতি হবেন, তাই আজ আপনার অতীব শশুভ দিন।

ধনু রাশি : বাণিজ্যে অর্থ লাভ। কোন পোষ্য থাকে এতোদিন নিজের সন্তানের মতো ভালবেসে এসেছেন, আজ তার জন্যে সামাজিক সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের জন্যে সুখবর, যারা কর্ম উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতা মূলক পরীক্ষা দিয়েছিলেন-কোন সুখবর প্রাপ্তির দিন আজ মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

মকর রাশি : ধৈর্য্য ধরতে হবে-আজ দিনটি মিশ্রনিদ, শুভাশুভ মিত্র। বাড়ি-জমি-বাস্তু কৃষিজমি বিষয়ে কিছু ভাবছেন-তা থেকে ক্ষতির সম্ভাবনা। দাম্পত্যে অশান্তির কারন-তৃতীয় ব্যক্তি। বিদ্যায় অশুভ। মন্ত্রঃ দুর্গামন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : প্রতিযোগীতা মূলক পরীক্ষাতে সাফল্য। কর্মের অনুসন্ধানে নতুন রাস্তা। গৃহশান্তি। বাণিজ্যে লাভ। দাম্পত্যে সুখ। মন্ত্রঃ কালীমন্ত্র। অবিবাহিত র বৈবাহিক সম্পর্কের উন্নতি।

মীন রাশি : প্রতাবিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইলেকট্রিক্যাল বা মেকানিক্যাল বিষয়ে যারা এক্সপার্ট তাদের যে কাজের গতি এসেছিল আজ তা সমস্যা যুক্ত। যারা মাছের ব্যবসা করেন-তাদের দুঃশ্চিন্তা। মন্ত্রঃ দেবী দূর্গা মন্ত্র।

(আজ পাণ্ডব নির্জলা একাদশী তিথি মুহূর্ত দিবস)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

মাদকাসক্তদের জীবনের মূলস্রোতে ফেরাতে 'বিবর্তন' কারা দফতরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: মাদকাসক্তদের অন্ধকার থেকে আলোর পথে ফেরাতে নয়া পরিকল্পনা নিয়েছে কারা দফতর। মাদকাসক্তদের জীবনের মূলস্রোতে ফেরানোর জন্য 'বিবর্তন' নামে একটি কর্মসূচি চালু করা হচ্ছে রাজ্যের তরফে। নেশা ছাড়ানোর জন্য চিকিৎসার সঙ্গেই মাদকাসক্ত বন্দিদের যোগা ট্রেনিং, নাচ-গান-আবৃত্তি শেখানোর পাশাপাশি দেওয়া হবে বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণও।

পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে শুরু হয়েছে এই কর্মসূচিটি। যেখানে মাদকাসক্ত বন্দিদের চিকিৎসা চলবে। সেই সঙ্গে সকালের দিকে যোগার ক্লাস নেবেন বিশেষজ্ঞরা। এর বাইরেও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্য তৈরি করা হবে এই বন্দিদের। শেখানো হবে নাচ-গান-আবৃত্তি। মূলত বিকেলের দিকে নিয়মিত খেলাধুলোয় সামিল করা হবে এই বন্দিদের। সেই সঙ্গে চলবে কাউন্সেলিংও।

এই কর্মসূচি সম্পর্কে কারা দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, এর মাধ্যমে সংশোধনাগারে থাকা মাদকাসক্ত বন্দিদের নেশা ছাড়ানো হবে। মাদক পুরোপুরি ছেড়ে দেওয়ার পরে সংশ্লিষ্ট বন্দি যাতে জীবনের নতুন ইনিংস শুরু করতে পারেন, সেজন্য তাঁদের বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে বলেও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এদিকে কারা দফতর সূত্রে এও জানানো হয়েছে যে, মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য ১৫ শয্যার একটি মিনি হাসপাতালও তৈরি করা হয়েছে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে।

এই উদ্যোগ প্রসঙ্গে কারামন্ত্রী অখিল গিরির বক্তব্য, 'মাদকাসক্ত বন্দিরা যাতে নতুন জীবন শুরু করতে পারেন, সেজন্যই এই কর্মসূচি। এর ফলে অনেক বন্দি নতুন জীবন শুরু করতে পারবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।' কারা দফতরের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা। সেই সঙ্গে সংশোধনাগারে যাতে কোনও ভাবেই মাদক ঢুকতে না পারে, সে দিকে নজর দেওয়ার আর্জি জানাচ্ছেন তাঁরা। এই মাদকাসক্তদের সম্পর্কে কারা দফতরের কর্তারা এও জানিয়েছেন, এমন অনেক বন্দিকে তাঁরা দেখেছেন, যাঁরা মাদক না পেয়ে সংশোধনাগারে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন। আবার পরে নেশা কেটে যাওয়ার পরে অকপটে নিজের ভুলও স্বীকার করেছেন। প্রথম ধাপে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারে শুরু হলেও কয়েক মাসের মধ্যেই রাজ্যের আরও চারটি জেলায় এই কর্মসূচি শুরু হবে। এই তালিকায় রয়েছে, বর্ধমান, দমদম, আলিপুর এবং মেদিনীপুর সংশোধনাগার।

রাজ্যের চার বিধানসভার উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা সঙ্গে সঙ্গেই প্রতীক তৈরির কাজ শুরু হয়ে গেছে ডোম পাড়ায়।

'শব্দের ঝংকার'এর কবি প্রণাম সংখ্যার প্রকাশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রবিবার শিয়ালদার কৃষ্ণপদ ঘোষ হলে শব্দের ঝংকার পত্রিকার ৪৫ বছরের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। সাহিত্যিক ভগীরথ মিশ্র, কবি কমল দে শিকদার, সাংবাদিক গালিব ইসলাম, ব্যারাকপুর বইমেলা কমিটির সম্পাদক তাপস মৈত্র, ড. সমরেন্দ্রনাথ ঘোষ, নব গোপাল চৌধুরী ও লিটলম্যাগাজিন কমিটির সম্পাদক বিশ্বনাথ সাউ বক্তব্য রাখেন। স্বাগত ভাষণ দেন সাংবাদিক নুরুল ইসলাম খান। প্রথমে প্রয়াত সম্পাদক সুনীল মুখোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধা জানান হয়। অর্চনা ঘোষ কর্মকার, দিলীপ কংসবণিক ও রুপা দত্ত চৌধুরীরদের সঙ্গীত দিয়ে সভা শুরু হয়। কবিতা পাঠে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ, বাচিক সংসদের রীতেশ ঘোষ, স্বপ্না সাহা-সহ প্রমুখ। সঙ্গীত দিয়ে সভাকে সমৃদ্ধ করেন শীবেন গুহ। কবিতা পাঠে ছিলেন বিশিষ্টরা।

রজত জয়ন্তী বর্ষযাপনে 'হিল্লোল'

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শ্রুতি আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটক চর্চা কেন্দ্রের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান 'হিল্লোল'। সোমবার দুপুরে ঠাকুরপুকুরের ইন্দু বলাই কলাক্ষেত্রে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কবি ও নাট্য নির্দেশক সৌমিত বসু, বাচিক শিল্পী সুকুমার ঘোষ, দীপঙ্কর ঘোষ, কবি দিলীপ প্রামাণিক, গৌতম মন্ডল-সহ বহু কবি ও বাচিক শিল্পীরা। আয়োজকদের তরফে শুক্লা পাল চট্টোপাধ্যায় ও ডা. হিমাদ্রি পাল বলেন, 'বাচিক শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে আমরা ২৫ বছর পথ হেঁটেছি। আগামী দিনেও এগিয়ে যাবো। আমাদের সংস্থার রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষে এটি আমাদের দ্বিতীয় আয়োজন।'

রাজভবন থেকে সব পুলিশ সরান: রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নানা বিতর্কের মাঝেই রাজভবনের নিরাপত্তা থেকে কলকাতা পুলিশকে সরিয়ে দেওয়ার আবেদন জানিয়ে রাজ্য সরকার চিঠি দিলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। অবিলম্বে রাজভবন থেকে পুলিশকর্মীদের সরিয়ে দিতে ওই চিঠিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। :রাজভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যপাল চিঠিতে জানিয়েছেন, রাজভবন চত্বরে কলকাতা পুলিশের নিরাপত্তায় তিনি একেবারেই সুরক্ষিত বোধ করছেন না। তাই রাজভবনের দায়িত্বে থাকা পুলিশ কর্মীদের সরিয়ে ফেলা হোক। উল্লেখ্য, রাজভবনে পুলিশের বাধায় গত বৃহস্পতিবার ঢুকতে না পারার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করেছিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তারপর থেকে রাজ্য সরকারের আচরণের সমালোচনা করে একাধিকবার সরব হয়েছেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস।

বর্ষার দেখা নেই, উদ্বেগ বাড়িয়েই চলেছে ডেঙ্গু

নিজস্ব প্রতিবেদন: বর্ষার দেখা নেই। তবে উদ্বেগ বাড়াচ্ছে ডেঙ্গু। চলতি মরশুমে রাজ্যে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা ১ হাজার ১০০ ছাড়াল। রাজ্যের ১৬টি জেলায় ডেঙ্গু আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছে। এরমধ্যে শুধুমাত্র মালদা ছাড়া বাকি ১৫ জেলাই দক্ষিণবঙ্গের। ১ জানুয়ারি থেকে ১৩ জুন পর্যন্ত রাজ্যে মোট ১ হাজার ১২১ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন বলে স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে খবর। সংক্রামিতের সংখ্যা ১০০ ছাড়ানো চার জেলার মধ্যে মালদা ছাড়া সবক'টি দক্ষিণবঙ্গের। ডেঙ্গু আক্রান্তের নিরিখে রাজ্যে শীর্ষস্থানে রয়েছে মালদা। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ১৫৩। এছাড়া আক্রান্তের

সংখ্যা ১০০ ছাড়িয়েছে, এরকম তিনটি জেলা হল যথাক্রমে উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ এবং হুগলি। এই জেলাগুলিতে ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছেন যথাক্রমে ১৪২, ১৩৫ এবং ১২৬ জন মানুষ। কলকাতা রয়েছে পঞ্চম স্থানে। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা আপাতত ৯৬ জন। লাগোয়া দক্ষিণ ২৪ পরগনা ও হাওড়ায় আক্রান্তের সংখ্যা যথাক্রমে ৬৮ ও ৩৬।

জুন মাসের অর্ধেক অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও তেমন বৃষ্টি এখনও দেখা নেই রাজ্যে। তা সত্ত্বেও দক্ষিণবঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করেছে এই মশাবাহিত রোগ। যার মোকাবিলায় ইতিমধ্যে সমস্ত রকম প্রস্তুতি সেরে রেখেছে রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতর। গ্রাম ও শহরাঞ্চলে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মশানিধন এবং সতর্কতা প্রচারের কাজ চলছে বলে জানিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা সিদ্ধার্থ নিয়োগী।

জমা জল সরাতে আগাম উদ্যোগ নিচ্ছে পুর দপ্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আসন্ন বর্ষার মরশুমে রাজ্যের শহর অঞ্চলের মানুষকে জল জমার সমস্যা থেকে মুক্তি দিতে একাধিক পদক্ষেপ নিচ্ছে রাজ্য সরকার। রাজ্যের পুরো ও নগরোন্নয়ন দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত একমাস ধরে পুরসভা গুলিতে 'কম্প্রিহেন্সিভ ড্রেনেজ অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান' তৈরি করে জল জমার সমস্যা আটকানোর বিভিন্ন প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। এলাকাভিত্তিক জল জমার প্রবণতার উপর সমীক্ষা চালিয়ে সেগুলিকে 'রেড জোন' ও 'ইয়েলো জোন' চিহ্নিত করা হচ্ছে। যেসব এলাকায় বর্ষায় বাড়ির মধ্যে জমা জল ঢুকে যায়, সেগুলি 'রেড জোন' এবং যে এলাকায় ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে জল জমে থাকে, সেগুলি 'ইয়েলো জোন' হিসেবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। চলতি সপ্তাহেই বিভিন্ন কুরু কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক করে পুর

কর্তারা জমা জলের সমস্যা নিরসনে বিস্তারিত পরিকল্পনা তৈরি করবেন বলে জানা গিয়েছে। এর পাশাপাশি পুরসভা গুলিকে আড়াই মিটারের কম চওড়া সমস্ত নর্দমা, খাল এবং নিকাশিনালা সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য অনলাইনে আপলোড করতে বলা হয়েছে ওই রিপোর্টের ভিত্তিতে পরিস্থিতি মোকাবিলায় পাম্পিং স্টেশন ও পোর্টেবল পাম্প প্রস্তুত রাখা, পাশাপাশি সেচ, পূর্ত, কেএমডিএ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলির সঙ্গে বৈঠক সেরে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মৃত কৃষক পরিবারকে আর্থিক সহায়তা

নিজস্ব প্রতিবেদন: কৃষক বন্ধু প্রকল্পে মৃত কৃষক পরিবারের হাতে আর্থিক সহায়তা দানের জন্য ৪৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করলো কৃষি দফতর। এই টাকা চলতি অর্থ বর্ষে জুন মাসে বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে ২ হাজার ১৫০ পরিবার উপকৃত হবেন বলে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে জানানো হয়েছে। এই প্রকল্পের আওতায় ১৮ বছর থেকে ৬০ বছর বয়সের কৃষকের মৃত্যু হলে এক কালীন ২ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। এই অর্থ মৃত কৃষকের নিকট আত্মীয়র হাতে তুলে দেওয়া হয়। প্রসঙ্গত, ২০১৯ সালে এই কৃষক বন্ধু প্রকল্পের সূচনা করেছিলেন মুখ্য মন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী। প্রকল্প সূচনার সময় থেকে এখনও পর্যন্ত ১ লক্ষ ১২ হাজার মৃত কৃষকের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এই খাতে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের ২ হাজার ২৪০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে।

পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু এক পুলিশকর্মীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: বেপরোয়া বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক পুলিশ কর্মীর। ঘাতক বাসে ভাঙচুর চালায় উত্তেজিত জনতা। ঘটনায় আটক করা হয় বাসের চালক সহ বাসটিকে। হাওড়ার সাঁতরাগাছি স্টেশনের সামনে রবিবার রাতে বাসের ধাক্কায় মৃত্যু হয় কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীর। রবিবার রাতে বাস পার্কিংয়ের সময় কর্তব্যরত ট্রাফিক হোম গার্ড শচীন রজক (২৭) এর উপর দিয়ে ঘাতক বাসটি চলে যায়। আহত ট্রাফিক কর্মীকে উদ্ধার করে হাওড়ার আন্দুলের এক বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই উত্তেজিত জনতা বাসটি ভাঙচুর চালায়। বাস সহ চালককে

আটক করেছে জগাছা থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, এই এলাকায় কিছু অসাধু মানুষের দৌরাত্ম্যে রাস্তা জুড়ে পার্কিং ও রাতের দিকে বেপরোয়াভাবে গাড়ি চলাচল করে। ছোটখাটো দুর্ঘটনা নিত্যদিন লেগেই থাকে। এই বিষয়ে পুলিশের নজরদারির খামতি রয়েছে বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১৮ জুন ২০২৪ ৩ আষাঢ় ১৪৩১ মঙ্গলবার

মালগাড়ির চালকদের সম্পর্কে বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনলেন রাজধানীর প্রাক্তন পাইলট

নিজস্ব প্রতিবেদন: কাঞ্চনজঙ্ঘার দুর্ঘটনায় অভিযোগের আঙুল প্রাথমিক ভাবে উঠছে মালগাড়ির লোকো পাইলটের দিকেই। তবে মালাগাড়ির লোকো পাইলটদের সম্পর্কে এবার সামনে এল বিস্ফোরক সব তথ্য। যা জানালেন রাজধানী এক্সপ্রেসের প্রাক্তন পাইলট বিজয় বাহাদুর সিং। বিজয় বাহাদুর জানান, নিয়ম অনুযায়ী আট থেকে দশ ঘণ্টা মালগাড়ির লোকো পাইলটরা নিজের পরিষেবা দিতে পারেন। অভিযোগ উঠছে, তাঁদের দিয়ে ১৬-১৭ ঘণ্টা রেক চালাতে বাধ্য করা হচ্ছে। শীতের সময় কোনওভাবে এই চালকরা সামলে নিলেও, গরমকালে রীতিমতো শরীর ভেঙে পড়ে। বিষয়টি নিয়ে রেল মন্ত্রক এবং রেল বোর্ডের কাছে বারবার উত্থাপন করা হলেও, লোকো পাইলট নিয়োগের ব্যাপারে

তেমন গুরুত্ব দেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ। ফলে দুর্ঘটনা ঘটেই চলেছে।

সঙ্গে বিজয় বাহাদুর এও জানান, 'ওভার ডিউটি করার কারণ অন্য। আট ঘণ্টার বেশি কাজ করানো উচিত নয় এটাই নিয়ম। কিন্তু অবাক হয়ে যাবেন ১০ ঘণ্টা থেকে ১২ ঘণ্টা তিনি ট্রেন চালিয়ে যাচ্ছেন।' তাঁর আরও সংযোজন, 'আমরা বারবার বলেছি লোক নিতে। কিন্তু নিয়োগ হচ্ছে না। স্টাফের সংখ্যা সেফটি ক্যাডারে লোক পাইলট, গার্ড, স্টেশন মাস্টার, কেবিন মাস্টার অনেক কম আছে। কোনও দুর্ঘটনা ঘটলে হইহই। তারপর আর কিছু হয় না।' এই প্রসঙ্গে সামনে এসেছে আরও বিস্ফোরক সব তথ্য। বিজয় বাহাদুর এও জানান, 'লোকো পাইলটদের উপর অত্যাচার করা হয়। ছুটি পায় না। অসুস্থ হলে ধমক দিয়ে লোকো পাইলটদের চাপ দিয়ে কাজ করানো হয়। মালগাড়ির লোকো পাইলটরা ১৬ ঘণ্টা থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করেন। হয়ত গাড়ি চালায় না। তবে বসিয়ে রাখে ওদের। নিয়ম আছে লোকো পাইলট ১২ ঘণ্টার বেশি চালাবে না। কিন্তু ১৬ ঘণ্টাও হয়ে যায় ওরা চালায়। ওদের এমন জায়গায় বসিয়ে দেয় যে যেখানে না খাবার পাবে, না জল পাবে।' শুধু তাই নয়, সঙ্গে এও জানান, 'এঁরা ছুটি পান না। সামাজিক অনুষ্ঠানে যেতে পারেন না। কতক্ষণ কাজ করছেন তার কোনও হিসাব নেই। তার জন্যই শরীরে ক্লান্তি। আর তার থেকেই দুর্ঘটনা।' একই ধারনা রেলের আধিকারিকদের একাংশের মধ্যেও।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের যাত্রীদের জন্য খোলা হল হেল্পডেস্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন: সোমবার রাতেই শিয়ালদায় এসে পৌঁছোনোর কথা ক্ষতিগ্রস্ত কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের। সেই কথা মাথায় রেখে শিয়ালদা থেকে যাত্রীদের সুষ্ঠুভাবে বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেয় রাজ্য সরকার। রাত ১২টা নাগাদ শিয়ালদা স্টেশনে হেল্পডেস্ক প্রস্তুত রাখার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যাত্রীদের বাড়ি পৌঁছনোর বিষয়টি তদারকি করতে দায়িত্ব দেওয়া হয় কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে। এছাড়াও রাজ্য পরিবহণ দফতরের পক্ষ থেকে ছোট, মাঝারি ও বড় সরকারি বাসের ব্যবস্থা রাখা হয় শিয়ালদা স্টেশনে।

উল্লেখ্য, ফাঁসিদেওয়ার দুর্ঘটনায় ট্রেনের পেছনের অংশের দুটি কামরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। প্রাথমিক উদ্ধারকার্য সম্পন্ন করার পর যাত্রীদের নিয়ে ট্রেনের বাকি অংশটি রওনা দেয় শিয়ালদার উদ্দেশে। দুপুর প্রায় ১টার দিকেই ট্রেনটি ঘটনাস্থল থেকে ছাড়া হয়। সোমবার রাত বারোটা থেকে

একটার মধ্যে শিয়ালদায় এসে পৌঁছনোর কথা। তাই রাত হয়ে যাওয়ার কারণে দুর্ঘটনায় বিপর্যস্ত যাত্রীদের বাড়ি ফেরানোর জন্য এই ব্যবস্থা করল রাজ্য। ইতিমধ্যে দুর্ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে গিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। অন্যদিকে, এদিন বিকেলেই উত্তরবঙ্গে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে যে আহত যাত্রীদের এনে রাখা হয়েছে, তাঁদের সঙ্গে দেখা করেন মুখ্যমন্ত্রী। চিকিৎসার কী ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাও খোঁজ নেন তিনি। আহতদের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করা হয়েছে বলে জানান তিনি। এমনকি, জুনিয়র ডাক্তাররা আহত রোগীদের জন্য অমানসিক পরিশ্রম করেছেন বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, সোমবার সকালে ফাঁসিদেওয়া এলাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয় ট্রেনটি। একটি মালগাড়ি এসে ধাক্কা মারার কারণে ট্রেনের দুটি বগি লাইনচ্যুত হয়ে যায়। শেষ পাওয়া খ বর অনুযায়ী, রেল দুর্ঘটনায় নয় জনের মৃত্যু হয়েছে। ৩৫ জনের বেশি মানুষ আহত হয়েছেন। রেলের সিগন্যাল লক্ষ্য না করার জন্যেই এই দুর্ঘটনা বলে প্রাথমিকভাবে জানিয়েছে ভারতীয় রেল কর্তৃপক্ষ।

বাংলার ৪ বিধানসভা উপনির্বাচন কেন্দ্রের প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন: চার কেন্দ্রের উপনির্বাচনের প্রার্থী তালিকায় বড় চমক আনল বিজেপি। মানিকতলা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিজেপি ফের প্রার্থী করল কল্যাণ চৌবেকে। ২০২১ সালে মানিকতলা কেন্দ্রে আগেও বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন কল্যাণ। এবারও তাঁকে প্রার্থী করা হল। অন্যদিকে, বাগদা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী বিনয় কুমার বিশ্বাস, রায়গঞ্জ কেন্দ্রে মানস কুমার ঘোষ এবং রাণাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে মনোজ কুমার বিশ্বাসকে বিজেপির প্রার্থী করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে বিজেপির তরফে যে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হয়, তাতেই উঠে আসে মানিকতলার প্রার্থী কল্যাণ চৌবে ভট্টাচার্যর নাম। এই প্রসঙ্গে কল্যাণ চৌবে বলেন, আগে তিনি শুধুই তাঁর পিতার পদবি 'চৌবে' ব্যবহার করতেন। সম্প্রতি মায়ের পদবি 'ভট্টাচার্য'ও ব্যবহার শুরু করেছেন। আর সেটা দলকে জানানোতেই জোড়া পদবি রয়েছে প্রার্থী তালিকায়। তবে এখনও ভোটার কার্ড, আধার কার্ডে শুধু 'চৌবে' পদবিই হয়ে রয়েছে।

প্রসঙ্গত, আগামী ১০ জুলাই রাজ্যের চার কেন্দ্রে উপনির্বাচন ঘোষণা করেছে নির্বাচন কমিশন। লোকসভা নির্বাচনে বিপুল সাফল্য পেলেও ওই চার কেন্দ্রেই কঠিন পরীক্ষা অপেক্ষা করছে শাসক দল তৃণমূলের জন্য। এদিকে, বিজেপিও এ রাজ্যে কাঙ্খিত ফল না পেলেও বিধানসভা উপনির্বাচনে আগের জেতা তিনটি আসনই ধরে রাখতে চায় পদ্ম শিবির। কারণ ২০২৪-এর

লোকসভা নির্বাচনের ফলাফল অনুযায়ী, ওই চারটির মধ্যে তিনটি কেন্দ্রেই তৃণমূলের থেকে অনেকটা এগিয়ে রয়েছে বিজেপি।

রাজ্যের চার কেন্দ্রের উপনির্বাচনের জন্য আগেই প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করেছিল তৃণমূল। মানিকতলা কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা ওই কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক সাধন পান্ডের স্ত্রী সুপ্তি পান্ডেকে। সাধনবাবুর মৃত্যুর কারণেই ওই কেন্দ্রে ফের উপনির্বাচন হচ্ছে। অপরদিকে, বাগদা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্যসভার সাংসদ মমতাবালা ঠাকুরের কন্যা মধুপর্ণা ঠাকুর। রায়গঞ্জ কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী। লোকসভা ভোটেও রায়গঞ্জ থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন কৃষ্ণ কল্যাণী। কিন্তু ওই কেন্দ্রে জয়লাভ করে বিজেপি। এবার বিধানসভা উপনির্বাচনেও তাঁকেই প্রার্থী করেছে ঘাসফুল শিবির। আর রাণাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করা হয়েছে মুকুট মণি অধিকারীকে। লোকসভা ভোটে রানাঘাট কেন্দ্র থেকে এই মুকুট মণিকেই প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। তিনিও বিজেপির জগন্নাথ সরকারের কাছে হেরে যান। বিধানসভা উপনির্বাচনে সেই তাঁর উপরই ভরসা রাখল তৃণমূল। প্রসঙ্গত, কৃষ্ণ কল্যাণী ও মুকুট মণি এই দুজনেই বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন।

যে চারটি কেন্দ্রে উপনির্বাচন ঘোষণা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে মানিকতলা, রানাঘাট দক্ষিণ, বাগদা এবং রায়গঞ্জ। ২০২১ সালে একমাত্র মানিকতলা কেন্দ্রটিই দখল করেছিল তৃণমূল। রায়গঞ্জ, বাগদা এবং রানাঘাট দক্ষিণ কেন্দ্রে জিতেছিল বিজেপি। যদিও পরবর্তী সময়ে ওই তিন কেন্দ্রের বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী, বিশ্বজিৎ দাস এবং মুকুটমণি অধিকারী দল বদল করে তৃণমূলে যোগ দেন। এবারের লোকসভা নির্বাচনে কৃষ্ণ কল্যাণী, বিশ্বজিৎ দাস এবং মুকুটমণি অধিকারীকে যথাক্রমে রায়গঞ্জ, বনগাঁ এবং রানাঘাট কেন্দ্র থেকে প্রার্থী করেছিল তৃণমূল। বিধায়ক পদ থেকে ইস্তফা দিয়েই লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন তাঁরা। যদিও শাসক দলের টিকিটে লড়েও তিনটি কেন্দ্রেই পরাজিত হন তিন জন।

সিমেন্ট চুরি, ধৃত ব্যবসায়ী

নিজস্ব প্রতিবেদন: পরিবহণ পরিষেবা দেওয়ার নাম করে ৫০টি ট্রাকে করে ৪৫ লক্ষ টাকার সিমেন্ট চুরির ঘটনায় পুলিশের হাতে গ্রেফতার হলেন এক ব্যবসায়ী। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যবসায়ীর নাম আশুতোষ সিং।

প্রসঙ্গত, একটি নামী সিমেন্ট সংস্থার সঙ্গে একটি লজিস্টিক সংস্থার চুক্তি হয়। লজিস্টিক সংস্থাটি সিমেন্টের কারখানা ও গোডাউন থেকে সিমেন্টের বস্তা বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নেয়। আশুতোষ সিং ওই লজিস্টিক সংস্থার কাছ থেকে এজেন্সি নেন। এরপর গত কয়েক মাসে প্রায় ৫০টি ট্রাক গোডাউন থেকে সিমেন্টের বস্তা নিয়ে বের হয়। আশুতোষ ভুয়ো নথি দেখিয়ে প্রমাণ করেন যে, জায়গামতো সেগুলি পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সিমেন্ট নির্মাতা সংস্থার কর্তারা জানতে পারেন, কোনও জায়গাতেই পৌঁছয়নি সেই বস্তাগুলি। এদিকে আশুতোষ প্রায় ৪৫ লাখ টাকার সিমেন্ট এভাবে হাতিয়ে নিয়ে উধাও হয়ে যান। ৫০টি ট্রাক চালককে নির্দেশ দেন পালিয়ে যাওয়ার। সেইমতো চালকরা বিহার, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়ে পালিয়েও যায়। আশুতোষ বিভিন্ন থানায় গিয়ে পাল্টা মিসিং ডায়েরি করেন। অন্যদিকে, ৪৫ লাখ টাকার সিমেন্ট চুরির ব্যাপারে শেক্সপিয়র সরণি থানায় অভিযোগ দায়ের হয়। পুলিশ তদন্তে নেমে আশুতোষ সিংকে গ্রেফতার করে। ধৃতকে জেরা করে ওই হাতিয়ে নেওয়া সিমেন্টের বস্তা ও ব্যবসায়ীর সঙ্গীদের সন্ধান চালাচ্ছে পুলিশ।

ব্যবসায়ী অজয় মন্ডলকে সুরক্ষা প্রদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শনিবার ভরদুপুরে বেলঘড়িয়ার জনবহুল রথতলা মোড়ে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অজয় মন্ডলের গাড়ি লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে বাইক আরোহী দুই দুষ্কৃতীর বিরুদ্ধে। ব্যবসায়ীর অভিযোগ, তাঁর গাড়ি লক্ষ্য করে আট রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছিল। যদিও ঘটনার পর থেকেই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিলেন ব্যবসায়ী অজয় মন্ডল। রবিবার বেলায় তাঁর বাড়িতে আসেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে তিনি ব্যবসায়ীর মনোবল বাড়ান। ব্যবসায়ীর নিরাপত্তায় অবিলম্বে নিরাপত্তারক্ষী দেওয়ার দাবি করেন প্রাক্তন সাংসদ। রবিবার রাতেই ব্যারাকপুর পুলিশ

কমিশনারেটের তরফে ব্যবসায়ীর সুরক্ষায় দুইজন সশস্ত্র পুলিশ কর্মীকে নিয়োগ করা হয়েছে। নিরাপত্তারক্ষী পেয়ে কিছুটা স্বস্তিতে ব্যারাকপুর নোনা চন্দনপুকুর বাজার এলাকার বাসিন্দা মোটর গাড়ি ব্যবসায়ী অজয় মন্ডল।

সেমিকন্ডাক্টর আমদানিতে ২১০ কোটির দুর্নীতির হদিশ শুল্ক দফতরের

নিজস্ব প্রতিবেদন: নয়া প্রযুক্তিতে এখন বহু সামগ্রীতেই ব্যবহার করা হয় সেমিকন্ডাক্টর। যা এককথায় অপরিহার্য হয়ে উঠেছে ইলেক্ট্রনিক্স কোনও বস্তু তৈরিতে। এবার চোরাপথে এই সেমিকন্ডাক্টর আমদানিতে প্রায় ২১০ কোটি টাকার দুর্নীতির হদিশ পেল কলকাতার শুল্ক দফতর। এই দুর্নীতির পিছনে কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বড় চক্র রয়েছে বলে ধারণা শুল্ক দফতরের আধিকারিকদের। শুল্ক দফতর সূত্রে খবর, ইতিমধ্যে এই দুর্নীতিতে চক্রের কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে।

শুল্ক দফতর সূত্রে এও জানা গিয়েছে, মূলত চিন, তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও সিঙ্গাপুর থেকে সেমিকন্ডাক্টর বা অর্ধপরিবাহী আমদানি হয় এই দেশে। কম্পিউটার থেকে শুরু করে বহু বৈদ্যুতিন যন্ত্র তৈরির জন্য এই সেমিকন্ডাক্টর অপরিহার্য। এই দেশে কম সংখ্যক এই বস্তুটি তৈরি হয়। তাই বিদেশ থেকে আমদানি করতে হয় সেমিকন্ডাক্টর। এই আমদানির সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের মোটা শুল্ক কর গুনতে হয়। শুল্ক গোয়েন্দাদের দাবি, কর ফাঁকি দিতেই চোরাপথে পাচার করা হচ্ছে বিপুল পরিমাণ সেমিকন্ডাক্টর। এই ব্যাপারে তদন্ত করে শুল্ক গোয়েন্দারা জানতে পারেন যে, বিভিন্ন জিনিসপত্রের আড়ালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন

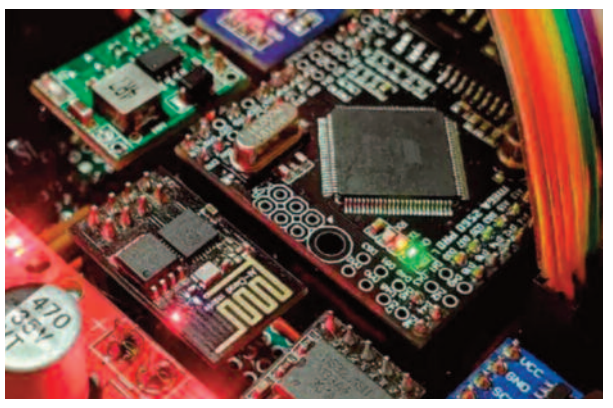

দেশ থেকে পাচার করা হচ্ছে এই অতি প্রয়োজনীয় বস্তুটি। কলকাতা-সহ বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে রয়েছে এই চক্রের সদস্যরা।

শুধু তাই নয়, শুল্ক দফতরের আধিকারিকদের নজরে এসেছে, চোরাপথে আসা এই সেমিকন্ডাক্টর রাখা হচ্ছে গোডাউনে। আবার এরই একটি অংশ কলকাতায় রেখে দিয়ে বাকিটা ফের পাচার করা হচ্ছে অন্য দেশে। এভাবে বিপুল পরিমাণ সেমিকন্ডাক্টর কলকাতা হয়ে পাচার হয়ে যাচ্ছে বলেই দাবি শুল্ক দফতরের আধিকারিকদের।

এই প্রসঙ্গে শুল্ক দফতরের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, সেমিকন্ডাক্টর চোরাপথে আমদানি ও পাচারে প্রায় ২১০ কোটি টাকার দুর্নীতি রয়েছে। প্রায় ১০০ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে পাচার করা হয়েছে ওই বিপুল পরিমাণ টাকা। এই পাচারের পিছনে কয়েকজন ক্লিয়ারিং এজেন্ট রয়েছে বলে অভিযোগ গোয়েন্দাদের। এদের মধ্যে পাঁচজনকে সম্প্রতি শুল্ক দফতরের আধিকারিকরা গ্রেফতারও করেন। গোয়েন্দাদের দাবি, এই এজেন্টরা ছাড়াও চক্রের অন্য সদস্যদের একটি বড় অংশকে ব্যাঙ্কের লেনদেনের জন্য কাজে লাগানো হয়। সারা দেশের বিভিন্ন শহর ও রাজ্যের ব্যাঙ্কের শাখায় পাচার করা হয়েছে ওই বিপুল টাকা। এমনকী, ওই বিপুল টাকা ব্যয় করে সম্পত্তি কেনা হয়েছে। এই দুর্নীতির ২১০ কোটি টাকা কোন কোন পথে গিয়েছে, এবার তারও তদন্ত করছেন শুল্ক দফতরের গোয়েন্দারা। সূত্রের খ বর, এই তথ্য এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটকেও জানানো হয়েছে।

মঙ্গল থেকে প্রাক বর্ষার শুরু দক্ষিণবঙ্গে

নিজস্ব প্রতিবেদন: মঙ্গলবার প্রাক বর্ষার বৃষ্টি শুরু দক্ষিণবঙ্গে। কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি, সঙ্গে কোথাও কোথাও ৪০-৫০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে বইতে পারে দমকা হাওয়া। বুধ-বৃহস্পতিতে দক্ষিণের একাধিক জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। হাওয়া অফিস থেকে জানানো হয়েছে, পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা তুলনামূলকভাবে বেশি থাকবে। এরপর বুধ-বৃহস্পতিবার থেকে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ বাড়তে পারে বলে অনুমান আবহাওয়াবিদদের।

আর কয়েকদিনের মধ্যেই দক্ষিণবঙ্গে বর্ষার আগমনের সম্ভাবনা। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, আগামী চার দিনের মধ্যে দক্ষিণের জেলাগুলিতে বর্ষা প্রবেশ করবে। এদিকে সোমবার কলকাতা ও শহরতলিতে আকাশ ছিল আংশিক মেঘলা। মঙ্গলবার থেকে তিলোত্তমায় বৃষ্টির প্রবল

সম্ভাবনার কথাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বুধ-বৃহস্পতিতে ঝড়-বৃষ্টির পরিমাণ আরও বাড়তে পারে বলে পূর্বাভাস হাওয়া অফিসের।

এদিকে সোমবার আংশিক মেঘলা থাকলেও গরম আর আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি ছিলই। সোমবার সকাল থেকে ঘাম প্যাচপ্যাচে পরিস্থিতিতে গরমে নাজেহাল সাধারণ মানুষ। সোমবার সকালে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৩০.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিক তাপমাত্রা থেকে ৩.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। রবিবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের তুলনায় ২.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ ৫৭-৮৮ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ৩০-৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। দুর্যোগের দুর্ভোগ বাড়বে উত্তরবঙ্গে। অসম, মেঘালয়, সিকিম ও উত্তরবঙ্গে অতি প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা মঙ্গলবার। সিকিম, ভুটান, উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যের প্রবল বৃষ্টিতে দুর্যোগের আশঙ্কা। উত্তরবঙ্গে প্রবল বৃষ্টি চলবে আরও চার-পাঁচদিন।

উপরের পাঁচ জেলা দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়িতে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের চরম সর্তকতা। নতুন করে নদীর জলস্তর বাড়বে প্লাবনের আশঙ্কা, সঙ্গে পার্বত্য এলাকায় ধসের আশঙ্কা।

বর্তমান ও পূর্বতন কাউন্সিলরের কাজিয়ায় তপ্ত ভাটপাড়া

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে ভাটপাড়ায়। অভিযোগ, সোমবার বেলায় তৃণমূলের গোষ্ঠী কাজিয়ার জেরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় জগদ্দল থানার অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডের আতপুর ফাঁড়ি সংলগ্ন এলাকায়। ওই ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর অভিমুন্য তেওয়ারি ও পূর্বতন কাউন্সিলর সৌরভ সিংয়ের সঙ্গে তুমুল বচসা বাধে। একে অপরের দিকে মারতে উদ্যত হয় বলে অভিযোগ। প্রসঙ্গত, সৌরভ ওই ওয়ার্ডের প্রাক্তন কাউন্সিলর হলেও, এবার তিনি ব্যারাকপুর কেন্দ্রের লোকসভা নির্বাচনে দলীয় প্রার্থীর চিফ ইলেকশন এজেন্ট হয়েছিলেন। একদা তিনি ভাটপাড়া পুরসভার পুরপ্রধানও ছিলেন। প্রকাশ্যে দু'জনের বাকবিতন্ডার জেরে জগদ্দলের আতপুরে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ান সঙ্গে নিয়ে জগদ্দল থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে উভয়পক্ষকে সরিয়ে দিয়ে পরিস্থিতির সামাল দেয়। ২০ নম্বর ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর অভিমুন্য তেওয়ারির অভিযোগ, বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে সৌরভ সিং দলের দুই কর্মী প্রদ্যুৎ পাল ও রাহুল সিংয়ের বাড়িতে এসে গালিগালাজ করে। ওদের কাছ থেকে ফোন পেয়ে তড়িঘড়ি তিনি ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন। সেখানে সৌরভ সিং তাঁকে গালিগালাজ করে এবং তাঁকে গুলি

করার হুমকি দেয়। যদিও পূর্বতন কাউন্সিলর সৌরভ সিংয়ের পাল্টা অভিযোগ, গাড়ি নিয়ে যাওয়ার সময় স্থানীয় কাউন্সিলর অভিমুন্য তেওয়ারি তাঁকে গালিগালাজ করে। তাঁর দাবি, কাউকেই তিনি হুমকি দেননি। হুমকি দেওয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। সৌরভের আরও অভিযোগ, স্থানীয় সেনা ব্যারাকে সিন্ডিকেটরাজ চালাচ্ছে স্থানীয় কাউন্সিলর অভিমুন্য তেওয়ারি ও ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পিনাকী দাস এবং ইমারত ব্যবসায়ী প্রদ্যুৎ পাল। ইমারত দ্রব্যের গাড়ি পিছু অভিমুন্য তেওয়ারি পাঁচ হাজার টাকা করে তোলা নিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। সৌরভের দাবি, সেনা ব্যারাকে কাজে নিযুক্ত ঠিকাদারেরা তাঁর কাছে কিছু অভিযোগ জানান। বিষয়টি তিনি সাংসদ পার্থ ভৌমিককে জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, এটা দলের কোনও গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের বিষয় নয়। ঠিকাদারদের অসুবিধার সম্মুখীন হলে পূর্বতন কাউন্সিলর হিসেবে সেটা তাঁর দেখা উচিত। ঘটনা নিয়ে জগদ্দলের বিধায়ক সোমনাথ শ্যাম বলেন, প্রদ্যুৎ নামে একজনের কাছে হুমকি দিয়ে ফোন আসছিল। তা নিয়ে গন্ডগোলের সূত্রপাত। এদিন অশান্তির পরিবেশ সৃষ্টি হলে পুলিশ পাঠিয়ে বিষয়টি দেখতে বলেছিলাম। তাছাড়া প্রশাসন খতিয়ে দেখে যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। এমনকি বিষয়টি দলের উচ্চ নেতৃত্বকে জানানো হয়েছে।

জতুগৃহ কলকাতায় ল্যাডারের সংখ্যা অপ্রতুল, রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিবেদন: অ্যাক্রোপলিস মলের আগুন লাগার ঘটনায় শপিং মলের ভিতর থেকে কালো ধোঁয়া বার করতে দমকলের ৫৫ মিটার উচ্চতার ল্যাডারে চেপে কাচ ভাঙেন দমকলকর্মীরা। অথচ এই ল্যাডারটি দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে পড়ে ছিল। বিদেশ থেকে কয়েক কোটি টাকা মূল্যের ল্যাডার কেনা হলেও, বাৎসরিক রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ওই সংস্থার সঙ্গে কোনও চুক্তি করেনি রাজ্য। ফলে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ ভাবে শহর ও শহরতলির বিভিন্ন গ্যারাজে বিকল হওয়া হাইড্রলিক ল্যাডারগুলি সারাইয়ের কাজ চলছে। পুরসভা সূত্রের খবর, বিকল হওয়া ৫৫ মিটারের ল্যাডারটি সারানো হয়েছিল হাওড়ার আন্দুলের একটি গ্যারাজে।

কলকাতা, নিউ টাউন, রাজারহাটে তৈরি হয়েছে ২০ থেকে ৩০ তলার অজস্র বহুতল। শহরের সর্বোচ্চ বহুতল 'দ্য ফর্টি টু'-র উচ্চতা ২৬৮ মিটার। অথচ বহুতলের আগুন নেভানোর জন্য দমকলের কাছে থাকা পাঁচটি ল্যাডারের উচ্চতা যথাক্রমে ৬৮, ৫৫, ৪২, ৫০ ও ৩০ মিটার। তার মধ্যে ৫০ মিটারের ল্যাডারটি বর্তমানে বিকল। ৩০ ও ৫০ মিটার উচ্চতার ল্যাডারগুলিকে দমকলের পরিভাষায় বলা হয় টার্নটেবিল ল্যাডার (টিটিএল)। এই ল্যাডারগুলির সিঁড়িতে বসে ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে ঘুরে উঁচু থেকে আগুন নেভানোর জন্য চারপাশে জল দিতে পারেন দমকলকর্মীরা।

প্রসঙ্গত, শুক্রবার অ্যাক্রোপলিস মলে আগুন নেভানোর কাজে বেহালার ট্রেনিং ইনস্টিটিউট থেকে ৫৫ মিটার এবং দমকলের সদর দফতর থেকে ৪২ মিটার উচ্চতার ল্যাডারটি গিয়েছিল। সেই সময় দমকল আধিকারিকেরা জানান,

শুক্রবার শপিং মলের আগুন নেভাতে খুব বেশি বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু এই ধরনের উঁচু বহুতলে আগুন নেভাতে সুউচ্চ ল্যাডার অন্যতম ভরসা। এক দমকল আধিকারিক স্বীকার করছেন, 'মাত্র পাঁচটি ল্যাডার দিয়ে কাজ চালানো অসম্ভব। জাপান, ফিনল্যান্ড ও অস্ট্রিয়া থেকে কয়েক কোটি টাকা মূল্যে সেগুলি কেনা হলেও সংশ্লিষ্ট সংস্থাগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব নেয়নি। ফলে মাঝেমধ্যেই বিকল হয়ে পড়া ল্যাডারগুলি অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে স্থানীয় ভাবে সারাই করাতে হচ্ছে।'

এ প্রসঙ্গে আর এক দমকল আধিকারিক মনে করিয়ে দিচ্ছেন, ২০১৬ সালের একটি ঘটনার কথা। বিধাননগর ফায়ার স্টেশনে ৬৮ মিটার উচ্চতার ল্যাডারটির মহড়া চলছিল। যে পাটাতনের উপরে বসেছিলেন দমকলকর্মী, সেটি হঠাৎ উল্টে যায়। তবে ওই দমকলকর্মী সেফটি বেল্ট পরে থাকায় তিনি নীচে পড়ে যাননি। কিন্তু অগ্নিকাণ্ডের সময়ে এমন ঘটনা ঘটলে বড়সড় বিপদের মুখে পড়তে হতে পারে দমকলকর্মীদের। দমকল সূত্রের খ বর, ল্যাডার সংখ্যায় কম থাকায় তার মধ্যে কোনওটি বিকল হলে সমস্যা বাড়ছে। এক দমকল আধিকারিকের পর্যবেক্ষণ, 'বড়সড় আগুনে ল্যাডারের গুরুত্ব অনেকটা বেড়ে যায়। কিন্তু মাত্র পাঁচটি ল্যাডারেরও কোনও না কোনওটি সব সময়ে বিকল হয়ে থাকছে।' এই প্রসঙ্গে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু অবশ্য জানান, 'ল্যাডার খারাপ হতেই পারে। বিকল হলে সেগুলি মেরামতও করা হচ্ছে। আশা করি কোনও সমস্যা হবে না।'

সম্পাদকীয়

বাঁচতে হলে একমাত্র পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক তৈরি হোক

প্লাস্টিক বর্জন, এই আন্দোলনের সুফল পেতে হলে শুধু কাগুজে আইন করে ব্যবহার বন্ধ করা যাবে না। নজরদারিও সমানে বাড়াতে হবে। অন্য যে পথটি নেওয়া যায় তা হল, প্লাস্টিক উৎপাদন বন্ধ করতে হবে। পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকই শুধু তৈরি হোক। যা কোনও ভাবে নষ্ট করা যায় না, তা বাজারজাত করা অবিলম্বে আটকাতে হবে। ২০১৮ সালে ভারত বিশ্ব পরিবেশ দিবস আয়োজন করে 'বিট প্লাস্টিক পলিউশন' স্লোগানকে সামনে রেখে। বলা হয়, পুনর্ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকই ব্যবহার করা যাবে, যা বাস্তুতন্ত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়া ছড়াবে না। সস্তা প্লাস্টিক ব্যবহারে পশুপাখি বা জলজ প্রাণীর ক্ষতিসাধন তো হয়ই, নিকাশিব্যবস্থাও বাধাপ্রাপ্ত হয়। বড় রাস্তার নর্দমার মুখগুলো প্লাস্টিক ও অন্যান্য বর্জ্যে আটকে আছে। পুরসভাগুলি নিয়মিত ভাবে খোলা নর্দমার প্লাস্টিক ও পাঁক পরিষ্কার করে বলে মনে হয় না। তাই এ বছরও বর্ষার শুরুতে জলমগ্ন হবে কলকাতা ও তাকে ঘিরে থাকা শহরতলি এলাকা। যে সমস্ত প্লাস্টিকের রাসায়নিক গঠন নির্ধারিত মাপকাঠি না মেনে উৎপাদিত হয়, তা মাটিতে মিশলে মাটি তার উর্বরতা হারায়। প্লাস্টিকের প্যাকেট, বোতল থেকেও নানা রোগ বাসা বাঁধে শরীরে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের প্লাস্টিক দূষণের কুফল বোঝাতে অনেক স্কুল বর্তমানে যে কোনও রকমের প্লাস্টিকের সামগ্রী ব্যবহার বন্ধ করার নির্দেশের সঙ্গে জরিমানার নিদানও দিয়েছে। স্কুলগুলির নেওয়া এই জরুরি উদ্যোগ সফল করতে যাদের পানীয় জলের জন্য ধাতব বোতল কেনার সামর্থ্য নেই, সেই সমস্ত দুঃস্থ পরিবারের ছেলেমেয়েদের হাতে সরকারি ভাবে ধাতব বোতলের জোগান দিলে সমস্যার সমাধান হয়। সরকারি কত টাকাই তো যুক্তিহীন কাজে খরচ হয়, স্কুলগুলির এই কার্যকর উদ্যোগের কারণে যদি মারণ প্লাস্টিক দূষণ বন্ধ করা যায় বা ধীরে ধীরে কমানো যায়, তার চেয়ে ভাল বিষয় আর কী হতে পারে। এর জন্য স্কুলগুলির ক্ষেত্রে আলাদা করে সরকারি বরাদ্দ স্থির করা যায়। একই ভাবে, পানীয় জলের অপব্যবহার রোধ বা সামাজিক বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও সফল ভাবে রূপায়ণ করা সম্ভব হবে, তার জন্য বিজ্ঞাপনের ঢক্কানিনাদ দরকার হবে না।

পর পর তিনবার

সুপ্রিয় দেবরায়

২০১৪ সালে দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের দুর্নীতি আর নীতিপঙ্গুতে ক্লান্ত দেশবাসী যেমন সুদিন ফেরানোর স্বপ্নে বিভোর হয়ে পরিবর্তন চেয়েছিল, ২০১৯ সালে ছিল উরি সার্জিকাল স্ট্রাইক, পুলওয়ামা-বালাকোটের আবেগের মিশেল। ২০২৪-এ স্টিয়ারিং হুইলে বিজেপির মোদিকে এনডিএ জোটের মাধ্যমে হাত রাখতে দিলেও গণতন্ত্রের মেশিন জনগণ তাঁদের পা ব্রেকে রেখেছেন। এই তথ্য আমরা সকলেই কম-বেশি অবগত, বিভিন্ন সংবাদপত্রের মাধ্যমে। কিন্তু বাস্তবে কী ঘটেছিল সেইসময় পুলওয়ামা-বালাকোটে এবং উরিতে? কে ছিলেন নেপথ্য নায়ক? অনেকেই এব্যাপারে জ্ঞাত থাকলেও, সাধারণ জনগণ হয়ত সেভাবে পুঙ্খানুপুঙ্খ অবগত নন। ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি। কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিদের অতর্কিত আক্রমণে প্রাণ হারিয়েছিলেন চল্লিশ জন সিআরপিএফ জওয়ান। অজিত ডোভালের ফোন গিয়েছিল আমেরিকায়। ফোনের ও প্রান্তে ছিলেন আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা জন বোলটন। বোলটনকে ডোভাল জানিয়েছিলেন ভারত সীমান্ত লাগোয়া ক্যাম্পে কয়েকশো জইশ জঙ্গি আত্মঘাতী মিশনে অংশ নেওয়ার জন্য প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। ক্যাম্পে আছে ট্রেনার ও জইশের সিনিয়ার কম্যান্ডোরা। ডোভালের ফোনটির পর একটি বিজ্ঞপ্তির জারি করে জন বোলটন বলেছিলেন, আত্মরক্ষার অধিকার ভারতের আছে। ২৬ ফেব্রুয়ারি কাকভোরে খাইবার-পাখতুনখোয়ার বালাকোট ক্যাম্পে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়েছিল ভারতীয় বিমানবাহিনী। বোমায় পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল জঙ্গিদের ক্যাম্প। প্রাণ হারিয়েছিল কয়েকশো জঙ্গি। ২০১৯ সালের বালাকোট বিমান হামলা এবং প্রতিশোধমূলক জম্মু ও কাশ্মীর বিমান হামলা এবং পরবর্তীতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর দ্বারা ভারতীয় পাইলট অভিনন্দন বর্ধমানকে আটক করার পরে তাঁর মুক্তির দাবিতে, অজিত ডোভাল মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার সাথে আলোচনা করেছিলেন।

২০১৫ সালের ২৭ জুলাই, তিন জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গি সেনা পোশাকে হামলা চালিয়েছিল পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরের দিননগর পুলিশ স্টেশনে। জঙ্গিদের গুলিতে প্রাণ হারিয়েছিলেন তিনজন সাধারণ নাগরিক ও চার পুলিশকর্মী। ২০১৬ সালের ২ জানুয়ারি, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট ইউনাইটেড জিহাদ কাউন্সিলের পাঁচ জঙ্গি আক্রমণ চালিয়েছিল ভারতীয় বায়ুসেনার পাঠানকোট বিমানঘাঁটিতে। এই হামলায় শহিদ হয়েছিলেন সাত সেনা ও এক সাধারণ নাগরিক। খতম হয়েছিল পাঁচ জঙ্গি। এর পর ২০১৬ সালে ১৮ সেপ্টেম্বর, জইশ-ই-মহম্মদ জঙ্গিরা আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিল কাশ্মীরের উরি মিলিটারি ক্যাম্পে। শহিদ হয়েছিলেন ১৯ সেনা জওয়ান। এই তিনটি জঙ্গি হামলার পর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙেছিল ভারতের। উচ্চপর্যায়ের বৈঠক ডেকেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বৈঠকে ছিলেন অজিত ডোভাল। ২০১৬ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর। ভারতীয় সেনার সত্তর জন দুঃসাহসী কমান্ডো আকাশ ও স্থলপথে কাশ্মীরের নওগাম সেকটর দিয়ে লাইন-অফ-কন্ট্রোল পেরিয়ে ঢুকে পড়েছিলেন পাক অধিকৃত কাশ্মীরে। অতর্কিতে আঘাত হেনে গুঁড়িয়ে দিয়েছিলেন সন্ত্রাসবাদীদের ক্যাম্প। মারা গিয়েছিল ষাট থেকে সত্তর জন জঙ্গি ও পাকিস্তানি সেনা। এই ঘটনার উপর ভিত্তি করে 'উরি' সিনেমা তৈরি হয়েছিল।

কে এই অজিত ডোভাল? সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার ৭৯ বছর বর্ষীয় অজিত ডোভালকে তৃতীয়বারের জন্য জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে ফের নিয়োগ করেন, যেমন তিনবারের জন্য পি কে মিশ্রকে প্রিন্সিপাল সেক্রেটারির পদে বহাল করা হয়। সরকারি সুত্রের ব্যাখ্যা অনুযায়ী এই দু'জনের উপরে প্রধানমন্ত্রী তাঁর আস্থা, আনুগত্য ও অভিজ্ঞতাকেই গুরুত্ব দিলেন। মোদি ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেই প্রাক্তন গোয়েন্দাকর্তা অজিত ডোভালকে প্রথমবার জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন। তার পর একে একে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জঙ্গিদমনে তাঁর নেতৃত্বেই পদক্ষেপ করে সরকার। ২০১৬ সালে উরিতে জঙ্গি হানার পর তাঁর নেতৃত্বেই পাক অধিকৃত কাশ্মীরে সার্জিকাল স্ট্রাইক, ২০১৭ সালে তাঁর হস্তক্ষেপে ডোকলামে ভারত-চিন যুদ্ধের পরিস্থিতি থেকে শান্তি ফিরিয়ে আনা, ২০১৯ সালে বালাকোটে জঙ্গিশিবিরে বিমানহানার ঘটনা, ইত্যাদি কারণে মোদি ২০১৯ সালে দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর ডোভালকে পুনর্নিয়োগ করেন। এবং ২০২৪ সালে তৃতীয়বার। এই দুই অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার ও আমলা প্রধানমন্ত্রীর প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে সব থেকে বেশি দিন কাজ করার রেকর্ড করে ফেললেন। ডোভাল ১৯৬৮-র ব্যাচের আইপিএস অফিসার, মিশ্র ১৯৭২ সালের আইএএস অফিসার। সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, প্রধানমন্ত্রীর মেয়াদ পর্যন্ত তাঁদেরও মেয়াদ থাকবে। দু'জনেই ক্যাবিনেট মন্ত্রীর সমপদমর্যাদা পাবেন।

কেরালা ক্যাডারের আইপিএস ডোভাল উত্তরাখন্ডের গাড়োয়াল জেলায় ঘিরি বানেলসিউন গ্রামে ২০ জানুয়ারি, ১৯৪৫ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই চলে গিয়েছিলেন আজমেঢ়। ভর্তি হয়েছিলেন কিং জর্জ রয়াল ইন্ডিয়ান মিলিটারি স্কুলে। স্নাতক স্তর পর্যন্ত সেখানেই পড়াশুনা করার পর, ১৯৬৭ সালে আগ্রা ইউনিভার্সিটি থেকে ইকনোমিক্সে মাস্টার ডিগ্রি করেছিলেন। স্নাতক হওয়ার পর থেকেই পড়াশুনা শুরু করেছিলেন আইপিএস হওয়ার জন্য। ১৯৬৮ সালে সিভিল সার্ভিসেস পরীক্ষায় পাশ করে কেরালা ক্যাডারের আইপিএস হিসাবে পুলিশ বাহিনীতে যোগ দিয়েছিলেন ডোভাল। পরবর্তীকালে যোগ দিয়েছিলেন ইন্টালিজেন্স ব্যুরোতে। ভারতের সর্বকনিষ্ঠ আইপিএস হিসেবে পুলিশ পদক পেয়েছিলেন ডোভাল। পেয়েছিলেন 'প্রেসিডেন্ট পুলিশ' পদকও। তিনিই ভারতের প্রথম পুলিশ অফিসার যিনি 'কীর্তিচক্র' সম্মান পেয়েছিলেন। ৩৭ বছর পুলিশ ও কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বাহিনীতে কাজ করার পর, ২০০৫ সালে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ইন্টালিজেন্স ব্যুরোর চিফ হিসেবে। ইন্টালিজেন্স ব্যুরোর আন্ডারকভার এজেন্ট হিসেবে ভারত ও বিদেশে গোপন মিশন চালিয়েছেন যুগের পর যুগ। অজিত কুমার ডোভাল হয়ে উঠেছেন ভারতের একমাত্র সুপার স্পাই। যাঁর মুকুটের পালকগুলি আজ কিংবদন্তি হয়ে গিয়েছে।

২০১৪ সালের মে মাসে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসেবে ডোভাল নিয়োগ হওয়ার পর, ২০১৪ সালের জুন মাসে ইরাক ও সিরিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকা দখল করে নিয়ে ছিল আইসিএস জঙ্গিরা। ইরাকের তিরকিতে আটকে পড়েছিলেন হাসপাতালে কর্মরত ৪৬ জন ভারতীয় নার্স। মৃত্যুভয়ে কাঁপছিলেন নার্সরা। জুলাই মাসে ডোভাল গোপন মিশনে উড়ে গিয়েছিলেন ইরাক। জানা যায়নি এর পর কী ঘটেছিল। তবে সবাইকে অবাক করে দিয়ে আইসিএস জঙ্গিরা ভারতীয় নার্সদের মুক্তি দিয়েছিল। ইরবিল শহর কর্তৃপক্ষের হাতে ৫ জুলাই তারা তুলে দিয়েছিল ৪৬ জন ভারতীয় নার্সকে। নার্সদের নিয়ে কোচি ফিরে এসেছিল দুটি বিশেষ বিমান।

হার মানবে 'পাঠান' কিংবা 'টাইগার জিন্দা হ্যায়' জাতীয় একাধিক স্পাই থ্রিলার। বাস্তব জীবনে এমন দুঃসাহসিক অপারেশন করেছেন অজিত ডোভাল, যার জন্য গোটা দেশ তাঁকে কুর্নিশ জানায়। দেশের বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের 'মাস্টারস্ট্রোকে' রাতারাতি থেমেছিল অমৃতসরের খালিস্তানি হিংসা। কী ভাবে সেই সিক্রেট মিশন করেছিলেন তিনি? অপারেশন ব্লুস্টারের বদলা হিসেবে শিখ উগ্রপন্থীরা ১৯৮৮ সালে দখল করে নিয়েছিল অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির। সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল স্বর্ণমন্দিরকে দখলমুক্ত করার জন্য চালানো হবে মিলিটারি অপারেশন 'ব্ল্যাক থান্ডার-টু'। এর আগে ১৯৮৪ সালে অপারেশন ব্লুস্টারে নিহত হয়েছিল ৪৮৯ জন শিখ উগ্রপন্থী ও আটক থাকা দর্শনার্থী। সেই অভিযানে প্রাণ হারিয়েছিলেন ৮৩ জন সেনা ও পুলিশ জওয়ান। উগ্রপন্থীদের বিষয়ে সব ধরনের তথ্য সংগ্রহ না করে অপারেশন চালাতে গিয়ে চরম ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছিল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার। ১৯৮৮ সালেও ঘটেছিল একই ঘটনা। জঙ্গিদের বিস্তারিত তথ্য রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ছিল না। অথচ 'ব্ল্যাক থান্ডার-টু' অপারেশন শুরু করার আগে, জানা দরকার জঙ্গিদের সংখ্যা, অস্ত্রশস্ত্রের পরিমাণ ও স্বর্ণমন্দির চত্বরে তাদের সঠিক অবস্থান সংক্রান্ত তথ্য। জঙ্গিরা স্বর্ণমন্দিরের ভেতর আটকে রেখেছিল বেশ কিছু দর্শনার্থীকে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন রোমানিয়ার কূটনীতিক লিভিউ রাদু। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার যখন স্বর্ণমন্দিরের ভেতরের তথ্য সংগ্রহ করার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়েছে, ঠিক সেই সময় স্বর্ণমন্দিরের সামনের রাস্তায় একজন অচেনা রিক্সাওয়ালার আবির্ভাব হয়েছিল। অচেনা লোক দেখে সতর্ক হয়ে গিয়েছিল জঙ্গিরা। দিন দশেক নজরে রাখার পর রিক্সাওয়ালাকে জঙ্গিরা তুলে নিয়ে গিয়েছিল স্বর্ণমন্দিরের ভেতর। ভারতীয় সেনার গুপ্তচর হিসেবে অত্যাচার শুরু করেছিল। কিন্তু রিক্সাওয়ালা চোস্ত উর্দুতে জানিয়েছিল সে পাকিস্তানের এজেন্ট। ভারতীয় সেনার নজর এড়াতেই রিক্সাওয়ালার ছদ্মবেশ নিয়ে এলাকায় ঢুকেছে সে। খালিস্তানি আন্দোলনকে সাহায্য করার জন্য পাকিস্তানের আইএসআই পাঠিয়েছে তাকে। লুঙ্গি কুর্তা পরা রিক্সাওয়ালা এরপর পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গা, শিখ মহল্লা ও গুরুদ্বারের বিশদ বিবরণ দিয়েছিল। আইএসআই-এর শীর্ষে থাকা কিছু লোকের নাম বলেছিল। শিখ উগ্রপন্থীরা বিশ্বাস করে নিয়েছিল রিক্সাওয়ালা পাকিস্তানেরই মানুষ ও আইএসআই এজেন্ট। তারা রিক্সাওয়ালাকে নিয়ে স্বর্ণমন্দির চত্বর ঘুরে দেখিয়েছিল। দেখিয়েছিল কীভাবে ভারতীয় সেনার বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে তারা। ১৯৮৮ সালের ৯ মে, পাঞ্জাব পুলিশের প্রধান কেপিএস সিং গিলের নেতৃত্বে শুরু করেছিল অপারেশন 'ব্ল্যাক থান্ডার-টু'। অপারেশনটি চলেছিল ১৮ মে পর্যন্ত। অপারেশনে প্রাণ হারিয়েছিল একচল্লিশ জন উগ্রপন্থী। আত্মসমর্পণ করেছিল দুশো জন। অপারেশন শুরু হওয়ার মুহূর্তে উধাও হয়ে গিয়েছিল সেই আইএসআই এজেন্ট। মন্দির চত্বরে তাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি। স্বর্ণমন্দিরের ভেতর থেকে উগ্রপন্থী সংক্রান্ত সমস্ত তথ্য পাঞ্জাব পুলিশকে নিখুঁতভাবে সরবরাহ করার পর, অপারেশনের দিন অন্ধকারে মিলিয়ে গিয়েছিলেন, রিক্সাওয়ালার ছদ্মবেশে অজিত ডোভাল।

এরকম অসংখ্য রোমহর্ষক কাহিনি আছে ডোভালের কর্মজীবনে। ১৯৯৯ সালে মিশন কান্দাহার, ২০১৫ সালে মিশন মায়ানমার, ইত্যাদি।

জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টারা সকলেই অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক। প্রথম জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা বা এনএসএ ছিলেন ব্রজেশ মিশ্র (১৯৯৮-২০০৪)। তিনি একজন আইএএস অফিসার ছিলেন। এরপর জেএন দিক্ষিত ২০০৪ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ছিলেন, তিনি একজন আইএফএস আধিকারিক। এমকে নারায়ণ (২০০৫-২০১০)-ও আইপিএস অফিসার ছিলেন। এরপর আইএফএস অফিসার তথা প্রাক্তন বিদেশ সচিব শিবশঙ্কর মেনন (২০১০-২০১৪) জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার দায়িত্ব নেন। দেশের অন্যতম ক্ষমতাবান আধিকারিক হলেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা। দেশের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত ঝুঁকি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে পরামর্শ দেন তিনি। দেশের নিরাপত্তা, ভূ-রাজনীতি থেকে রাষ্ট্র-অর্থনীতিতে তাঁর কৌশলগত বিশেষ ভূমিকা থাকে। দেশের সমস্ত গোয়েন্দা সংস্থা যেমন ট্রুজ্ঞ, ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো, এনটিআরও, মিলিটারি ইন্টেলিজেন্স এবং ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির কাছ থেকে দেশের নিরাপত্তা নিয়ে নিয়মিত রিপোর্ট পান এনএসএ। তিনি দেশের নিরাপত্তা কাউন্সিলের প্রধান। তার সেক্রেটারিয়েটে তিনজন ডেপুটি থাকেন। তিনি নীতি নির্ধারক কমিটিরও সদস্য, যেখানে দেশের তিন সেনা প্রধান, ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, নীতি আয়োগের আধিকারিক সহ একাধিক শীর্ষকর্তারা থাকেন। তৃতীয় দফার মোদি সরকারকে অনিশ্চয়তা পূর্ণ বিশ্বে কাজ করতে হবে যেখানে একাধিক চ্যালেঞ্জ প্রতিবন্ধকতার মুখে পড়তে হবে, বিশেষ করে পাকিস্তান ও চিন- দুই পড়শি দেশের বাধা তো রয়েইছে। এই পরিস্থিতিতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা হিসাবে নিঃসন্দেহে অজিত ডোভালই সেরা।

নাট্যকার মন্মথ রায় এবং তাঁর জীবন কাহিনী

ডাঃ শামসুল হক

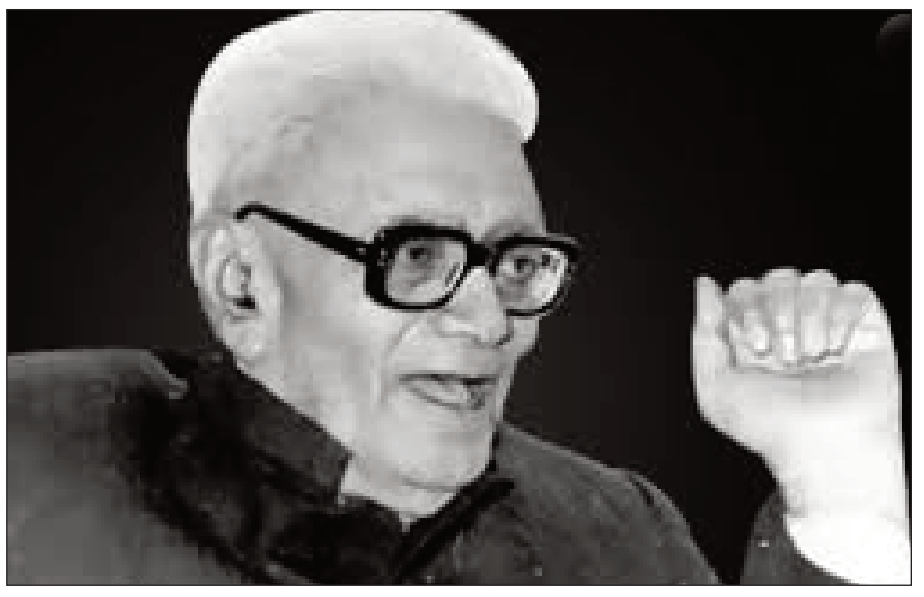

দেশমাতৃকার জন্য তখন প্রাণ বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন সকলেই। একটা সময় তো দেশের যুব সমাজ থেকে শুরু করে বয়স্করাও পর্যন্ত একজোট হয়ে নেমে পড়েছিলেন একেবারে সম্মুখ সমরেই। কেউ ঢাল, কেউবা তলোয়ার এবং পিস্তল নিয়ে প্রস্তুতও হয়েছিলেন।

অনেকেই আবার কাগজ কলম নিয়েও ছুটেছিলেন রণাঙ্গনের উদ্দেশ্যে। অন্যায়ের বিরুদ্ধেই জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন অত্যাচারী ইংরেজ শাসকদের বিরুদ্ধে। তখন ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গাইতে গাইতেই জীবনদান করেছিলেন শহীদ ক্ষুদিরাম বসু। প্রফুল্ল চাকীও তাই। মাতঙ্গিনী হাজরা তখনও পর্যন্ত লড়ে যাচ্ছিলেন। সূর্য সেনের মতো আরও অনেকেই দেশকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাবার উদ্দেশেই তখনও পর্যন্ত চালিয়ে যাচ্ছিলেন আপোষহীন সংগ্রাম।

ওদিকে কবি নজরুল ইসলামের কলমও চলে যাচ্ছিল সমান গতিতেই। যুদ্ধেও গিয়েছিলেন তিনি। করাচির সেনা ছাউনি থেকে ফিরেও আসেন। তারপরই ধরেন কলম। কবিতা তো নয়, যেন অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। লেখনীর মাধ্যমেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। জেলও খেটেছেন। বাজেয়াপ্ত হয়েছিল তাঁর বেশ কয়েকটি গ্রন্থও।

নাট্যকার মন্মথ রায়ও তখন আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেননি। দেশকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখাবার জন্য কি করা উচিত সেটা নিয়ে অনেক কিছুই ভেবেছিলেন তিনিও। আর তার জন্য প্রধান অস্ত্র হিসেবে তিনিও বেছে নিয়েছিলেন কাগজ এবং কলমকেই। ১৯২৩ সালে লিখে ফেলেন তাঁর সেই প্রথম আগুন ঝরানো নাটক মুক্তির ডাক। তারপর একের পর এক লিখতে থাকেন আরও অনেক নাটক। বৈপ্লবিক, সামাজিক, ঐতিহাসিক, পৌরাণিক ইত্যাদি নানান বিষয়ের উপর ভিত্তি করেই তিনি লেখেন প্রায় চল্লিশটি নাটক।

চলমান জীবনের প্রতিটি ছন্দেই তিনি সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন নতুন নতুন নজির। তাইতো সেইসময়ের চলমান রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং অতি অবশ্যই সামাজিক চিত্রের উপর সামঞ্জস্য বজায় রেখেই তিনি লিখেছিলেন অত্যন্ত সময়োপযোগী এবং অতি অবশ্যই বিখ্যাত সেই নাটক — ধর্মঘট।

সেটা ১৯৫৩ সালের কথা। তখনকার আকাশে বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল যে ধরনের জলছবি মূলতঃ তার উপর ভিত্তি করেই তিনি মন বসিয়েছিলেন সেই নাটক রচনার কাজে এবং সফলও হয়েছিলেন। সেইসময় সমাজের প্রায় সব শ্রেণীর মানুষই সানন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সেই প্রতিবেদন।

তার ঠিক তিন বছর পরই ১৯৫৮ সালে তিনি লিখে ফেলেন আরও একটা সময়োপযোগী নাটক সাঁওতাল বিদ্রোহ। সেটাও সমাজের সব শ্রেনীর মানুষের মনেও দাগ কেটেছিল ভীষণভাবেই। তখন এইসব ছাড়াও তাঁর কলম থেকে নিঃসৃত হয়েছিল কয়েকটি ঐতিহাসিক নাটক। সেটা অবশ্য তাঁর লেখক জীবনের একেবারে গোড়ার কথা। ১৯৩৮ সালে মীর কাশিম নামক নাটকখানি লিখে চারিদিকে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিলেন তিনি।

আবার ১৯৭১ সালে তাঁর লেখা বাস্তবধর্মী সেই নাটক, আমি মুজিব নই — তার মধ্যেও তিনি প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছিলেন সেই সময়ের দুই বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অতি অবশ্যই অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অনেক অকথিত দিকও।

মহান এই নাট্যকারের জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৬ই জুন টাঙ্গাইলের কাছাকাছি গালা গ্রামে। তাঁর পৈতৃক নিবাস অবশ্য ছিল তদানীন্তন পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরঘাটে। সেখানেই কেটেছে তাঁর ছেলেবেলার দিনগুলো। প্রাথমিক পর্বের লেখাপড়া শুরুও সেখানেই। মাধ্যমিক পাশও করেন বালুরঘাট হাইস্কুল থেকে। তারপর অবশ্য তিনি চলে যান রাজশাহী। সেখানকার বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী কলেজ থেকেই উত্তীর্ণ হন আই.এ পরীক্ষাও। এরপর রাজশাহী ছেড়ে কলকাতায় চলে আসেন মন্মথ রায়। ভর্তি হন স্কটিশ চার্চ কলেজে। সেই কলেজ থেকেই ১৯২২ সালে কলা বিভাগের স্নাতক হন তিনি। পড়াশোনার নেশা তিনি কিন্তু ত্যাগ করতে পারেননি তখনও। পড়ার নেশায় মশগুল হয়েই তিনি চলে যান ঢাকায় এবং সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই অর্থনীতিতে এম.এ পাশ করেন তিনি।

লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে এবার নাটক রচনার কাজে মন বসাবার চেষ্টা করেন নাট্যকার মন্মথ রায়। লিখতে শুরুও করেন। কিন্তু মাত্র কয়েক দিন পরেই অন্য আর এক নেশাও পেয়ে বসে তাঁকে। নাটকের আসর ছেড়ে তিনি আবারও ফিরে আসেন শিক্ষার অঙ্গনেই। এবার তিনি ভর্তি হন আইন কলেজে। মন বসান পড়াশোনাতেও। ১৯২৫ সালে উত্তীর্ণ হন বি.এল পরীক্ষায়। শুরুও করেন ওকালতির কাজ। বালুরঘাটেই সূচনা করেন আইনজীবীর কাজকর্ম।

একটা সময় একজন দক্ষ আইনজ্ঞ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতেও সক্ষম হয়েছিলেন মন্মথবাবু। তিনি কাজও করছিলেন ঠিকঠাকভাবেই। আর সেই কাজ করতে গিয়ে ভুলেও যাননি তাঁর ঈশ্বর প্রদত্ত প্রতিভার ব্যাপারটাও। তাই পাশাপাশি চলছিল নাটক রচনার কাজও। তবে সেজন্য তাঁর লেখনীর গতি যে একটু শ্লথ হয়ে পড়েছিল সে কথা তিনি স্বীকার করেছিলেন নিজেও।

নাট্যজগতের এই সব্যসাচী বিভিন্ন সময়ে পেয়েছেন বহুবিধ সম্মান এবং পুরস্কারও। তবে তারই মধ্যে মনে রাখার মতো যে খেতাবটি তিনি অর্জন করেছিলেন তা হল ১৯৮৩ সালে পাওয়া দীনবন্ধু পুরস্কার। সেই বছরই পশ্চিম বঙ্গ সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে সেই সরকারেরই নাট্য উপদেষ্টা কমিটির ব্যবস্থাপনায় শুরু হয় সেই পুরস্কার প্রদান। প্রখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রের নামকে স্মরণীয় করে রাখার তাগিদেই আয়োজন করা হয়েছিল রাজ্য সরকারের সেই প্রয়াস। আর মন্মথ রায়ই হয়েছিলেন সেই পুরস্কারের সর্বপ্রথম অংশীদার। তারপর অনেকের হাতেই উঠে এসেছে সেই সম্মানের ডালি। পেয়েছেন সরযূবালা দেবী, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, রুদ্রপ্রতাপ সেনগুপ্ত, ব্রাত্য বসু প্রমুখ।

১৯৮৮ সালের ২৬শে আগষ্ট কলকাতায় মহাপ্রয়াণ ঘটে সেই মহান নাট্যকারের। এই বৎসর তাঁর একশত পঁচিশতম জন্মবার্ষিকী। তাই তাঁর জন্মদিনটার কথা মনে রেখে আমরা যেন তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করতে পারি এবং জানাতে পারি উপযুক্ত সম্মানও।

আনন্দকথা

কালী পদ্মবনে হংস-সনে, হংসীরূপে কর রমণ।
প্রসাদ ভাষে, লোকে হাসে, সন্তরণে সিন্ধু-তরণ,
আমার মন বুঝেছে, প্রাণ বুঝে না; ধরবে শশী হয়ে বামন।
ঠাকুর শ্রীরাকৃষ্ণ অবার বলিতেছেন, ঈশ্বরকে ভালবাসা — এইটি জীবনের উদ্দেশ্য; যেমন বৃন্দাবনে গোপ-গোপীরা, রাখালরা শ্রীকৃষ্ণকে ভালবাসত। যখন শ্রীকৃষ্ণ মথুরায় গেলেন, রাখালেরা তাঁর বিরহে কেঁদে কেঁদে বেড়াত।
এই বলিয়া ঠাকুর ঊর্ধ্বদৃষ্টি হইয়া গান গাহিতেছেন ঃ
দেখে এলাম এক নবন রাখাল,
নবীন তরুর ডাল ধরে,
নবন বৎস কোলে করে,

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

সুনয়নী দেবী

১৮৬১ *বিশিষ্ট লেখক দেবকী নন্দন ক্ষত্রীর জন্মদিন।*
১৮৭৫ *বিশিষ্ট চিত্রাঙ্কন শিল্পী সুনয়নী দেবীর জন্মদিন।*
১৯৫০ *বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ শ্রীকান্ত কুমার জেনার জন্মদিন।*

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

একদিন
আমার বাংলা
EKDIN, KOLKATA, 18 JUNE 2024, PAGE 5
কলকাতা, ১৮ জুন, ২০২৪ ৫

তিনমাস আগেই কাজে যোগ দিয়েছিলেন দার্জিলিঙের ক্যালেব সুব্বা

শিলিগুড়ির রাঙাপানির ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ কাড়ল আবগারি দপ্তরের অফিসারের

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: লোকসভা নির্বাচনের জন্য নিজের হোম ডিস্ট্রিক্ট ছেড়ে মাত্র তিন মাস আগেই মালদার মানিকচকে পোস্টিং হয়েছিল আবগারি দপ্তরের অফিসার ক্যালেব সুব্বার (৩৫)। কিন্তু সোমবারের শিলিগুড়ির রাঙাপানিতে ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণ কেড়ে নিল আবগারি দপ্তরের ওই অফিসারের। বিষয়টি জানাজানি হতেই মালদার আবগারি দপ্তরের অফিসার কর্মীদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। লোকসভা নির্বাচনের পর কয়েক দিনের ছুটিতে দার্জিলিংয়ের নিজের বাড়িতে গিয়েছিলেন মালদার মানিকচক জোনের আবগারি দপ্তরের ওসি ক্যালেব সুব্বা। ডাউন এনজিপি- শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনের সংরক্ষিত আসনের টিকিট না পেয়ে এদিন এনজিপি থেকে জেনারেল কামরায় চেপেই মালদায় ফিরছিলেন তিনি। কিন্তু রাঙাপানির কাছেই মালগাড়ি এবং ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের ভয়াবহ সংঘর্ষে মৃত্যু হয়েছে ওই আবগারি অফিসারের বলে সংশ্লিষ্ট দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। মালগাড়ি ট্রেনটি সরাসরি কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনের একই লাইনে এসে পিছন দিকে ধাক্কা মারে তাতেই পাঁচটি বগি ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়। যাত্রীবাহী ওই ট্রেনের শেষে ছিল জেনারেল কামরাটি।

মালদা জেলা আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত মার্চ মাসে মানিকচক আবগারি জোনের ওসি পদে দায়িত্ব পান ক্যালেব সুব্বা। তাঁর বাড়ি দার্জিলিংয়ে। তাঁর পরিবারে স্ত্রীর পাশাপাশি আড়াই বছরের এক নাবালিকা মেয়ে রয়েছে। বিগত দিনে ক্যালেব সুব্বা পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবল পদে কর্মরত ছিলেন। এরপর পুলিশের পদোন্নতি হয়ে এসআই পদে যোগ দেন। কয়েক বছর চাকরি করার পর ২০২০ সালে আবগারি দপ্তরের এসআই পদমর্যাদার অফিসার হয়ে জলপাইগুড়ি ডিভিশনে নিযুক্ত হন। সেখানে টানা তিন বছর চাকরি করেন। এরপর চলতি বছর দার্জিলিংয়ে আবগারি দপ্তরের অফিসার হিসেবে পোস্টিং হয় ক্যালেব সুব্বার। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের জন্য প্রটোকল অনুযায়ী ওই আবগারি অফিসারকে নিজের হোম ডিসট্রিক্ট থেকে সরিয়ে মালদার মানিকচক আবগারি জোনের ওসি পদে পাঠানো হয়। মৃত ওই আবগারি অফিসারের এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু জানিয়েছেন, অত্যন্ত দায়িত্বশীল অফিসার ছিল ক্যালেব। তিন মাসের পরিচয় হলেও ঘনিষ্ঠতা এত বেড়েছিল তা ভাবাই যায় না। মনে হয় যেন নিজের ভাইয়ের সঙ্গে মেলামেশা করছি। কর্তব্য কোনওদিন গাফিলতি করেননি। নির্দিষ্ট সময় মেনেই সমস্ত কাজ করত। চরম শৃঙ্খলাবদ্ধ ছেলে ছিলেন ক্যালেব সুব্বা। কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের সঙ্গে মালগাড়ি ধাক্কায় অকালে প্রাণ গেল তাঁর।

আবগারি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, এনজিপি শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘার শেষ বগি জেনারেল কামরায় ছিলেন ওই অফিসার। সংরক্ষিত আসনের টিকিট না পাওয়ার কারণেই তাঁকে তড়িঘড়ি মালদায় আসার পরিকল্পনা নিতে হয়েছিল। কিন্তু মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় সদা হাসিমুখে থাকা ওই অফিসারের প্রাণ চলে গেল। এই ঘটনার পর মৃত আবগারি অফিসারের পাশেই রয়েছে সরকার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অফিসার কর্মীরা বলেও প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে।

রানিগঞ্জের সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনায় বিহার থেকে গ্রেপ্তার আরও ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, রানিগঞ্জ: সোনার দোকানের ডাকাতির ঘটনায় ধীরে ধীরে জাল গোটাচ্ছে পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে একের পর এক এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ইতিমধ্যেই এই ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত থাকা তিন অভিযুক্তকে ধরতে তৎপর হয়েছে পুলিশ। এবার সেই ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত থাকা আরও একজন কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারেটের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট ও পুলিশের বিশেষ নজরদারি দল রানিগঞ্জ থানার ৮ সদস্যের পুলিশ বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে বিহারের পাটনা এসটিএফ এর বিশেষ দলকে সঙ্গে নিয়ে রাতভর ব্যাপক খোঁজ তল্লাশি করে। খাবরা জেলার মইনপুরের বাসিন্দা বছর ৩২ এর নগেন্দ্র যাদবকে তার পিসির বাড়ি বিহারের ছাপরা জেলার মানজি থানার মোবারকপুর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ।

জানা গেছে, শুধুমাত্র নজরদারি চালিয়ে হঠাৎ করে বাড়ি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, তাকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে পুলিশকে ব্যাপক বেগ পেতে হয়। পুলিশ প্রশাসনের বেশ কয়েকজন সদস্যের কাছে জানা যায় ওই কুখ্যাত দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করতে গিয়ে রাতভর ঘিঞ্জি এলাকায় টানা নজরদারি চালাতে হয় তাদের। সে সময় সেই এলাকায় তার পিসির বাড়ির বেশ কিছু জন সদস্য ও আশেপাশের গ্রামগঞ্জের বেশ কিছু জন সদস্য একেবারে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। জানা গেছে তার পিসির বাড়ির চারপাশে চার ভাই বসবাস করেন তারই মধ্যে এক বাড়িতে আত্মগোপন করে লুকিয়ে ছিল সে। রাতভর তল্লাশি চালিয়েও কিছুই বুঝে উঠতে পারে না তারা, তবে সকাল হওয়ার সময় নগেন্দ্র যাদব দেওয়াল টপকে পালাতে গেলেই রানিগঞ্জ থানার ২ পুলিশ প্রশাসনের নজরে আসতে তারা একেবারে বন্দুক উঁচিয়ে ঘিরে ধরে। বিষয়টি লক্ষ্য করে এসটিএফের বিশাল বাহিনী বিহার পুলিশ ও আসানসোল দুর্গাপুর পুলিশ কমিশনারের পুলিশ। এরপরই অভিযুক্ত নগেন্দ্রকে পাকড়াও করে। সেখান থেকে উদ্ধার হয় ডাকাতের দিন ব্যবহার করা পিঠেরব্যাগ, উদ্ধার হয় তার মধ্যে ডাকাতি হওয়া বেশ কিছু স্বর্ণ অলংকার। এতেই পুলিশ নিশ্চিত হয় এই ঘটনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে যুক্ত ছিল নগেন্দ্র। যদিও তার সঙ্গে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র-সহ অন্য সকল সামগ্রী সম্পর্কে এখনো কোনও খোঁজ খবর পায়নি পুলিশ। আর এরপরই পুলিশ অভিযুক্ত নগেন্দ্রকে রানিগঞ্জ থানা নিয়ে এসে সোমবার তাকে আসানসোল জেলা আদালতে হাজির করে। জানা গেছে, পুলিশ নগেন্দ্রকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৪ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়েছে। আগামীতে এই ডাকাতির ঘটনায় যুক্ত থাকা আরও চার সদস্যকে খুঁজে বের করতে জোর তৎপর হয়েছে পুলিশ। তাদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করে খোঁজ তল্লাশির জন্য চলছে জোর তৎপরতা চলছে।

নদিয়ার সীমান্তে বখরি ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় দুই দেশের

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ইদের শুভেচ্ছা বিনিময়ে দুই দেশের সীমান্তরক্ষীরা। নদিয়ার কৃষ্ণগঞ্জ ব্লকের অন্তর্গত ভারত বাংলাদেশের সীমান্তের গেদে জিরো পয়েন্টে বিএসএফ এর ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের পক্ষ থেকে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডকে মিষ্টি দিয়ে ইদের শুভেচ্ছা বিনিময় করানো হল। সোমবার সারা বিশ্বে পালিত হচ্ছে পবিত্র ইদ। এই ইদ উপলক্ষ্যে নদিয়ার ভারত বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্টে বিএসএফ এর ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়ান এর পক্ষ থেকে বাংলাদেশ বর্ডার গার্ডকে মিষ্টি দিয়ে পবিত্র ইদের শুভেচ্ছা জানানো হল। বিএসএফের গেদে সীমান্তে বিওপির একটি টিম জিরো পয়েন্টে গিয়ে এই শুভেচ্ছা বার্তা জানায়। ইদের দিনে ফুল মিষ্টি দিয়ে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীদের মধ্যে সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে বলে বিশেষভাবে মনে করা হচ্ছে। এদিন বাংলাদেশে সীমান্তের আধিকারিক এবং সীমান্ত রক্ষীরা উপস্থিত ছিলেন এই শুভেচ্ছা বিনিময় উৎসবে। পাশাপাশি দুই দেশের মহিলা রক্ষীরাও উপস্থিত ছিল এদিন। ভারত বাংলাদেশ দু'দেশের রক্ষীরা একে অপরের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করে এবং হাত মিলিয়ে আলিঙ্গন করে।

মাঠে কাজ করা কৃষকদের জন্য স্মার্ট টুপি আবিষ্কার করল নদিয়ার যুবক

নিলয় ভট্টাচার্য ● নদিয়া

বাংলা জুড়ে চলছে তীব্র দাবদাহ। তীব্র গরমে নাভিশ্বাস উঠছে আট থেকে আশি সকলেরই। তবে আবহাওয়ার খামখেয়ালিপনায় উত্তর বঙ্গে চলছে লাগাতার বৃষ্টি, মানুষ তীব্র গরমথেকে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাচ্ছে উত্তরবঙ্গে। তবে একেবারে ভিন্ন চিত্র দক্ষিবঙ্গে। দক্ষিবঙ্গের একাধিক জেলা এখন তীব্র তাপপ্রবাহে জর্জরিত। শুধু তাই নয়, এই তীব্র গরমে তাপমাত্রার পারদ এখন ৪৫ ডিগ্রি ছুঁইছুই। আর তাতেই এখন রীতিমতো প্রাণ ওষ্ঠাগত সাধারণ মানুষের। সাধারণ মানুষের থেকেও বেশি অসুবিধের সম্মুখীন হচ্ছে চাষিরা। এই তীব্র দাবদাহে চাষের জমিতে চাষ করতে যেতে রীতিমতো অসুবিধের মুখে পড়তে হচ্ছে দক্ষিণবঙ্গের একাধিক কৃষকের। তবে এবার এই সমস্ত চাষিদের কথা মাথায় রেখে নদিয়ার যুবক বানালেন ফারমার্স অ্যান্ড গ্রায়ার্স স্মার্ট হেট। যা কৃষকদের জন্য খুবই উপকৃত এমন তাই দাবি ওই যুবকের। নদিয়ার হাঁসখালি, বগুলা শ্রী কৃষ্ণ কলেজ পাড়ার বাসিন্দা শুভময় বিশ্বাস। শুভময় পেশায় শিক্ষক। তবে মানুষের জন্য নতুন কিছু আবিষ্কার করা তার অন্যতম শখ। তাই এবার কৃষকদের জন্য তার আবিষ্কার এই স্মার্ট হেট। তবে কি এমন নতুনত্ব রয়েছে এই টুপিতে? এই বিষয়ে শুভময় জানায়, এই টুপি সত্যিই স্মার্ট তার কারণ এই টুপিতে লাগানো আছে হাই স্পিড পাখা, যেগুলি সৌর বিদ্যুৎতের মাধ্যমে চলবে। ৪টি পাখা লাগানো হয়েছে এই টুপিতে। এই কারণে কৃষকরা এই তীব্র গরমেও আরামে কাজ করতে পারবেন। তার সঙ্গে রয়েছে এফএমের ব্যবস্থা যাতে করে তারা আবহাওয়ার খবর শুনতে পারবে জমিতে কাজ করার সময়, তাতে তারা প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা পাবে। তার সঙ্গে থাকে লাইটের ব্যবস্থা। এই লাইট থাকায় কৃষকরা রাতেও ভালোভাবে কাজ করতে পারবেন। তবে এই টুপি পরে এখন রীতিমতো কাজ করছেন নদিয়ার একাধিক কৃষক। তারা অনেকটা স্বস্তিও পাচ্ছেন বলে জানিয়েছেন। তবে শুভময়ের এই কাজকে সাধুবাদ জানিয়েছে এলাকার মানুষও। সাধারণ মানুষ ও কৃষকদের জন্য তার এই আবিষ্কার সত্যিই অভুতপূর্ব বলেই মনে করছে পরিবেশপ্রেমীরা।

মালদা তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলে নতুন-সহ সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের মালদা জেলার সহ-সভাপতি দায়িত্ব পেলেন সামিউল ইসলাম। ইংরেজবাজার ব্লকের কাজিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের লদীপুর এলাকার বাসিন্দা সামিউল ইসলাম পেশায় একটি বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক। দীর্ঘদিন ধরেই তৃণমূল দলের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন তিনি। সংখ্যালঘু সেলের সাংগঠনিক বৃদ্ধি এবং সামিউল ইসলামের রাজনৈতিক গত সক্রিয়তা দেখেই তাঁকে এই পদে বেছে নিয়েছেন দলের জেলা নেতৃত্ব। মালদা জেলা তৃণমূল সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি রয়েছেন টিংকুর রহমান বিশ্বাস। এরপরই সামিউল ইসলামকে সংশ্লিষ্ট সংগঠনের সহ-সভাপতি পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের মালদা জেলার সহ-সভাপতি সামিউল ইসলাম জানিয়েছেন, আগামী দিনে সংগঠনের ভিত শক্ত করতে বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। পাশাপাশি মালদার দুটি লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থীদের পরাজয়ের ফলাফলের বিষয়টি নিয়েও সংগঠনের কর্মকর্তাদের সঙ্গেও চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হবে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

কেন্দ্রীয় সরকার,
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন,
কলকাতা সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ এর সাব-রুল (৫) এর ক্লজ (এ) সম্পর্কিত
এবং
সিকা ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড
(CIN : U24119WB1984PTC037631)
রেজিস্টার্ড অফিস ৬২০, ডায়মন্ড হারবার রোড, কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স II, কলকাতা - ৭০০০৩৪ সম্পর্কিত
...**দরখাস্তকারী**

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ৬ জুন ২০২৪ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে "**পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য**" থেকে '**মহারাষ্ট্র রাজ্যে**" কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩ ধারাধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, নিজাম প্যালেস, এমএসও বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ২৩৪/৪ এ. জে. সি. বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০২০, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :
৬২০, ডায়মন্ড হারবার রোড,
কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স II,
কলকাতা - ৭০০০৩৪

সিকা ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড' এর পক্ষে
স্বা/-
নীলোৎপল কর
ডিরেক্টর
DIN : 08868798
তারিখ : **১৮ জুন ২০২৪**
স্থান : **কলকাতা**

PUBLIC NOTICE

This is to inform all concerned that we have sold our Range Rover Evoque car number **WB-02AJ-6500 on 07.06.2024** to Lexus Motors Ltd. Karnani Estate, 209, A.J.C. Bose Road, Kolkata-700017.

Any liabilities on account of the above car arising on and from the above date will be the sole responsibility of Lexus Motors Ltd.

Executive Director
Lookad (India) Pvt. Ltd.
6, Bishop Lefroy Road, Kolkata-700 020

ফর্ম নং. ইউআরসি-২
আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস,২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪(বি) এর অধীন অনুসারে]
১. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে কোম্পানিজ এক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৬-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে, রেজিস্ট্রার আরওসি-কলকাতা, ইস্টার্ন রিজিওন **পালকন অটোমোবাইলস এলএলপি**, একটি লিমিটেড দায়বদ্ধ অংশীদারি সংস্থা হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় XXI এর অংশ অধীনে শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে নথিভুক্তির জন্য এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করা হয়েছে।
২. কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ-
ক্রয়, বিক্রয়, লেনদেন, অটোমোবাইল, মোটরকার, অ্যামফিভিয়াস ভেহিকেল এবং ভেহিকেলের ব্যবসা পরিচালন।
সব ধরনের মোটর গাড়ির নিরাপদে রাখা, পরিষ্কার করা, মেরামত, পেইন্টিং, ফার্নিশিং, বডি বিল্ডিং, রিফুয়েলিং এবং সার্ভিসিং করা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির মেমোর‍্যান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি খসড়া কপি রেজিস্টার্ড অফিস ৫০১, জাজেস কোর্ট রোড, জেলা - পশ্চিম মেদিনীপুর, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭২১১০১ ঠিকানাস্থিত অফিসে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে এই আবেদনে আপত্তিকারী যেকোন ব্যক্তি তাদের আপত্তি লিখিতভাবে রেজিস্ট্রারের কাছে, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর-৫, আইএমটি মানেসার, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড-১২২০৫০ এ জানাতে পারেন এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে, কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে একটি অনুলিপি সহ।
আবেদনকারীর নাম(গুলি)
পালকন অটোমোবাইলস এলএলপি
তারিখ : ১৮ জুন ২০২৪

বিক্রয় নোটিশ
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনস এর রেগুলেশন ৩৩ এবং তপশিল-১ অধীনে)
অশোকা ডিজাইনস এলএলপি-দেউলিয়াগ্রস্ত
লিকুইডেটর: শ্রীমতি বৃন্দা বিদাসারিয়া
রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329
লিকুইডেটরের ঠিকানা : সিদ্ধা ওয়েস্টন, ৯ ওয়েস্টন স্ট্রিট, ২য় তল, ইউনিট ১০৭, কলকাতা : ৭০০০১৩
ইমেল : ashoka.cirp@gmall.com, যোগাযোগ নং : ৯৮৮৩৩৩৯৮৮২

২০১৬ সালের ইনসভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে সম্পদ বিক্রয়

বিবরণ	ই-নিলাম
সম্পদের ধরন	মেসার্স অশোকা ডিজাইনস এলএলপি, অবস্থিত ৫৫/৫৮ এজরা স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা : ৭০০০০১ এর স্টক
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	১৮.০৭.২০২৪ বিকেল ৪ টা থেকে সন্ধ্যা ৫ টা পর্যন্ত (প্রতিটির ক্ষেত্রে ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
সম্ভাব্য ডাকদাতার উপযুক্ততার নথি দাখিল	১৮.০৬.২০২৪ থেকে ০২.০৭.২০২৪
ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ	১৬.০৭.২০২৪ বিকেল ৪ টা পর্যন্ত

এলএলপি অবস্থিত ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, ২য় তল, কলকাতা : ৭০০০০১ এর মজুত বিক্রয় মেসার্স অশোকা ডিজাইনস এলএলপি এর এস্টেটের লিকুইডেশন এর অংশ হিসেবে লিকুডেটর কর্তৃক নিয়োজিত মহামান্য ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইবুনাল, কলকাতা বেঞ্চ দ্বারা উল্লেখ্য নির্দেশ তারিখ ১২.০৩.২০২৪ (নির্দেশ গৃহীত ১৩.০৩.২০২৪ তারিখ) অনুযায়ী। ই-নিলাম পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা **লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড** এর **www.eauctions.co.in** মাধ্যমে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিলাম বিক্রয় সম্পাদিত হবে।

(পরিমাণ টাকায়)

নিলাম রেফা	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য	ইএমডি পরিমাণ	বর্ধিতকরণ মূল্য
ই-নিলাম	মেসার্স অশোকা ডিজাইনস এলএলপি অবস্থিত ৫৫/৫৮, এজরা স্ট্রিট, ২য় তল,কলকাতা : ৭০০০০১ এর মজুত	৮৮,৩৬৩.০০	৮৫০০	২০০০

গুরুত্বপূর্ণ দ্রষ্টব্য :
ই-নিলাম সম্পাদিত হবে "**যেমন অবস্থায় আছে**", "**যা আছে**" এবং "**যেমন অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**" এবং "**কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত**" অনুমোদিত পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা অর্থাৎ **লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড** এর **www.eauctions.co.in** মাধ্যমে।
১. আগ্রহী ডাকদাতাগণ তাদের টেন্ডার দাখিলের পূর্বে সংশ্লিষ্ট সম্পদের স্বত্ব, স্থানীয় বকেয়া কর, রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ, যদি কিছু থাকে বিষয়ে সন্তুষ্টির জন্য অবগত হতে হবেন। আরও সংশ্লিষ্ট সম্পদের বিষয়ে নিজেদের যাচাই করতে হবে বিস্তারিতরূপে। সংশ্লিষ্ট **ashoka.cirp@gmail.com** আগাম ইমেল পাঠিয়ে উপযুক্ত ডাকদাতাদের উক্ত সম্পদ পর্যবেক্ষণের বিষয়টি ঘোষণা করতে হবে।
২. সংরক্ষিত মূল জিএসটি, অন্যান্য কর, স্ট্যাম্প ডিউটি এবং অন্যান্য চার্জ, যদি কিছু বিক্রয় সম্পর্কিত প্রযোজ্য হয়ে থাকে ব্যতীত।
৩. ই-নিলামের বিস্তারিত প্রক্রিয়া সম্পদের বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত, অনলাইন ই-নিলাম ডাক ফর্ম, ঘোষণা/অঙ্গীকার বয়ান, নিলাম বিক্রয়ের সাধারণ নিয়ম এবং শর্তাদি পাওয়া যাবে **লিঙ্কস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেড www.eauctions.co.in** থেকে।
৪. ছুটির দিন/অনিবার্য কারণে লিকুইটেডর কর্তৃক নিলামের তারিখ পরিবর্তন হতে পারে এবং সংশ্লিষ্ট তথ্য ডাকদাতাদের জানিয়ে দেওয়া হবে।

বৃন্দা বিদাসারিয়া
লিকুইডেটর -মেসার্স অশোকা ডিজাইনস এলএলপি
তারিখ : ১৮.০৬.২০২৪
রেজি. নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02818/2023-2024/14329
স্থান: কলকাতা
এএফএ বৈধ ০৮.০৮.২০২৪ পর্যন্ত।

সাধারণ ঘোষণা
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি কোড-এর ১০২ ধারা অধীন)
শ্রীমতি অর্চনা মল্লিক, এ. কে. পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর বিনিয়োগকারীগণের অবগতির জন্য
সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত

১.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার নাম	শ্রীমতি অর্চনা মল্লিক
২.	ব্যক্তিগত জামিনদাতার ঠিকানা	২৩/২/১/১/ ভগবান চ্যাটার্জি লেন, শিবপুর সদর, হাওড়া-৭১১১০১ আরও ঠিকানা ৬/৯ নবীন ব্যানার্জি লেন, শিবপুর সদর, হাওড়া - ৭১১১০১
৩.	অর্ডারের বিস্তারিত এবং ব্যক্তিগত জামিনদাতার ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ	C.P. (IB)/318(KB)2022 (এনসিএলটি, কলকাতা বেঞ্চ) অর্ডার তারিখ - ০৭.০৫.২০২৪ (এনসিএলটি পোর্টালে ১৩.০৬.২০২৪ তারিখে অর্ডার আপলোড করা হয়েছে)
৪.	প্রস্তাবক পেশাদার হিসেবে কার্যরত ইনসলভেন্সি পেশাদার এর নাম এবং রেজিস্ট্রেশন নং :	শ্রী আনন্দ কুমার জৈন আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/ IP P02819/2023-2024/14323
৫.	বোর্ডের নিকট নথিভুক্ত প্রস্তাবক পেশাদারের ঠিকানা এবং ই-মেল :	এ৫/২, কালীন্দি হাউজিং এস্টেট, ১ম তল, কালীন্দি, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০০৮৯ ইমেল : akj0608@gmail.com
৬.	প্রস্তাবক পেশাদারগণের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা এবং ই-মেল :	অফিস - মৌসমী কো অপা হাউজিং সোসাইটি, ১ম তল, ১৫বি, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯ ইমেল : archanamallickpg.ibc@gmail.com
৭.	দাবি দাখিলের শেষ তারিখ :	০৯.০৭.২০২৪
৮.	সংশ্লিষ্ট দাবি সমন্বিত ফর্ম পাওয়া যাবে	"ফর্ম বি" ওয়েব লিঙ্ক : https://ibbi.gov.in/home/downloads

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল, কলকাতা নির্দেশ দিয়েছে শ্রীমতি অর্চনা মল্লিক, এ. কে. পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা ইনসলভেন্সি শুরুর তারিখ ০৭.০৫.২০২৪ তারিখে (এনসিএলটি পোর্টালে ১৩.০৬.২০২৪ তারিখে অর্ডার আপলোড করা হয়েছে)।
শ্রীমতি অর্চনা মল্লিক, এ. কে. পাওয়ার ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেড-এর ব্যক্তিগত জামিনদাতা-এর ক্রেডিটরদেরকে প্রামাণ্য নথি সহ তাদের দাবি ০৯.০৭.২০২৪ তারিখে প্রস্তাবক পেশাদারগণের নিকট ক্রম নং ৬ -এ উল্লিখিত ঠিকানায় পেশ করতে।
আর্থিক বিনিয়োগকারীগণ প্রামাণ্য নথি সহ বৈদ্যুতিন মাধ্যম বা কুরিয়ার, স্পিড পোস্ট বা রেজিস্টার্ড ডাকে তাদের দাবি দাখিল করতে পারবেন।
মিথ্যা অথবা বিভ্রান্তকারী প্রমাণ সহ দাবি দাখিলের ক্ষেত্রে জরিমানা হতে পারে।

শ্রী আনন্দ জৈন
প্রস্তাবক পেশাদার
আইবিবিআই রেজিস্ট্রেশন নং IBBI/IPA-001/IP P02819/2023-2024/14323
তারিখ : ১৮.০৬.২০২৪
এএফএ বৈধ - ০৬.০৮.২০২৪ পর্যন্ত

NOTICE

I Rafikul Amin Sekh son of Rahul Amin Sekh of Borar, Ramdanga, P.O.- Borar, P.S.- Memari, Dist: Burdwan (P), Pin- 713146, W.B., purchased one property, described in under schedule from Pallab Porel, s/o Gobardhan Porel, of Naity, Pal Para & Porel Para, P.O.- Naity, P.S.- Chanditala. Dist: Hooghly, Pin- 712304, W.B. by a Regd. Sale Deed, it's Book No.-1, Vol. No. 0608-2024, Page from 69371 to 69386 being Deed No. 03032-2024 Regd. from A.D.S.R. Janai, dated 22.03.2024 through a Power of Attorney holder Mrityunjoy Ghosh, s/o Late Ratan Chandra Ghosh, of Vill, P.O. & P.S.-Chanditala, Dist: Hooghly, Pin- 712702, W.B., who received one Regd. Power of Attorney from the Vendor above named being Regd. in Book No. IV, CD Vol No.-10, Page from 4535 to 4543 being no. 05768-2014.
If any person has/have any objection in respect of the under schedule property as well as the above mentioned Power of Attorney, those are requested and informed to contact with or inform to the concern B.L. & L.R.O., Chanditala - II within 15 days from publication of this notice, failing which my client shall have no responsibility regarding mutation in my client's name by the strength of above referred Power of Attorney, by the concern B.L.&L.R.O., Chanditala - II.
SCHEDULE OF PROPERTY:-
ALL THAT piece and parcel of land measuring about 05 Katha 14 Chatak 17.10 Sq. Ft. or 9.75 Dec M/L comprised in as follows:-

R.S. & L.R. Dag No.	L.R. Khatian No.	Nature of Land	Total Area (Decemal)	Share	Area sold (Decemal)
1426/1640	3007	Shali	18.00	0.2500	04.50
1426/1641	3007	Shali	05.00	0.2000	05.25
				Total	9.75

lying situated at Mouza Naity, J.L. No. 84, P.S.- Chanditala, Dist: Hooghly under the Jurisdiction of A.D.S.R. O at Janai and also within Naity GP, along with 6' ft wide pucca Common Passage North side with all rights of easements and appurtenances thereto.
Thanking you.
SK. IMRAN (ADVOCATE)
SRERAMPUR SUB-DIVISIONAL COURT, SRERAMPUR, HOOGHLY

NOTICE

I Manju Banka wife of Manoj Kr Banka of Vivek Vihar, Phase - 5, Flat No.2A, Block-2, 493/C/A, G.T.Road South, Shibpur, Howrah-711102, W.B., purchased one property, described in under schedule from Uttam Ghosh, s/o Late Mansha Ram Ghosh, and others by a Regd. Sale Deed, it's Book No.I, Vol. No.0608-2024, Page from 69402 to 69426 being Deed No. 03034 for the year 2024 Regd. from A.D.S.R. Janai, Chanditala dated 22.03.2024 through a Power of Attorney holder Uttam Ghosh, s/o Late Mansha Ram Ghosh, of Gobra Mondal Para, P.O.- Chanditala, P.S.- Dankuni, Dist: Hooghly, Pin-712702, W.B., who received three Registered Power of Attorney from the Vendors above named being (1) Regd. in Book No.I, Vol.No.0608-2024, Page from 28911 to 28923 being no. 00924-2024, (2) Registered in Book No.I, Vol.No. 0608-2024, Page from 44431 to 44448 being no. 01780-2024 & (3) Regd. in Book No.I, Vol. No.0608-2024, Page from 5389 to 5400 being no.11469-2023.
If any person has/have any objection in respect of the under schedule property as well as the above mentioned Power of Attorney, those are requested and informed to contact with or inform to the concern B.L.&L.R.O., Chanditala - II within 15 days from publication of this notice, failing which my client shall have no responsibility regarding mutation in my client's name by the strength of above referred Power of Attorney, by the concern B.L.&L.R.O., Chanditala II.
SCHEDULE OF PROPERTY:-
WHEREAS ALL THAT piece and parcel of "Shali" land now proposed industrial land measuring about 10 Decimal more or less or 06 Katha 36 Sq. Ft. Comprised in:

R.S. & L.R. Dag No.	L.R. Khatian No.	Nature of Land	Total Area (Decemal)	Share	Area sold (Decemal)
579	1494	Shali	13	0.3331	4.33
580	1494	Shali	04	0.3350	1.34
582	1494	Shali	06	0.3333	2.00
583	1494	Shali	07	0.3329	2.33
				Total	10.00

lying and situate at Mouza Dankuni Bill, J.L.No.83, P.S.- Dankuni, Dist: Hooghly under the jurisdiction of A.D.S.R.O at Janai and also within Dankuni Municipality, Ward No. 04, there to and together with all easement rights and ancient liberties thereto and obligations and all amenities, facilities and appendages attached with 30 ft. wide Metal Road in North side to the said property together with all easement rights and ancient liberties thereto.
Thanking you.
SK. IMRAN
ADVOCATE
SRERAMPUR SUB-DIVISIONAL COURT, SRERAMPUR, HOOGHLY

NOTICE

I Rafikul Amin Sekh, S/o Rahul Amin Sekh of Borar, Ramdanga, P.O.- Borar, P.S.- Memari, Dist Burdwan (P), Pin- 713146, W.B., purchased one property, described in under schedule from Kamalakanta Kumar, S/o Late Manoranjan Kumar & others are residing at Vill & P.O. Naity, P.S.- Chanditala, Dist: Hooghly, Pin- 712702, W.B. by three Registered Sale Deeds it's (1) Book No.I, Vol.No.0608-2024, Page from 70078 to 70095 being Deed No. 03079-2024, (2) Book No.1, Vol.No.0608-2024, Page from 70096 to 70113 being Deed No.03080-2024 & (3) Book No.I, Vol.No. 0608-2024, Page from 70114 to 70131 being Deed No. 03081-2024 Regd. from A.D.S.R. Janai, dated 22.03.2024 through a Power of Attorney holder Sekh Shaifulla, s/o Sekh Ali Box of Vill & P.O. Chikrand, P.S.- Chanditala, Dist: Hooghly, Pin- 712304, W.B., who received one Regd. Power of Attorney from the Vendors above named being Regd in Book No.IV, Vol.No.0608-2019, Page from 13798 to 13824 being no.00713- 2019.
If any person has/have any objection in respect of the under schedule property as well as the above mentioned Power of Attorney, those are requested and informed to contact with or inform to the concern B.L.&L.R.O., Chanditala - II within 15 days from publication of this notice, failing which my client shall have no responsibility regarding mutation in my client's name by the strength of above referred Power of Attorney, by the concern B.L. & L.R.O., Chanditala- II.
SCHEDULE OF PROPERTY:-
DEED NO.1
ALL THAT piece and parcel of land measuring about 04 Katha 13 Chatak 19.8 Sq. Ft. or 08.00 Dec M/L out of 34 dec comprised in as follows:-

R.S. & L.R. Dag No.	L.R. Khatian No.	Nature of Land	Total Area (Decemal)	Share	Area sold (Decemal)
1452	477	Shali	34.00	0.2451	08.00
				Total	08.00

lying situated at Mouza Naity, J.L.No.84, P.S.- Chanditala, Dist: Hooghly under the jurisdiction of A.D.S.R.O at Janai and also within Naity GP, with all rights of easements and appurtenances thereto.
DEED NO.2
ALL THAT piece and parcel of land measuring about 04 Katha 13 Chatak 19.8 Sq. Ft. or 08.00 Dec M/L out of 34 dec comprised in as follows:-

R.S. & L.R. Dag No.	L.R. Khatian No.	Nature of Land	Total Area (Decemal)	Share	Area sold (Decemal)
1452	477	Shali	34.00	0.2451	08.00
				Total	08.00

lying situated at Mouza Naity, J.L.No.84, P.S.- Chanditala, Dist: Hooghly under the jurisdiction of A.D.S.R.O at Janai and also within Naity GP, with all rights of easements and appurtenances thereto.
DEED NO.3
ALL THAT piece and parcel of land measuring about 04 Katha 03 Chatak 34.20 Sq. Ft. or 07.00 Dec M/L out of 34 dec comprised in as follows:-

R.S. & L.R. Dag No.	L.R. Khatian No.	Nature of Land	Total Area (Decemal)	Share	Area sold (Decemal)
1452	477	Shali	34.00	0.2451	07.00
				Total	07.00

lying situated at Mouza Naity, J.L.No.84, P.S.- Chanditala, Dist: Hooghly under the jurisdiction of A.D.S.R.O at Janai and also within Naity GP, with all rights of easements and appurtenances thereto.
Thanking you.
SK. IMRAN
ADVOCATE
SRERAMPUR SUB-DIVISIONAL COURT,
SRERAMPUR, HOOGHLY

Ekdin_Page_6_18062024_Layout 1 6/17/2024 10:03 PM Page 1

বাগদা উপনির্বাচন: গোষ্ঠীকোন্দল নিয়ে সরব পার্থ ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: আপনি যদি ভাবেন আমি একটু কাঠিবাজি করে হারিয়ে দেব, পারবেন না, কাঠি কি করে উল্টো কাঠি করতে হয়, এটা ভগবান আশীর্বাদে আমি এতদিন শিখেছি। যে যে ভাবছেন ছোট ছোট কাঠি বের করবেন ওইসব গুটিয়ে রাখুন বাগদা উপনির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থীর নিয়ে গোষ্ঠী কোন্দল প্রসঙ্গে দলীয় কর্মী সভায় এমনই মন্তব্য ব্যারাকপুর লোকসভার সাংসদ তথা রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের। আগামী ১০ তারিখ বাগদার উপনির্বাচন। ইতিমধ্যে প্রার্থী ঘোষণা করেছে তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের রাজ্য সভার সাংসদ মমতা ঠাকুরের মেয়ে মধুপর্ণা ঠাকুরকে প্রার্থী করেছে তৃণমূল। তারই সমর্থনে বাগদার হেলেঞ্চা তে প্রথম সভা করল তৃণমূল কংগ্রেস। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মন্ত্রী তথা ব্যারাকপুর লোকসভার নবনির্বাচিত সাংসদ পার্থ ভৌমিক, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি তথা বাগদার প্রাক্তন বিধায়ক বিশ্বজিৎ দাস। লোকসভায় বনগাঁ লোকসভা সহ বাগদায় ভরাডুবি হয়েছে তৃণমূলের। অন্যদিকে প্রার্থী নিয়ে রয়েছে দলীয় অন্দরে কোন্দল। কর্মীদের মন চাঙ্গা করতে বার্তা দেন তৃণমূল নেতৃত্ব। মিটিং শেষে প্রার্থীর সমর্থনে মিছিল করা হয় বাগদায়। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে বিশ্বজিৎ দাস, নারায়ণ গোস্বামী, পার্থ ভৌমিক একের পর এক কোন্দল ভুলে একসঙ্গে লড়াইয়ের বার্তা দেন। এদিন পার্থ ভৌমিক আরও বলেন, আগে এই প্রার্থীকে জেতান তাহলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বাগদার ভূমিপুত্র প্রার্থী হবে মন্তব্য রাজ্যের মন্ত্রী পার্থ ভৌমিকের। পাল্টা বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপির সভাপতি দেবদাস মণ্ডল বলেন, তৃণমূলের নেতারা তৃণমূলের ভেতরে খাঁটি বাজি করবে এটাই ওদের জন্মলগ্ন অধিকার। ওদের কাঠিবাজি আছে গোষ্ঠী কোন্দল আছে ওরা নিজেরাই স্বীকার করছে না। বাগদা যত বড় নেতাই আসুক তৃণমূল হারবে উপনির্বাচন।

কাউন্সিলরের স্বামীর পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, অশোকনগর: কাউন্সিলরের স্বামীর পচা গলা মৃতদেহ উদ্ধার,ঘটনায় চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার অশোকনগর থানার অন্তর্গত বনবনিয়া মিলন সংঘ এলাকায়। মৃতের নাম রাজীব সরকার বয়স ৪৭ বছর। জানা গিয়েছে, অশোকনগর থানার অন্তর্গত মিলন সংঘ এলাকায় ভাড়া বাড়িতেই থাকতেন এবং স্ত্রীর নাম রুমকি সরকার, তিনি বর্তমানে হাবড়া পুরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই ভাড়া বাড়িতেই কাজ করছিল রাজমিস্ত্রির লোকজন, হঠাৎই দুর্গন্ধ ভেসে আসে তারপর জানলা খুলতে দেখা যায় পচাগলা মৃতদেহ। রাজমিস্ত্রির লোকজন বাড়ির মালিককে খবর দেয়। তৎক্ষণাৎ বাড়ির মালিক এসে ফোন করে

অশোকনগর থানায়। অশোকনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় অশোকনগর হাসপাতলে, কিন্তু কিভাবে মারা গেল এ বিষয়ে কিন্তু পরিষ্কারভাবে কোনও কিছু জানতে পারা যায়নি। খবর দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া ঝামেলা, তাই বাড়ি ছেড়ে অশোকনগরের ভাড়া থাকতেন রাজীব সরকার। পাশাপাশি এ বিষয়ে হাবড়ার ভাইস চেয়ারম্যান সিতাংশু দাস বলেন, দীর্ঘদিন ধরেই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া ঝামেলা চলছিল। পারিবারিক সমস্যা ছিল, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে প্রচন্ডভাবে অমিল। প্রায় দু'জনের মধ্যে গন্ডগোল লেগেই থাকত। কাউন্সিলর হওয়ার প্রথম অবস্থায় ঠিক ছিল। তারপর কিছুদিন হতে না হতেই দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে থাকে বলে জানিয়েছেন। যদি এই নিয়ে তার স্ত্রী তথা কাউন্সিলর রুমকি সরকারের কোনো রকম প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ইতিমধ্যেই গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হাবড়া এবং অশোকনগর থানার পুলিশ।

দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেনে সফরকারী ত্রিপুরার ২ যাত্রী শোনালেন চরম অভিজ্ঞতার কথা!

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: মৃত কন্যা শিশুকে কোলে নিয়ে শোকে পাথর এক মা। শিলিগুড়ির রাঙাপানি এলাকায় ভয়াবহ ট্রেন দুর্ঘটনার এমন দৃশ্য দেখে রীতিমতো শিউরে উঠেছেন শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা ট্রেনের কয়েকজন যাত্রী। যারা সোমবার সন্ধ্যায় রীতিমতো বাসে করে শিলিগুড়ি থেকে মালদা টাউন স্টেশনে এসেছিলেন। তবে ওইসব যাত্রীরা রেলের ভূমিকা নিয়ে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। দুর্ঘটনার প্রায় দেড় ঘণ্টা পর রাঙাপানির ওই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রেল পুলিশ ও প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলে যাত্রীদের একাংশে অভিযোগ। তার আগেই আশেপাশের গ্রামবাসীরা এসে যাত্রীদের উদ্ধারকার্যে নেমে পড়েন। এদিন সন্ধ্যায় মালদা টাউন স্টেশনের যাত্রী প্রতীক্ষালায় বসে এমনটাই জানালেন ত্রিপুরার আগরতলার বাসিন্দা সুমন সোম। পেশায় তিনি লরি চালক। এদিন আগরতলা থেকে কলকাতায় যাচ্ছিলেন ব্যক্তিগত কাজে।

ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসের সংরক্ষিত এস - ফাইভ কামরায় ছিলেন ত্রিপুরার বাসিন্দা সুমনবাবু। তিনি বলেন, সকাল তখন প্রায় ৮টা ২০ মিনিট। ট্রেনের কামরার বাথরুমের সামনে দাঁত মাজ ছিলাম। ধীরগতিতে ট্রেনটি চলছিল। হঠাৎ বিকট আওয়াজ ছিটকে পড়ি টিনের কামরার মধ্যে। এরপরই অসংখ্য

মানুষের আর্ত চিৎকার। ট্রেন যে দুর্ঘটনা কবলে পড়েছে সেটা বুঝতে পেরে গেট থেকে লাফ দিয়ে জঙ্গলে গিয়ে পড়ি। সেই সময় মোবাইলটা হারিয়ে যায়। হতভম্ব হয়ে অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে এদিক সেদিক ছোটাছুটি শুরু করে দিই। কিছুটা পিছনে দিকে এগিয়ে যেতেই দেখি দেশলাই কাঠির মতো চার-পাঁচটি ট্রেনের বগি একে অপরের মাথার উপর উঠে আছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই চরম কান্নার রোল। চোখের সামনেই দেখতে পাই রক্তাক্ত এক কন্যা শিশুকে নিয়ে শোকে পাথর এক মা। দুর্ঘটনাগ্রস্ত বগিগুলিতে কয়েকজন যাত্রী জখম অবস্থায় আটকে রয়েছে। তাদের উদ্ধার করছেন গ্রামবাসীরা। অনেকক্ষণ পরে রেল পুলিশ এবং প্রশাসনের কর্মকর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে কোনওরকম সহযোগিতা পাওয়া যায়নি। অবশেষে কিছুক্ষণ বসার পর মাথায় জল দিয়ে বাসে চেপে মালদা টাউন স্টেশনে এসে পৌঁছই। কিন্তু সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয় বিকল্প কোনও ট্রেন নেই। ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস মালদায় পৌঁছলেই ওই ট্রেনে যাত্রীদের যেতে হবে। পরে অবশ্য আমার সহযাত্রী কাছ থেকে মোবাইলে ফোন করে বাড়িতে সুরক্ষিত আছি বলেই খবর পাঠাই।

ত্রিপুরার আরেক ব্যবসায়ী বাবলু ঘোষ বলেন, কলকাতায় ব্যবসার কাজে যাচ্ছিলাম। এত বড় দুর্ঘটনা যে ঘটবে কল্পনায় করতে পারিনি। চোখের সামনে সব ওলট পালট হয়ে গিয়েছে। কি করব কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। ভাবছি ট্রেন দুর্ঘটনায় প্রাণে বেঁচেছি। আমার সংরক্ষিত এস-ফাইভ কামরাতে যে সিটে বসেছিলাম, দুর্ঘটনার আমার ঘাড়ের উপর আরো তিনজন যাত্রী পড়ে যায়। তাতে চোট পাই। কিন্তু রেল কর্তৃপক্ষ সেখানে কোনওরকম চিকিৎসার ব্যবস্থা করে নি। মালদা টাউন স্টেশনে ঢোকার আগেই প্রাথমিক চিকিৎসা করিয়েছি। কিন্তু চোখের সামনে যে ভয়াবহ দুর্ঘটনা দেখলাম, তা মন থেকে কিভাবে মিটিয়ে ফেলব বুঝতে পারছি না। সারা শরীর কেঁপে যাচ্ছে। ট্রেন দুর্ঘটনায় যে সব যাত্রীরা বিভিন্ন যানবাহন করে মালদা টাউন স্টেশনে এসে পৌঁছেছেন, সেই সব যাত্রীদের তাদের গন্তব্যস্থলে যাওয়ার কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি রেল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। ফলে কলকাতা যাব কি করে বুঝতে পারছি না। তবে মালদা রেল কর্তৃপক্ষ বলেছে রাতে ডাউন কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনে যাত্রীদের যেতে হবে। কিন্তু আমাদের আতঙ্ক এতটাই রয়েছে যে ওই ট্রেনে আর উঠতে চাইছি না। কিভাবে কলকাতায় পৌঁছব বুঝতে পারছি না।

উল্লেখ্য, সোমবার সকালে রাঙাপানি এলাকায় শিয়ালদাগামী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনের পিছন দিকে ধাক্কা মারে মালগাড়ি। তাতে পাঁচটি বগির চরম ক্ষতি হয়। বেশ কিছু যাত্রীর মারা গিয়েছে। আহত হয়েছেন অনেকেই। তারপরেই বিভিন্ন স্টেশনে খোলা হয় যাত্রীদের নানান পরিষেবা দেওয়ার ক্যাম্প।

বাগদা বিধানসভার পুনরুদ্ধারে বিশেষ পরিকল্পনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসাত: বাগদা বিধানসভার উপনির্বাচন নিয়ে জোরদার প্রস্তুতি শুরু হল। বাগদার রাজনৈতিক জমি পুনরুদ্ধারের জন্য একফোঁটা রাজনৈতিক জমি ছাড়তে নারাজ তৃণমূলের হাই-কমান্ড। সেই কারণে উপনির্বাচনকে পাখির চোখ করে ময়দানে নামল জেলা নেতৃত্ব। বাগদা পুনরুদ্ধারের জন্য তৈরি হল এক বিশেষ কমিটি। জেলার ২ মন্ত্রী, ২ বিধায়ক ও ১ সাংসদ নিয়ে এই কমিটি তৈরি করা হয়েছে। সোমবার জেলা পরিষদের নীলিদর্পণ সভা কক্ষে এই বিশেষ মিটিং হয়। উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুরের সাংসদ পার্থ ভৌমিক, রাজ্যে দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু, খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নারায়ণ গোস্বামী, বিধানসভার মুখ্য সচেতক নির্মল ঘোষ, বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস, রাজ্যসভার সাংসদ মমতা ঠাকুর, বাগদার তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর সহ বগদা বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের সকল নেতৃত্ব। বিশ্বজিৎ দাস জানান, বাগদা বিধানসভা আমরা পুনরুদ্ধার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপহার দেব। সেই লক্ষ্যেই আমরা সকলে মিলে একযোগে এই লড়াইয়ে নেমে পড়েছি। বিশ্বজিৎ বলেন, ১২টি পঞ্চায়েত নিয়ে বাগদা বিধানসভা তৈরি। তার মধ্যে ১০ টি পঞ্চায়েত চিহ্নিত করা হয়েছে। ওই পঞ্চায়েত গুলির মধ্যে ২ টি করে পঞ্চায়েত দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে পার্থ ভৌমিক, সুজিত বসু, রথীন ঘোষ, নারায়ণ গোস্বামী ও নির্মল ঘোষকে। স্থানীয় নেতৃত্বে ও কর্মী সমর্থকদের সঙ্গে নিয়ে ওই ৫ নেতৃত্ব প্রচার করবেন। মমতা ঠাকুর বলেন, যে ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে তাতে বাগদা বিধানসভায় আমাদের জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। তিনি বলেন, আগামী বুধবার মনোনয়ন জমা দেবে মধুপর্ণা। মঙ্গলবার থেকেই পুরোদস্তুর প্রচার শুরু হয়ে যাবে। মঙ্গলবার থেকেই বাগদায় কার্যালয় বানিয়ে সেখানেই থাকবেন তৃণমূল প্রার্থী মধুপর্ণা ঠাকুর ও তার মা মমতা ঠাকুর।

অভিনব বৃক্ষ রোপণ যুবকদেব

মনোজ চক্রবর্তী ● আমতা

বটগাছকে অনেকেই বাবার সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। রবিবার ফাদার্স ডে পালিত হয়েছে। সোমবার বটগাছ লাগিয়ে পরিবেশের দূষণ রোধে অভিনব বার্তা দিল হাওড়ার আমতা থানা এলাকার ফতেপুর গ্রামের একদল যুবক। জানা গিয়েছে গত ৪৮ বছর ধরে এই গ্রামে স্থানীয় ফতেপুর নবীন সংঘের ব্যানারে অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে গঙ্গা দেবীর পূজা। ফি বছর দশহরা দিন এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। পুজো উপলক্ষ্যে দুদিন বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান রয়েছে স্বাভাবিক ভাবেই। একদিকে দাবদাহে জ্বলছে বাংলা। এই পরিস্থিতি থেকে ভবিষ্যতে বাঁচতে গাছ একমাত্র সম্বল বলে সাফ জানিয়ে দিয়েছে পরিবেশকর্মীরা। গাছ লাগানোর একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। তবে পরিবেশ বিজ্ঞানীদের মতে ঠিক কি গাছ লাগালে পরিবেশের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকবে এবং পরিবেশের ভারসাম্য বজায় থাকবে তা অনেকেই জানেন না। স্বাধীনতার পর আমাদের দেশে বিভিন্ন রাজ্যে প্রকল্পের মাধ্যমে যে সমস্ত গাছ লাগানো হয়েছে তার অধিকাংশই ইউক্যালিপটাস, আকাশমনি জাতীয়। যা কিনা খুব দ্রুত বেড়ে ওঠে। কিন্তু সমতল ভূমিতে উচ্চভূমি এই ধরনের গাছ একটু ঝড় হলেই ভেঙে পড়ে ফলে অসাম্য তৈরি হয় গাছের। বলাই বাহুল্য স্বাধীনতার পর বট, অশ্বত্থ, নিম ইত্যাদি বহুবর্ষজীবী গাছগুলি তেমনভাবে লাগানো হয়নি। বরং বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য দেদার কাটা হয়েছে এই জাতীয় গাছ। দীর্ঘ ছায়া দেওয়া এই গাছগুলি না থাকায় পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে যায়। তাই এবার অশ্বত্থ এবং বটগাছ লাগিয়ে নজির তৈরি করল ফতেপুর নবীন সংঘের সদস্যরা। দামোদর নদের তীরে অশ্বত্থ এবং বটগাছ ব্যাপকভাবে লাগানো হবে বলে জানিয়েছেন অন্যতম উদ্যোক্তা মানুষ বাগ এবং মানিক নেবুরা। উল্লেখ্য দামোদর নদের দুই কুলের বাঁধের সংস্কার এবং বাঁধের উপর দিয়ে রাস্তা তৈরির জন্য প্রচুর গাছও কাটা হয়েছে যাদের মধ্যে বেশ কিছু বট, নিম , অশ্বত্থ গাছ ও রয়েছে। তাই ধারাবাহিকভাবে দামোদর নদের ধারে এই ধরনের গাছ বিশেষত বট, অশ্বত্থ, নিম গাছ লাগিয়ে এবং নিয়মিত মনিটরিং করে গাছগুলিকে বড় করা হবে বলে কার্যত শপথ নিয়েছে মানুষ বাগ, মানিক নেবুরা। আর এই ধরনের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে পরিবেশ কর্মীরা। পরিবেশ কর্মীদের অভিমত ইউক্যালিপটাস, আকাশমণি গাছগুলি মাটি থেকে প্রচুর রস শোষণ করে ফলে ভূগর্ভের জলস্তর কমে যায়। তাই বনসৃজনের এই আবহে মত অশ্বত্থ গাছের মতো গাছগুলি খুবই সহায়ক। বিষয়টি নিয়ে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত এলাকার যুবকরা।

তৃণমূলে যোগদান

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: পঞ্চায়েত ভোটে হাট কালনা পঞ্চায়েতের নিউ মধুবন এলাকার ১০৭ নম্বর বুথে বিজেপির জয়ী পঞ্চায়েত সদস্য বিশ্বজিৎ মণ্ডল সহ বিজেপির পঞ্চাশ জনেরও বেশি কর্মী সমর্থক ভারতীয় জনতা পার্টি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করল। কালনা নিউ মধুবন এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের একটি সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন বিজেপির কর্মীরা। এদিন তাদের হাতে তৃণমূলের দলীয় পতাকা তুলে দেন কালনা বিধানসভার বিধায়ক তথা তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র দেবপ্রসাদ বাগ, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কালনা এক নম্বর ব্লকের তৃণমূল কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি শান্তি চাল সহ বিভিন্ন তৃণমূল

কংগ্রেসের কর্মী সমর্থকরা। উল্লেখ্য, পঞ্চায়েত ভোট সহ গত কয়েকদিন আগেই সম্পন্ন হওয়া লোকসভা ভোটেও এই ১০৭ নম্বর বুথে বিজেপি জয়লাভ করেছে বেশ কিছু ভোটে। তারপরও বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে বিশ্বজিৎবাবু বলেন, বিজেপির সদস্য হয়ে এলাকার উন্নয়ন সম্ভব হচ্ছিল না। তৃণমূলের যোগদান করার পর নিশ্চয়ই মানুষের স্বার্থে, উন্নয়নের কাজ করতে পারবেন। এই আশা রেখেই তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু সেনা জওয়ানের

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক সেনা জওয়ানের। ঘটনায় চাঞ্চল্য ছাড়ায় এলাকায়। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর পাশাপাশি পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে পুলিশের তরফে। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের জলঘর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কৃষ্ণনগর এলাকার ঘটনা।

জানা গিয়েছে, মৃত ওই সেনা জওয়ানের নাম জয়ন্ত বর্মন (৩৬)। বাড়ি বালুরঘাট ব্লকের অন্তর্গত ভাটপাড়া এলাকায়। কিছুদিন আগে ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল জয়ন্ত। এদিন তপন থেকে মোটরবাইকে করে বাড়িতে ফেরার সময় বালুরঘাট-তপন রাজ্য সড়কের ওপরে তাঁকে গুরুতর আহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে তাঁর ভাই। তড়িঘড়ি তাঁকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানকার কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানায়।

এ বিষয়ে মৃত জয়ন্ত বর্মনের ভাই জানান, দাদা কাশ্মীরে কর্মরত ছিল।

খড়গপুর আইআইটিতে ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবেদন, খড়গপুর: সোমবার সকালে খড়গপুরের আইআইটির এক ছাত্রীর রহস্য-মৃত্যুর ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মৃত ছাত্রীর নাম দেবিকা পিল্লাই। আইআইটির বায়োটেকনোলজি ও বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের চতুর্থ বর্ষের ওই ছাত্রীর বাড়ি কেরলের ছেপড় থানার উত্তর এভুর এলাকায়। সোমবার সকালে আইআইটির সরোজিনী নাইডু হল ও ইন্দিরা গান্ধি হলের পড়ুয়ারা দেখেন, দুই হলের মাঝামাঝি ফাঁকা জায়গায় ছাদ থেকে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছেন ওই ছাত্রী। এরপরই পড়ুয়ারা আইআইটি কর্তৃপক্ষকে খবর দেন। কর্তৃপক্ষের তরফে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে, খড়গপুর টাউন থানার পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানোর ব্যবস্থা করে।

জানা গেছে, দিন কয়েক আগে বাড়ি থেকে ফিরেছিল বিটেক ফোর্থ ইয়ারের ওই ছাত্রী। ২০২১ সালে আইআইটি'র এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে ২১ বছরের এই মেধাবী ছাত্রী আইআইটি খড়গপুরে ভর্তি হয়েছিলেন।

ঠিক কি কারণে এই ঘটনা, তা ঘিরেই রহস্য দানা বেঁধেছে। কর্তৃপক্ষের দাবি, ওই ছাত্রী আত্মহত্যা করেছে। পুলিশের তরফে বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। উল্লেখ্য, ২০২২ সালের ১৪ অক্টোবর আইআইটি খড়গপুরের লালা লাজপত রায় হোস্টেলের একটি রুম থেকে অসমের গুয়াহাটির তিনশুকিয়ার বাসিন্দা তথা আইআইটি খড়গপুরের মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র ফাইজান আহমেদের পচাগলা মৃতদে উদ্ধার হয়েছিল। সেই ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের নির্দেশের পর উঠে আসে নৃশংসভাবে খুনের তত্ত্ব! আর তার মধ্যেই ফের এক ছাত্রীর রহস্যমৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে দেশের প্রাচীনতম প্রযুক্তিবিদ্যার পীঠস্থান খড়গপুরের আইআইটিতে।

ভূমিপুত্র মতুয়াতেই ভরসা রাখল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: উপনির্বাচনে স্থানীয়দের দাবিকে সম্মতি জানিয়ে ভূমিপুত্র মতুয়াতেই ভরসা রাখল বিজেপি। উপনির্বাচনে রাজ্যের চার কেন্দ্রের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করল বিজেপি নেতৃত্ব। যার মধ্যে রয়েছে বাগদা কেন্দ্র। ইতিমধ্যেই বিজেপির স্থানীয় বাসিন্দাদের দাবি মেনে মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ বিনয় কুমার বিশ্বাসকে প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা করেছেন। জয়ের ব্যাপারে ১০০ শতাংশ আশাবাদী তিনি। প্রার্থী তালিকা নাম ঘোষণা হতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বনগাঁ লোকসভা কেন্দ্রের সংসদ শান্তনু ঠাকুরের বাড়িতে গিয়ে তার আশীর্বাদ নিতে দেখা দিয়েছে বিনয় কুমার বিশ্বাসকে। এই নিয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, দল যাকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছেন তাকে জেতানোটাই আমাদের কর্তব্য।

চারচাকা গাড়িতে আগুন লাগাল দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: এক ব্যক্তির চারচাকা গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতারের বালসিডাঙ্গা গ্রামে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ। সোমবার ভোরে থানায় লিখিত অভিযোগ জানান ওই গাড়ির মালিক। পূর্ব বর্ধমান জেলার ভাতার গ্রাম পঞ্চায়েতের বালসিডাঙা গ্রামের বাসিন্দা শেখ আলিম জানিয়েছেন, রবিবার গভীর রাতে তার বাড়ির বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা তার একটি ছোট গাড়িতে কেউ বা কারা আগুন ধরিয়ে দেয় বলে অভিযোগ। তবে শেখ আলিমের অভিযোগ এটি রাজনৈতিক হিংসার কারণেই ঘটতে পারে। কারণ তার স্ত্রী গ্রাম পঞ্চায়েতের জাতীয় কংগ্রেস থেকে প্রার্থী হয়েছিলেন। গাড়িটি সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যাওয়ায় গাড়িতে থাকা গাড়ির সমস্ত নথি ও ভোটের কার্ড আধার কার্ড পুড়ে যায় বলে জানিয়েছেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন গাড়িটি চালিয়ে তার সংসার চলত। তবে গাড়ি পুড়ে যাওয়ায় তিনি সমস্যায় পড়েন। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ভাতার থানার পুলিশ।

চুঁচুড়া এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ডোবা থেকে উদ্ধার সদ্যোজাত শিশু

নিজস্ব প্রতিবেদন, চুঁচুড়া: সোমবার সকালে চুঁচুড়া লেনিননগর এলাকায় চাঞ্চল্যকর ঘটনা। বাড়ির পাশে পরিত্যক্ত ডোবা থেকে উদ্ধার প্লাস্টিকে মোড়া সদ্যোজাত শিশু। সদ্যোজাত শিশুটি কন্যাসন্তান। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই শিশুকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। ঘটনাস্থলে আসে চুঁচুড়া থানার পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে খবর, সোমবার ভোরবেলায় লেনিননগর এলাকায় একটি পরিত্যক্ত ডোবা থেকে কান্নার আওয়াজ শুনতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। সেই সময় ডোবার কাছে গিয়ে খোঁজাখুঁজি করতেই ঘাস-পাতার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসে সদ্যোজাত কন্যাসন্তানের কান্নার আওয়াজ। প্লাস্টিকে মোড়া একটি সদ্যোজাত শিশুর দেহ। শুধু প্লাস্টিক থেকে বাইরে বেরিয়ে রয়েছে বাচ্চার মুখ। স্থানীয় বাসিন্দারা তড়িঘড়ি কন্যাসন্তানকে তুলে নিয়ে আসেন চুঁচুড়া ইমামবাড়া হাসপাতালে। সেখানেই শিশু বিভাগের চিকিৎসাধীন রয়েছে ওই সদ্যোজাত। তবে কে বা কারা এই বাচ্চা ওখানে ফেলে দিয়ে গিয়েছিল তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। এই বিষয়ে স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, সকালবেলা তাঁরা কাজ করতে উঠেছিলেন, সেই সময় কান্নার আওয়াজ শুনে পরিত্যক্ত বুজে যাওয়া ডোবার কাছে আসেন। প্রথমে তাঁরা ভেবেছিলেন কোনও বিড়াল ছানা হবে তাকে কেউ ফেলে দিয়ে গেছে তাই সে কাঁদছে। তবে সামনে গিয়ে দেখতেই চক্ষু চড়কগাছ। বিড়ালের নয় মানুষের বাচ্চা তাও আবার সদ্যোজাত কন্যাসন্তান। তারপরে এলাকার মানুষজন পুলিশকে খবর দেন।

অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক অস্থায়ী কর্মীদেব

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: নিয়মিত বেতন না মেলার অভিযোগ। নিয়মিত বেতন না পেলে মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য কর্মবিরতির ডাক অস্থায়ী কর্মীদের। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের পুরনো ভবনের অস্থায়ী কর্মীদের তরফে এই কর্ম বিরতির ডাক দেওয়া হয়েছে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক।

জানা গিয়েছে, প্রায় নয়মাস ধরে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীদের মিলছে না নিয়মিত মাস মাহিনা। দিন দিন বাড়ছে বকেয়ার পরিমাণ। বিষয়টি নানা সময়ে

হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ও এজেন্সির মালিককে জানানো হলেও কোনও লাভ হয়নি। তাই নিয়মিত বেতনের দাবিতে এদিন সরব হয়েছেন বালুরঘাট সদর হাসপাতালের পুরনো ভবনের কর্মীরা। নিয়মিত বেতন না পেলে মঙ্গলবার থেকে কর্ম বিরতির ডাক দিয়েছেন তাঁরা। আরো জানা গিয়েছে, শুধুমাত্র বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল নয়, ওই এজেন্সির মাধ্যমে কাজ করা জেলার অন্যান্য গ্রামীণ হাসপাতালের অস্থায়ী কর্মীরা এই কর্ম বিরতিতে সামিল হবেন।

এ বিষয়ে বালুরঘাট সদর হাসপাতালের এক অস্থায়ী কর্মী জানান, 'আমাদের সমস্যা হচ্ছে বেতন নিয়ে। প্রায় ৯ মাস ধরে আমরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছি না। এর ফলে আমাদের বেশ সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। আমরা ১০৫ জন স্টাফ রয়েছি। বিষয়টি আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নজরে অনেকবার নিয়ে এসেছি। তবুও এই বিষয়ে সমস্যা সমাধান করা হয়নি। নিয়মিত বেতন না দেওয়া হলে মঙ্গলবার থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য আমরা কর্ম বিরতিতে সামিল হব।'

এ বিষয়ে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডঃ সুদীপ দাস বলেন, 'এই বিষয়ে একটি সমস্যা তৈরি হয়েছে। তবে বিষয়টি সমাধানের জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এই বিষয়টি নিয়ে জেলা শাসকের সাথে আলোচনাও করেছি। আমরা পুরো বিষয়টি নিয়ে এজেন্সির সঙ্গে দ্রুত আলোচনায় বসব। আশা করছি দ্রুত সমস্যা সমাধান হয়ে যাবে। কর্মীরা যাতে তাঁদের মাস মাহিনা নিয়মিত পায় সেই বিষয়টি অবশ্যই আমি দেখব।'

রিয়াসিতে জঙ্গি হামলায় এনআইএ তদন্তের নির্দেশ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন: জম্মু ও কাশ্মীরে একের পর এক জঙ্গি হামলার ঘটনায় উদ্বিগ্ন কেন্দ্রীয় সরকার। পরিস্থিতি সামাল দিতে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের উপস্থিতিতে রবিবার সেনার শীর্ষ কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। এর পরই শুরু তৎপরতা। ৯ জুন রিয়াসিতে পুণ্যার্থীদের বাসে জঙ্গি হামলার ঘটনায় এবার এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিল কেন্দ্র।

সূত্রের খবর, রবিবার শাহের বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল রিয়াসিতে জঙ্গি হামলার ঘটনার তদন্ত করবে এনআইএ। জানা গিয়েছে, সেই মতো এনআইএ-এর তরফ থেকে ইতিমধ্যেই এফআইআর দায়ের করা হয়েছে। জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের হাত থেকে তদন্তভার নিজেদের হাতে নিয়ে নেবে জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা। রিয়াসির এই হামলার ঘটনায় ইতিমধ্যেই পাক যোগের ইঙ্গিত পেয়েছেন তদন্তকারীরা। অনুমান করা হচ্ছে, পাকিস্তানের ষড়যন্ত্রেই চালানো হয়েছিল এই হামলা। ফলে কোনওরকম ঝুঁকি না নিয়ে তদন্তভার এনআইএ-এর হাতে তুলে দিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

রবিবার মোদির শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের সময়েই তীর্থযাত্রীদের বাসে গুলি চালায় জঙ্গিরা।

বাসটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। কিন্তু এর পরও থামে না গুলিবর্ষণ! গুলিতে বাসটিকে ঝাঁজরা করে দিয়ে সমস্ত যাত্রীকে মেরে ফেলাই ছিল উদ্দেশ্য। এই ভয়াবহ হামলায় ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে। আহত অন্তত ৪৩। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে হামলাকারীরা লস্কর -ই-তইবার সদস্য। এবং সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে ঢুকে এই হামলা চালায় তারা। জঙ্গিদের সন্ধান পেতে পুলিশের তরফে স্কেচ প্রকাশ করা হলেও এখনও পর্যন্ত তাদের কোনও খোঁজ মেলেনি। এই অবস্থায় এনআইএ-এর উপরই আস্থা রাখতে চাইছে শাহের মন্ত্রক।

এদিকে আগামী ২৯ জুন থেকে শুরু হচ্ছে অমরনাথ যাত্রা। তার আগে সন্ত্রাসে লাগাম টানতে রবিবারের বৈঠকে কাশ্মীরের জন্য 'জিরো টেরর প্ল্যান' তৈরি করতে নির্দেশ দিয়েছেন শাহ। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, এরিয়া ডমিনেশন এবং জিরো টেরর প্ল্যানের মাধ্যমে যেভাবে কাশ্মীরে সাফল্য মিলেছে, জম্মুর জন্যও সেইভাবেই কাজ করতে হবে। শাহ আরও বলেছেন, সমস্ত নিরাপত্তারক্ষী সংস্থাগুলোকে এক মিশন ভেবে কাজ করতে হবে যেন দ্রুত সমস্যার মোকাবিলা করা যায়। প্রত্যেক সংস্থার কাজের মধ্যে যেন সামঞ্জস্য থাকে। সন্ত্রাসবাদকে সমূলে উৎখাত করাই মোদি সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন শাহ।

দুর্ঘটনার কবলে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, কেন্দ্রকে একহাত নিলেন রাহুল গান্ধি

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন: করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার বছর ঘুরতে না ঘুরতে ফের বড়সড় দুর্ঘটনার কবলে পড়ল ভারতীয় রেল। ওড়িশায় করমণ্ডল এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার পর এবার বাংলায় দুর্ঘটনার কবলে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস। মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যে ১৫ ছাড়িয়েছে। এই দুর্ঘটনায় শোকপ্রকাশ করে এবার নরেন্দ্র মোদি সরকারকে একহাত নিলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি।

কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনায় আহত ও মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে টুইট করেছে রাহুল গান্ধি। একইসঙ্গে কেন্দ্রকে উল্লেখ করে তিনি জানান, অবিলম্বে আহত ও মৃতদের পরিবারকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। পাশাপাশি এই দুর্ঘটনায় উদ্ধারকাজ ও ত্রাণে সহায়তা করার জন্য কংগ্রেস নেতা-কর্মীদের অনুরোধ জানিয়েছেন রাহুল গান্ধি।

বর্তমানে রেল দুর্ঘটনা অতিরিক্ত বেড়ে গিয়েছে অভিযোগেও সরব হয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ। নরেন্দ্র মোদি সরকারকে একহাত নিয়ে টুইটারে

তিনি লিখেছেন, 'গত ১০ বছরে রেল দুর্ঘটনা বৃদ্ধি মোদি সরকারের অব্যবস্থাপনা এবং অবহেলার প্রত্যক্ষ ফল, এর ফলে প্রতিদিন যাত্রীদের জীবন ও সম্পদের ক্ষতি হচ্ছে। আজকের দুর্ঘটনা এই বাস্তবতার আরেকটি উদাহরণ।'

পরপর ট্রেন দুর্ঘটনার বিষয়টি মেনে নেওয়া হবে না বলেও কার্যত হুঁশিয়ারি দিয়েছেন মোদি ৩.০ সরকারের বিরোধী দলনেতা। এদিনের কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস দুর্ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে টুইটারে তিনি লিখেছেন, 'এই দুর্ঘটনার জন্য দায়িত্বশীল বিরোধী হিসেবে আমরা এই ভয়ঙ্কর অবহেলা নিয়ে প্রশ্ন তুলব এবং মোদি সরকারকে জবাব দিতে হবে।'

রাহুল গান্ধির পাশাপাশি সর্বভারতীয় কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও এদিনের রেল দুর্ঘটনা নিয়ে মোদি সরকারকে তীব্র কটাক্ষ করেছেন। মোদি সরকার রেল মন্ত্রককে 'ক্যামেরা-চালিত স্ব-প্রচারের একটি প্ল্যাটফর্মে রূপান্তর করেছে' বলে টুইটারে কটাক্ষ করেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। তবে এই বিষয়টি তাঁরা মেনে নেবেন না। এই বিষয়টি নিয়ে সংসদে প্রশ্ন তুলবেন এবং বিরোধী হিসাবে এটা তাঁদের 'বাধ্যতামূলক কর্তব্য' বলেও উল্লেখ করেছেন কংগ্রেস সভাপতি।

রায়বরেলীকে ঠিকানা করে বিপদে পাশে থাকা ওয়েনাড় ছাড়লেন রাহুল

রাহুলের জায়গায় লড়বেন প্রিয়াঙ্কা

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন: ওয়েনাড় ছেড়ে মা সোনিয়া গান্ধির ছেড়ে দেওয়া আসন রায়বরেলী ধরে রাখছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। ওয়েনাড়ে দাঁড়াচ্ছেন তাঁর বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধি। সোমবার কংগ্রেসের বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাড়িতে আলোচনার পরে সাংবাদিক বৈঠকে রাহুল বলেন, 'আমার কাছে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন ছিল। কারণ ওয়েনাড়ের মানুষ আমার পাশে দাঁড়িয়েছেন। রায়বরেলী এবং ওয়েনাড়ের মানুষের সঙ্গে আমার আত্মিক সম্পর্ক। আমি ওয়েনাড় ছাড়ছি। প্রিয়াঙ্কা লড়বেন ওয়েনাড় থেকে।' খাড়গের বাড়িতে আয়োজিত ওই বৈঠকে সোনিয়া গান্ধি, প্রিয়াঙ্কা, এআইসিসির সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপাল উপস্থিত ছিলেন। প্রসঙ্গত, এই প্রথম গান্ধি-নেহরু পরিবারের কোনও রাজনীতিক দক্ষিণ ভারত থেকে জীবনে প্রথম বার লোকসভা ভোটে লড়তে চলেছেন।

রাহুল এবং তাঁর ঠাকুমা দক্ষিণ ভারত থেকে লোকসভা ভোটে লড়ে জিতলেও জীবনের প্রথম নির্বাচন উত্তরপ্রদেশ থেকে লড়েছিলেন।

রায়বরেলীতে এ বার রেকর্ড ভোটে জয়ী হয়েছেন রাহুল। এই আসনে ২০১৯ সাল পর্যন্ত সাংসদ ছিলেন সোনিয়া। তারও আগে রায়বরেলী থেকে কংগ্রেসের সাংসদ ছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি। তবে কংগ্রেসের এই পুরনো গড়ে রাহুল এ বছর পেয়েছেন মা সোনিয়ার থেকেও বেশি ভোট। বিজেপির প্রার্থীকে হারিয়েছেন প্রায় চার লক্ষ ভোটে। ২০১৯ সালের লোকসভা ভোটে উত্তরপ্রদেশের আমেঠি থেকে হেরে গেলেও কেরলের ওয়েনাড় জিতিয়েছিল রাহুলকে। এ বার রায়বরেলীতে জেতার পরে সেই ওয়েনাড় ছেড়ে দিলেন রাহুল।

আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে পর্যবেক্ষক ও সহ-পর্যবেক্ষক নিয়োগ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ১৭ জুন: বিধানসভা ভোটের আরও মাস চারেক দেরি। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে মহারাষ্ট্রের ফল দেখে আগেভাগেই তৎপরতা শুরু করে দিল বিজেপি। সে রাজ্যের বিধানসভা ভোটে পর্যবেক্ষক এবং সহ-পর্যবেক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হল নরেন্দ্র মোদি মন্ত্রিসভার দুই সদস্য ভূপেন্দ্র যাদব ও অশ্বিনী বৈষ্ণোকে।

চলতি বছরের অক্টোবরে মহারাষ্ট্র এবং হরিয়ানায় বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। ডিসেম্বরে ঝাড়খণ্ডে। তা ছাড়া সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরের বিধানসভা ভোট করাতে হবে নির্বাচন কমিশনকে। হরিয়ানার বিধানসভা ভোটে পর্যবেক্ষক এবং সহ-পর্যবেক্ষক হিসাবে দায়িত্ব পেয়েছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা সাংসদ বিপ্লব দেব। ঝাড়খণ্ডের পর্যবেক্ষক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। তাঁর সহকারী অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা। জম্মু ও কাশ্মীরের দায়িত্বে তেলঙ্গানার নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জি কিষাণ রেড্ডি।

লোকসভা ভোটের পরেই

উদ্ধব ঠাকরেপন্থী শিবসেনা, শরদ পাওয়ারপন্থী এনসিপি এবং কংগ্রেসের জোট 'মহাবিকাশ আঘাড়ি' দাবি করেছে, সে রাজ্যে সরকার পরিবর্তন আসন্ন। 'মহাবিকাশ আঘাড়ি' ঐক্যবদ্ধ ভাবে লড়ে বিজেপি, শিন্ডেসেনা এবং অজিত পাওয়ারপন্থী এনসিপি জোট সরকারের পতন ঘটাবে শনিবার যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে ঘোষণা করেছে তিন দল। তার পরেই সোমবার দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্যে (জনসংখ্যার নিরিখে) বিধানসভা ভোটের প্রস্তুতি শুরু করার বার্তা দিল বিজেপি।

লোকসভা ভোটে বিজেপি, মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডের নেতৃত্বাধীন শিবসেনা এবং অজিতপন্থী এনসিপির পাশাপাশি এনডিএ-তে ছিলেন রাষ্ট্রীয় সমাজ পক্ষের নেতা মহাদেব জানকর।

পাশাপাশি রাজ ঠাকরের নেতৃত্বাধীন মহারাষ্ট্র নবনির্মাণ সেনা (এমএনস)-ও সমর্থন জানিয়েছিল এনডিএ-কে। তবুও বিপর্যয় এড়ানো যায়নি। এই পরিস্থিতিতে মরাঠাভূমে নতুন সহযোগী দলের খোঁজ করা দুই পর্যবেক্ষকের অন্যতম দায়িত্ব বলে বিজেপির একটি সূত্র জানাচ্ছে।

ঝাড়খণ্ডে গুলির লড়াইয়ে নিহত চার মাওবাদী

উদ্ধার অস্ত্র এবং গোলাবারুদ

রাঁচি, ১৭ জুন: মাওবাদী এবং নিরাপত্তা বাহিনীর সংঘর্ষে রক্ত ঝরল ঝাড়খণ্ডে। পশ্চিম সিংভূম জেলায় সোমবার সকালে দু'পক্ষের গুলির লড়াইয়ে চার জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সিংভূম জেলার পুলিশ সুপার আশুতোষ শেখর জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার সকালে জঙ্গল এলাকায় তল্লাশি অভিযান শুরু করা হয়। সে সময় নিরাপত্তা বাহিনীকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় মাওবাদীরা। পাল্টা জবাব দেয় নিরাপত্তা বাহিনীও। এনকাউন্টারে এখনও পর্যন্ত চার জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছে। তবে তল্লাশি অভিযান চলছে। নিহত মাওবাদীদের কাছ থেকে অস্ত্র এবং গোলাবারুদ উদ্ধার করা হয়েছে বলেও পুলিশ সূত্রে খবর।

উল্লেখ্য, দিন দু'য়েক আগে ছত্তিশগড়ের বস্তার ডিভিশনের নারায়ণপুর জেলার অবুঝমাড়ের জঙ্গলে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হয়েছিল নিষিদ্ধ সংগঠন সিপিআইএমএল (মাওবাদী)-র অন্তত আট সদস্যের। নিহত হয়েছিলেন নিরাপত্তা বাহিনীর এক জওয়ানও।

ছত্তিশগড় পুলিশ জানিয়েছিল, গোপন সূত্রে মাওবাদী গেরিলা

বাহিনী পিএলজিএ-র 'গতিবিধির' খবর এসেছিল নারায়ণপুর, দান্তেওয়াড়া এবং বিজাপুর জেলার সীমান্তবর্তী পাহাড়-জঙ্গলঘেরা এলাকা থেকে। তার পরই তল্লাশি অভিযানে নামে ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গ্রুপ (ডিআরজি), ছত্তিশগড় পুলিশের মাওবাদী দমনের দায়িত্বপ্রাপ্ত 'স্পেশ্যাল টাস্ক ফোর্স' এবং কেন্দ্রীয় আধাসেনা আইটিবিপি-র যৌথবাহিনী। এই অভিযানেই আট মাওবাদীর মৃত্যু হয়। এর আগে, ৫ জুন ওই নারায়ণপুরেই এক এনকাউন্টারে ছ'জন মাওবাদীর মৃত্যু হয়েছিল।

নরম পানীয়ে মাদক মিশিয়ে তরুণীকে গণধর্ষণ

লখনউ, ১৭ জুন: ইনস্টাগ্রামে এক তরুণের সঙ্গে হঠাৎ পরিচয় তরুণীর। আলাপচারিতার মাধ্যমে জানা যায়, ব্যাংকে চাকরি করেন ওই তরুণ। সমাজমাধ্যমে আলাপ হওয়া বান্ধবী তখন চাকরির সন্ধানে। বান্ধবীর দিকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন তরুণ। ব্যাংকে একটি চাকরির ব্যবস্থা করে দিতে পারেন, তরুণীকে এমন প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট জায়গায় তরুণীর সঙ্গে দেখা করবেন বলেও কথা দেন তিনি। ব্যাংকের চাকরির টানে দেখা করতে গেলে ইনস্টাগ্রামের 'বন্ধু'রা তরুণীকে গণধর্ষণ করেন বলে অভিযোগ। রবিবার ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের শামলি জেলার একটি হোটেলে ঘটে। দুই তরুণীর বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী।

পুলিশ সূত্রে খবর, তরুণীটি উত্তরপ্রদেশের মিরাটের বাসিন্দা। ইনস্টাগ্রামে এক তরুণের সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। কথা বলে তিনি জানতে পারেন যে, তরুণ ব্যাংকে

কর্মরত। তরুণীর সমাজমাধ্যমের 'বন্ধু' ব্যাংকে চাকরি জোগাড় করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতিও দেন। নির্দিষ্ট দিনে দেহরাদুনে তাঁর সঙ্গে তরুণীকে দেখা করতে বলেন বলেও দাবি তরুণীর। অভিযুক্ত তরুণের কথা মতো দেহরাদুনে পৌঁছে যান তরুণী। কিন্তু সেখানে ওই তরুণ ছিলেন না। বরং তরুণ নিজে যাওয়ার পরিবর্তে তাঁরই এক বন্ধুকে পাঠিয়েছিলেন দেহরাদুনে।

তরুণীর দাবি, 'বন্ধু'র দেখা না পেয়ে অভিযুক্তের বন্ধুর সঙ্গে দেহরাদুন থেকে আবার উত্তরপ্রদেশ ফিরে যান তিনি। উত্তরপ্রদেশ ফিরেই থানাভবন এলাকায় তরুণের বন্ধুটি নিয়ে যান তরুণীকে। সেখানেই ছিলেন মূল অভিযুক্ত। তরুণীর অভিযোগ, দেখা করার পর তাঁকে কোল্ড ড্রিঙ্ক খেতে দেওয়া হয়। তার কিছু ক্ষণ পরেই অচেতন হয়ে যান তিনি। তরুণীর অভিযোগ, পানীয়ের মধ্যে মাদক মিশিয়ে দিয়েছিলেন তাঁরা। তার পর একটি হোটেলে নিয়ে গিয়ে তাঁকে গণধর্ষণ করেন দুই তরুণ। উত্তরপ্রদেশ থানায় গিয়ে দুই তরুণের বিরুদ্ধে গণধর্ষণের অভিযোগ দায়ের করেছেন ওই তরুণী। তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তও শুরু করেছে পুলিশ।

পান্নুনকে খুনের ষড়যন্ত্রে নিখিলকে আমেরিকাকে প্রত্যার্পণ করল চেক প্রজাতন্ত্র

ওয়াশিংটন, ১৭ জুন: খালিস্তানি জঙ্গিনেতা পান্নুনকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে ভারতীয় নাগরিক নিখিল গুপ্তাকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল চেক প্রজাতন্ত্র। আমেরিকার নির্দেশেই বিদেশের মাটিতে গ্রেপ্তার হন ৫২ বছর বয়সি নিখিল। সেই মামলার তদন্তেই এবার নিখিলকে চেক প্রজাতন্ত্র থেকে আমেরিকায় প্রত্যর্পণ করা হয়েছে বলে খবর। রবিবার এই তথ্য প্রকাশ্যে এনেছে মার্কিন সংবাদ মাধ্যম ওয়াশিংটন পোস্ট।

ওয়াশিংটন পোস্টের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, শিখ বিচ্ছিন্নতাবাদী গুরপতবন্ত সিং পান্নুনকে হত্যার ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার অভিযোগে নিখিল গুপ্তাকে চেক প্রজাতন্ত্র থেকে আমেরিকায় আনা হয়েছে। বর্তমানে তিনি ব্রুকলিনের ফেডারেল মেট্রোপলিটন ডিটেনশন সেন্টারে বন্দি হিসেবে রয়েছেন। সোমবার গুপ্তাকে নিউইয়র্কের ফেডারেল আদালতে হাজির করা হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

আমেরিকার অভিযোগ, পান্নুনকে খুন করতে একজন হিটম্যান নিয়োগ করেছিলেন নিখিল। এর জন্য হত্যাকারীকে অগ্রিম ১৫০০০ ডলারও দেন তিনি। আমেরিকার এহেন দাবির পর স্বাভাবিকভাবেই শোরগোল শুরু হয় ভারতে। নিখিলকে সবরকম আইনি সহায়তা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে ভারত সরকার। বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, 'নিখিলকে সাহায্য করার অনুমতি পেয়েছে ভারত। তিনবার কনসুলার অ্যাক্সেস দেওয়া হয়েছে তাঁকে। প্রয়োজনমতো সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে ভারতের তরফে।' সুপ্রিম কোর্টেও এই বিষয়ে মামলা দায়ের করেছে নিখিলের পরিবার।

উল্লেখ্য, পান্নুনকে হত্যার ছক কষার অভিযোগে ২০ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড পেতে পারেন নিখিল। চলতি বছরের ৩০ জুন নিখিলকে গ্রেপ্তার করে চেক প্রজাতন্ত্রের পুলিশ। তার পর তাঁকে মার্কিন প্রশাসনের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সেখানেই তাঁর বিচার চলছে। নিখিলের অভিযোগ, গ্রেপ্তারি পরোয়ানা না দেখিয়ে কেবল মার্কিন এজেন্টদের নির্দেশেই গ্রেপ্তার হয়েছেন তিনি। মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগও এনেছেন নিখিল। প্রসঙ্গত, আমেরিকার মাটিতে বসে লাগাতার ভারত বিরোধী ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল খালিস্তানি জঙ্গি নেতা পান্নুন। একাধিক ভিডিও বার্তায় হিন্দুদের হুমকি দিতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এমনকি আমেরিকার মাটিতে খালিস্তানি মিছিলও করে এই জঙ্গি নেতা।

হামলা অব্যাহত, যুদ্ধকালীন মন্ত্রক ভাঙলেন নেতানিয়াহু

জেরুজালেম, ১৭ জুন: গাজায় এখনও হামলা অব্যাহত। হামাস নিধনে গোটা গাজা ভূখণ্ড গুঁড়িয়ে দিচ্ছে ইজরায়েলি ফৌজ। এর মাঝেই ইজরায়েলের যুদ্ধকালীন মন্ত্রক ভেঙে দিলেন প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তবে এমনটা যে হবে তার আভাস আগেই পাওয়া গিয়েছিল। কারণ কয়েকদিন আগেই এই মন্ত্রক থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন যুদ্ধকালীন মন্ত্রী বেনি গানৎজ। এই পদক্ষেপের জন্য দুষেছিলেন নেতানিয়াহুকেই। ফলে নিজের দেশেই চাপ বাড়ছে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর। তীব্র হচ্ছে অন্তর্কলহ।

ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন বেনি গানৎজ। পরে ইজরায়েলের বুকে হামাসের হামলার পর তাঁকে যুদ্ধকালীন মন্ত্রী করা হয়। কিন্তু গত মে মাসে বেঁকে বসেন তিনি। হুঁশিয়ারি দেন যুদ্ধকালীন মন্ত্রক থেকে ইস্তফা দেওয়ার। তাঁর অভিযোগ ছিল, যুদ্ধ শেষ হলে গাজার ভবিষ্যৎ কী হবে? শাসনভার কার হাতে যাবে? পণবন্দিরাই বা ঘরে ফিরবেন কবে? এইসব প্রশ্নের কোনও স্পষ্ট উত্তর নেই নেতানিয়াহুর কাছে। এনিয়েই ক্ষোভের জেরে অবশেষে গত ৯ জুন ইস্তফা দেন তিনি। এর ঠিক এক সপ্তাহ পরই ৬ সদস্যের যুদ্ধকালীন মন্ত্রক ভেঙে দেওয়ার ঘোষণা করেছেন নেতানিয়াহু। সোমবার বিবিসি সূত্রে মিলেছে এমনই খবর।

জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই নতুন করে যুদ্ধকালীন মন্ত্রক তৈরি করার দাবি দিয়েছেন পুরনো মন্ত্রকের সদস্যরা। রয়টার্স সূত্রে খবর, এখন নেতানিয়াহু মন্ত্রীদের নিয়ে একটি দল গঠন করার পরিকল্পনা করছেন। ওই দলের সদস্যদের সঙ্গে তিনি চলমান গাজা যুদ্ধ নিয়ে শলা-পরামর্শ করবেন। ওই দলে থাকতে পারেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়োভ গ্যালান্ট এবং কৌশলগত বিষয়ক মন্ত্রী রন ডার্মার। এঁরা দুজনেই যুদ্ধকালীন মন্ত্রকের সদস্য ছিলেন।

বলে রাখা ভালো, ইস্তফা দেওয়ার সময় বেনি বলেছিলেন, 'নেতানিয়াহু আমাদের প্রকৃত জয়ের দিকে এগোতে দিচ্ছেন না। আর সেই কারণেই আপৎকালীন সরকার থেকে আমরা সরে যাচ্ছি ভারী হৃদয় নিয়ে। আমি নেতানিয়াহুকে ফোন করেছিলাম। ওঁকে সর্বসম্মত নির্বাচনের তারিখ ঠিক করতে বলেছি। আমাদের মানুষদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে দেবেন না।' তাঁর এই মন্তব্যের তাঁর এই মন্তব্যের জবাবে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'বেনি, এখন যুদ্ধ থেকে সরে দাঁড়ানোর সময় নয়। এটা বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সময়।'

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/31/24-25 Dated 14.06.2024	Construction of Concrete Road from H/O Rajib Basak to H/O Kartik Das via H/O Rabindranath Paik at Fulerhat Ambedkar Nagar in Ward No.- 09 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,48,628.00

Bid Submission end date: 26.06.2024 at 11-00 hrs. For more information please visit http://www.wbtenders.gov.in

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১

No. WB-HMC/TN/ED/WS/01/24-25 ই-টেন্ডার তারিখ : ১৩.০৬.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ

এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, এইচএমসি এলাকায় নতুন ১১০ মিমি ব্যাসের এইচডিপিই পাইপ লাইন সংস্থান দ্বারা জল সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ইলেক্ট্রো মেকানিক্যাল ওয়ার্কসের বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ব্যাসের ভালভ এর বার্ষিক পরিচালন এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজের জন্য একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রখ্যাত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদারদের কাছ থেকে (নির্ধারিত ফর্মে) ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ওএসডি(ডব্লুএস) এর বিভাগীয় ওয়েবসাইট www.wbtenders.gov.in থেকে। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ (অনলাইনে) : ২২.০৬.২০২৪ বিকেল ৩টার মধ্যে। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও টেন্ডার গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।

৮(২)/২৪-২৫
১৫/৬/২৪

সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Value of Work
WBMAD/ULB/ RSM/29/24-25 Dated 14.06.2024	Reparing of Concrete Road from H/O Dilip Das to H/O Chanchal Paul via H/O Langalpara Play ground & Langalpara Club at Langalpara in Ward No.-11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 5,97,497.00
WBMAD/ULB/ RSM/30/24-25 Dated 14.06.2024	Construction of Concrete Road from (A)H/O Biswanath Ghosh to H/O Pappu Banerjee via H/O Kartik Kamila & H/O Ganesh Ghosh, (B) H/O Kalpana Ghosh to H/O Dilip Sarkar & (C) H/O Sailen Ghosh to H/O Harekrishna Ray at Ghoshpara in Ward No.- 11 under Rajpur-Sonarpur Municipality.	Rs. 7,04,139.00

Bid Submission end date: **26.06.2024 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

বিদায়ের আগে ডাচদের বিপক্ষে বড় জয় শ্রীলঙ্কার

নিজস্ব প্রতিনিধি: নেদাল্যান্ডসের সুপার এইটে ওঠার আশা যে একদমই ছিল না, তা নয়। সে জন্য শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে বড় জয়ের পাশাপাশি নেপাল-বাংলাদেশ ম্যাচের ফলেও তাকিয়ে থাকতে হতো। কিন্তু কোনো কিছুই ডাচদের পক্ষে আসেনি।

সেন্ট ভিনসেন্টে নেপালকে ২১ রানে হারিয়ে সুপার এইটে উঠেছে বাংলাদেশ। এতে নেদারল্যান্ডসের বিদায় নিশ্চিত হওয়ার পাশাপাশি তারা নিজেদের ম্যাচটাও হেরেছে বড় ব্যবধানে। গ্রোস আইলে ড্যারেন স্যামি স্টেডিয়ামে শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে নিজেদের শেষ ম্যাচে ৮৩ রানে হেরেছে নেদারল্যান্ডস।

'ডি' গ্রুপ থেকে শ্রীলঙ্কার বিদায় নিশ্চিত হয়েছে আগেই। গ্রুপ পর্বে নিজেদের শেষ ম্যাচটা লঙ্কানদের জন্য ছিল আনুষ্ঠানিকতার লড়াই। আর এ ম্যাচেই চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে দ্বিতীয় দল হিসেবে স্কোর ২০০ পার করে শ্রীলঙ্কা। দেরিতে হলেও ব্যাটসম্যানরা জ্বলে ওঠায় ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ২০১ তোলে ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গার দল।

ড্যারেন স্যামি স্টেডিয়ামে আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে এটিই প্রথম দলীয় ন্যূনতম ২০০ রানের স্কোর। তাড়া করতে নেমে ১৬.৪ ওভারে ১১৮ রানে অলআউট হয় ডাচরা।

টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নামা শ্রীলঙ্কা ইনিংসের দ্বিতীয় বলেই ওপেনার পাতুম নিশাঙ্ককে হারায়। এরপর দ্বিতীয় (৩৯), তৃতীয় (৪৫) ও চতুর্থ (৪৫) উইকেটে ভালো জুটি পায় শ্রীলঙ্কা। ওপেনার কুশল মেন্ডিস ২৯ বলে ৪৬ রান করেন। মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান চারিত আসালাঙ্কা করেন ২১ বলে ৪৬। আরেক মিডল অর্ডার ব্যাটসম্যান ধনঞ্জয়া সিলভাও রান পেয়েছেন (৩৪)।

ষষ্ঠ উইকেটে হাসারাঙ্গার সঙ্গে ১৪ বলে ৩৫ রানের অবিচ্ছিন্ন জুটি গড়েন অ্যাঞ্জেলো ম্যাথুস। ২ ছক্কা ও ১ চারে ১৫ বলে ৩০ রানে অপরাজিত ছিলেন ম্যাথুস। ৬ বলে ২০ রানে অপরাজিত হাসারাঙ্গা ২টি ছক্কা ও ১টি চার মারেন।

বড় রান তাড়া করতে নেমে ভালো শুরু পেয়েছিল নেদারল্যান্ডস। ৪.৩ ওভারে ওপেনার ম্যাক্স ও'দৌদ আউট হওয়ার আগে ওপেনিং জুটিতে উঠেছে ৪৫ রান। ও'দৌদ ৮ বলে ১১ করলেও আরেক ওপেনার মাইকেল লেভিট ২৩ বলে ৩১ রান করেন। পরের ওভারেই আউট হন তিনি। এরপর ধীরে ধীরে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়তে শুরু করে ডাচদের ব্যাটিং। ১২তম ওভারে দলীয় ৮২ রানের মধ্যেই পড়েছে ৭ উইকেট। শ্রীলঙ্কার বৈচিত্র্যপূর্ণ বোলিংয়ের সামনে তারা দাঁড়াতেই পারেনি। অধিনায়ক স্কট এডয়ার্ডস ও লেভিট ডাচদের হয়ে সর্বোচ্চ ৩১ রান করেন। ২৪ রানে ৩ উইকেট নেন নুয়ান তুষারা।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

শ্রীলঙ্কা ২০ ওভারে ২০১/৬ (মেন্ডিস ৪৬, আসালাঙ্কা ৪৬, ধনঞ্জয়া ৩৪, ম্যাথুস ৩০*, হাসারাঙ্গা ২০* ; ফন বিক ২/৪৫, কিংমা ১/২৩, আরিয়ান ১/২৩, মিকেরেন ১/৩৭)।

নেদারল্যান্ডস ১৬.৪ ওভারে ১১৮ (লেভিট ৩১, এডয়ার্ডস ৩১, এঙ্গেলব্রেখট ১১, আরিয়ান ১০; তুষারা ৩/২৪, হাসারাঙ্গা ২/২৫, পাতিরানা ২/১২, শানাকা ১/১০)

ফল শ্রীলঙ্কা ৮৩ রানে জয়ী।

ম্যাচসেরা চারিত আসালঙ্কা (শ্রীলঙ্কা)

আদুর গায়ে রুপোলি বালি, ওয়েস্ট ইন্ডিজ পৌঁছে ক্যারিবিয় মেজাজে রিঙ্কু, কোহলিরা

নিজস্ব প্রতিনিধি: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইট পর্বে খেলতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পৌঁছে গিয়েছে ভারতীয় দল। রোহিত শর্মাদের প্রথম ম্যাচ ২০ জুন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। রশিদ খানের দলকে সমীহ করলেও আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় দল। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সমুদ্রসৈকতে ধরা পড়ল বিরাট কোহলি, রিঙ্কু সিংহদের ফুরফুরে মেজাজের ছবি।

বৃষ্টির জন্য ফ্লরিডায় কানাডার বিরুদ্ধে ভারতের ম্যাচ ভেস্তে যায়। সেখান থেকে বার্বাডোজে চলে এসেছেন রোহিত-কোহলিরা। সেখানে সমুদ্রসৈকতে দেখা গেল ভারতীয় ক্রিকেটারদের। ক্রিকেট ছেড়ে অন্য খেলায় মেতেছেন তাঁরা। সৈকতের রুপোলি বালি মেখে চলল খেলা।

সমুদ্রের ধারেই ভারতীয় দলের হোটেল। তার সামনে রয়েছে সুন্দর সৈকত। সেখানেই ভলিবল নিয়ে আদুর গায়ে নেমে পড়লেন কোহলি, রিঙ্কু, আরশদীপ সিংহেরা। ভারতীয় ক্রিকেটারদের বিচ ভলিবল খেলার ভিডিয়ো সমাজমাধ্যমে ক্রিকেটপ্রেমীদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড (বিসিসিআই)। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত ভারত। জয় এসেছে পাকিস্তানের বিরুদ্ধেও। স্বভাবতই হালকা মেজাজে বিশ্বকাপ উপভোগ করছেন ভারতীয় ক্রিকেটারেরা। সুপার এইট পর্বে ভারতের প্রথম ম্যাচ ব্রিজটাউনে ২০ জুন আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে। ভারতীয় সময় রাত ৮টায় শুরু হবে খেলা। রোহিত শর্মাদের দ্বিতীয় প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ। সেই ম্যাচ নর্থ সাউন্ডে ২২ জুন রাত ৮টায়। তৃতীয় ম্যাচ ২৪ জুন গ্রস আইলেটে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। এই ম্যাচও শুরু হবে ভারতীয় সময় রাত ৮টায়।

এরিকসেনের দুর্দান্ত ফেরার দিনে ডেনমার্ককে রুখে দিল স্লোভেনিয়া

ডেনমার্ক ১ ১ স্লোভেনিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: তাঁর ফুটবল ক্যারিয়ারটা আসলে একটা সিনেমার মতো। যে সিনেমা টুইস্ট আছে, আবার দেখতে দেখতে সারাক্ষণ একটা ভালোলাগার রেশও লেগে থাকে।

ক্রিস্টিয়ান এরিকসেন সেই সিনেমার নায়ক।

তিন বছর আগে যে ইউরোতে খেলতে নেমে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে লুটিয়ে পড়েছিলেন মাঠে, সেই ইউরোতেই কী দারুণভাবেই না ফিরলেন এবার। ডেনমার্কের প্রথম ম্যাচ, স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে সেই ম্যাচে এরিকসেনের গোল! যে গোলে ড্যানিশরা এগোচ্ছিল কাঙ্খিত জয়ের দিকে। শেষ পর্যন্ত অবশ্য জিততে পারল না তারা, গোল শোধ করে দিল স্লোভেনিয়া, ১-১ সমতায় শেষ হলো ম্যাচ।

২০২০ ইউরোতে ডেনমার্কের প্রথম ম্যাচ ছিল সেটা। ১২ জুন ২০২১ সালে কোপেনহেগেনে ফিনল্যান্ডের বিপক্ষে সেই ম্যাচের ৪২ মিনিটে হঠাৎ মাঠে লুটিয়ে পড়েন এরিকসন। ডেনমার্কের অধিনায়ক সিমোন কায়ের, দলের চিকিৎসক এবং অন্যান্যদের চেষ্টায় বেশ কিছুক্ষণ পর তাঁর চেতনা ফেরে। সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। পরে জানা যায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। চিকিৎসার পর হৃদপিণ্ড সচল রাখার জন্য বিশেষ ডিভাইস বুকে লাগিয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পান এরিকসন।

কোপেনহেগেনে হৃদরোগে হয়ে মাঠে লুটিয়ে পড়ার ঠিক ১১০০ দিন পরে আবার সেই ইউরোতে ডেনমার্কের জার্সিতে আজ মাঠে এরিকসন। স্টুটগার্টে 'সি' গ্রুপের ম্যাচে স্লোভেনিয়ার বিপক্ষে ডেনমার্কে এগিয়ে দিলেন ১৭ মিনিটে।

প্রথমার্ধে আরো আক্রমণ করেছে ড্যানিশরা, তবে এরিকসন ছাড়া গোল পাননি আর কেউ। দ্বিতীয়ার্ধেও ব্যবধান বাড়ানোর চেষ্টা করে ডেনমার্ক কিন্তু স্লোভেনিয়ার গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাক বাধা হয়ে দাঁড়ানোয় গোল পায়নি তারা। উল্টো ৭৭ মিনিটে এরিক ইয়ানজার গোলে ম্যাচে সমতা ফেরায় স্লোভেনিয়া। মাঠ ছাড়ে মূল্যবান ১ পয়েন্ট নিয়ে। ওদিকে ৩ পয়েন্টের বদলে ১ পয়েন্ট পেয়ে ডেনমার্ক হতাশই হওয়ার কথা।

চার ম্যাচে চার জয়, টি২০ বিশ্বকাপে ভারত, ইংল্যান্ডের রেকর্ডে থাবা অস্ট্রেলিয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি: জিতেই চলেছে অস্ট্রেলিয়া। চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে চারটি ম্যাচই জিতেছে তারা। ফলে নজির গড়েছে অস্ট্রেলিয়া। ভারত ও ইংল্যান্ডের রেকর্ডে থাবা বসিয়েছেন মিচেল মার্শেরা।

টি-টোয়েন্টিতে টানা ম্যাচ জয়ের নিরিখে ভারত ও ইংল্যান্ড এত দিন ছিল সকলের উপরে। টানা ৭টি করে ম্যাচ জিতেছিল তারা। অস্ট্রেলিয়াও টানা ৭টি ম্যাচ জিতল। অর্থাৎ, অস্ট্রেলিয়া যদি সুপার ৮-এ নিজেদের প্রথম ম্যাচ জেতে তা হলেই টানা জয়ের তালিকায় ভারত ও ইংল্যান্ডকে টপকে শীর্ষে চলে যাবে তারা।

শুরুটা হয়েছিল ২০২২ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে। প্রথম ম্যাচে নিউ জল্যান্ডের কাছে হেরেছিল অস্ট্রেলিয়া। তার পরে শ্রীলঙ্কা, আয়ারল্যান্ড ও আফগানিস্তানকে হারিয়েছিল তারা। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ম্যাচ বৃষ্টিতে ভেস্তে গিয়েছিল। কিন্তু নেট রানরেটে সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। গত বার টানা তিন জয়ের পরে এ বার ইংল্যান্ড, ওমান, নামিবিয়া ও স্কটল্যান্ডকে হারিয়ে টানা ৭টি ম্যাচ জিতেছে অস্ট্রেলিয়া।

২০১০ থেকে ২০১২ সালের

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মাঠে টানা ৭টি ম্যাচ জিতেছিল ইংল্যান্ড। ভারত সেই কীর্তি করেছিল ২০১২ থেকে ২০১৪ সালের বিশ্বকাপের মাঝে। এ বার ২০২২ থেকে ২০২৪ সালের বিশ্বকাপের মাঝে সেই কীর্তি করলেন মার্শেরা।

বেলিংহামের গোলে জয়ে শুরু ইংল্যান্ডের

ইংল্যান্ড ১ ০ সার্বিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: যত গর্জে তত বর্ষে না।

ইংল্যান্ড ফুটবল দলের বেলায় কথাটা বেশ খাটে। প্রতিটা বড় টুর্নামেন্টের আগে ইংল্যান্ডকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা হয়, কাগজে কলমে ওদের খুব শক্তিশালী দলও মনে হয়। কিন্তু মাঠের খেলায় শেষ পর্যন্ত সেই শক্তি প্রতিফলিত হয় খুব কমই। এবারের ইউরোতে ইংল্যান্ড কি ব্যতিক্রম কিছু করতে পারবে?

সার্বিয়ার বিপক্ষে আজ ইংল্যান্ডের প্রথম ম্যাচটা দেখে থাকলেই ইংলিশ সমর্থকেরা মনে হয় না খুব বেশি উচ্ছ্বসিত হবেন। হ্যাঁ, ম্যাচটা ইংল্যান্ড জিতেছে জুড বেলিংহামের একমাত্র গোলে, তবে তারকায় ঠাসা এই ইংল্যান্ড দলের কাছে যে পারফরম্যান্স প্রত্যাশিত ছিল, সেটার দেখা মেলেনি। অবশ্য জয় মানেই ৩ পয়েন্ট, আপাতত সেটাই বড় স্বস্তি হওয়ার কথা ইংল্যান্ডের জন্য।

ক্লাব ফুটবলে শেষ হওয়া মৌসুমে দুর্দান্ত ফর্মে ছিলেন রিয়াল মাদ্রিদের বেলিংহাম ও ম্যানচেস্টার সিটির ফিল ফোডেন। যদিও দুই ইংলিশ ফুটবলার সেই ফর্মটাকে

জাতীয় দলের জার্সিতে ঠিক টেনে আনতে পারলেন না আজ। বেলিংহাম একটা দারুন গোল করেছেন ঠিকই। ১৩ মিনিটে বুকায়ো সাকার ক্রসে হেড করে এগিয়ে দেন ইংল্যান্ডকে।

তবে এর বাইরে বেলিংহাম খুব যে আহামরি খেলেছেন এমন নয়। ফোডেনকেও ঠিক চেনা ফোডেনের মতো মনে হয়নি। বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে দারুণ মৌসুম কাটানো হ্যারি কেইন অবশ্য দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান দ্বিগুণ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। তবে সেই চেষ্টা ব্যর্থ করে দেন সার্বিয়ার গোলরক্ষক প্রেদ্রাগ রাজকোভিচ। অন্যদিকে ইংল্যান্ডের গোলরক্ষক জর্ডান পিকফোর্ড সার্বিয়াকে হতাশ করেন ডুসান ভ্লাহোভিচের বিপক্ষে দারুণ এক সেভ করে। সব মিলিয়ে দ্বিতীয়ার্ধে সার্বিয়াই বরং তুলনামূলক ভালো খেলেছে।

ম্যাচটা কতটা ম্যাড়ম্যাড়ে হয়েছে সেটা বোঝা যাবে একটা পরিসংখ্যানেই। ইংল্যান্ড (৫) ও সার্বিয়া (৬), দুই দল মিলিয়ে শট নিয়েছে মাত্র ১১টি। ১৯৮০ সালের পর থেকে ইউরোতে এর চেয়ে কম শটের ম্যাচ হয়নি আর একটিও!

ম্যাচটা যেখানে হয়েছে জার্মানির সেই গেলসেনকির্শেনে ইংল্যান্ডের সর্বশেষ সফরের স্মৃতি খুব একটা ভালো ছিল না। এ মাঠেই ২০০৬ বিশ্বকাপের কোয়ার্টার ফাইনালে সভেন-গোরান এরিকসনের ইংল্যান্ড পর্তুগালের কাছে হেরেছিল পেনাল্টি শুটআউটে। বেলিংহাম তখন মাত্র ৩ বছরের শিশু। ১৮ বছর পর সেই একই মাঠ থেকে ইংল্যান্ড যেন আবার দুঃখের কোনো স্মৃতি নিয়ে না ফেরে সেটা কিন্তু বেলিংহামই নিশ্চিত করেছেন।

'নেপাল ভীতি' কাটিয়ে বিশ্বকাপের সুপার এইটে বাংলাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি: জিতলেই সুপার এইট;এ সমীকরণ মাথায় রেখে আর্নস ভেল গ্রাউন্ডে নেপালের মুখোমুখি হয়েছিল বাংলাদেশ। টসে হেরে আগে ব্যাটিংয়ে নেমে বাংলাদেশ ১৯.৩ ওভারে মাত্র ১০৬ রানে অলআউট হওয়ার পর ভয় জেঁকে বসাই স্বাভাবিক। গ্রোস আইলেটে অপর ম্যাচে নেদারল্যান্ডস যদি শ্রীলঙ্কাকে হারিয়ে দেয় এবং বাংলাদেশের বিপক্ষে নেপাল যদি জিতে যায়, তখন পড়তে হবে নেট রান রেটের হিসাবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নেদারল্যান্ডস-শ্রীলঙ্কা ম্যাচে তাকিয়ে থাকতে হয়নি বাংলাদেশকে। বোলারদের দুর্দান্ত পারফরম্যান্সে নিজেদের ভাগ্য নিজেরাই গড়েছে বাংলাদেশ। নেপালকে ২১ রানে হারিয়ে 'ডি' গ্রুপের রানার্সআপ দল হিসেবে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের সুপার এইটে উঠেছে বাংলাদেশ। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এবারই প্রথম এক টুর্নামেন্টে তিনটি ম্যাচ জিতল বাংলাদেশ। এর আগে নেদারল্যান্ডস ও শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে জিতেছে নাজমুলের দল। ৪ ম্যাচে ৩ জয়ে মোট ৬ পয়েন্ট নিয়ে সুপার এইটে উঠল বাংলাদেশ। ৪ ম্যাচের সব কটি জিতে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হিসেবে আগেই সুপার এইটে উঠেছে দক্ষিণ আফ্রিকা। সুপার এইটে গ্রুপ ১-এ বাংলাদেশের প্রতিপক্ষ ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও আফগানিস্তান।

ব্যাটিংয়ের জন্য একটু কঠিন উইকেটে নেপালকে ৮৫ রানে অলআউট করায় বড় অবদান পেসার তানজিম হাসানের। মজার ব্যাপার হলো, নিজেদের ইনিংসে প্রথম বলে বাংলাদেশ যেমন উইকেট হারিয়েছে, তেমনি নেপালের ইনিংসে প্রথম বলেই চার হজম করেছেন তানজিম। কিন্তু তৃতীয় ওভারে ফিরে তিন বলের ব্যবধানে দুটি উইকেট নিয়ে পাল্টা লড়াই শুরু করেন তিনি।

তৃতীয় বলে তানজিমের ফুল টস বল একটু দেরিতে মুভমেন্ট করায় ব্যাটে পাননি নেপালের ওপেনার কুশল ভুরতেল। বোল্ড! এক বল পরই তিনে নামা অনিল শাহকে মিড অফে নাজমুল হোসেনের ক্যাচে পরিণত করেন তানজিম। ৩ ওভার শেষে ৯ রানে ২ উইকেট হারিয়ে শুরুতেই চাপে পড়ে নেপাল।

পাওয়ারপ্লের ৬ ওভার শেষে নেপালের এই স্কোরই দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ২৪! পঞ্চম ওভারের দ্বিতীয় বলে তানজিদের খাটো লেংথের বল মারতে গিয়ে ব্যাকওয়ার্ড পয়েন্টে রিশাদ হোসেনকে ক্যাচ দেন নেপাল অধিনায়ক রোহিত পৌড়েল। পরের ওভারে ওপেনার আসিফ শেখকে সাকিব আল হাসানের ক্যাচে পরিণত করেন মোস্তাফিজ।

লো স্কোরিং ম্যাচে স্বল্প পুঁজি ডিফেন্ড করার লড়াইয়ে নেমে প্রথম ৬ ওভারে দুর্দান্ত শুরু পেয়ে যাওয়ার পর বাংলাদেশের প্রয়োজন ছিল চাপটা ধরে রাখা। বোলিংয়ে বাংলাদেশকে দারুণ শুরু এনে দেওয়ার জন্য তানজিমের একটি বড় ধন্যবাদ প্রাপ্য। উইকেট পাওয়ায় নেপালের ইনিংসে প্রথম ৮ ওভারের মধ্যে তানজিমের বোলিংয়ের কোটা শেষ করান বাংলাদেশ অধিনায়ক নাজমুল। তানজিমের বোলিং বিশ্লেষণ ৪-২-৭-৪! তাঁর মোট ২৪টি বৈধ ডেলিভারির মধ্যে ২১টি 'ডট'!

জয়ের জন্য শেষ ১০ ওভারে ৬০ বলে ৬৫ রান দরকার ছিল নেপালের। হাতে ৫ উইকেট। বাংলাদেশকে এখান থেকে উইকেট নিয়ে এবং রান আটকে চাপটা আরও বাড়াতে হতো। কিন্তু পঞ্চম উইকেটে কুশল মাল্লা ও দীপেন্দ্র সিং জুটি গড়ে বাংলাদেশকে ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন। সিঙ্গেলস-ডাবলস চুরি করার পাশাপাশি তাসকিন আহমেদ ও রিশাদকে সুযোগ বুঝে বাউন্ডারি মেরে রান তাড়ায় নেপালকে পথেই রেখেছিলেন কুশল ও দীপেন্দ্র। জয়ের জন্য শেষ ৫ ওভারে ৪৩ রান দরকার ছিল নেপালের।

মাহমুদউল্লাহর করা ১৬তম ওভারে একটি ছক্কা ও একটি চারে মোট ১২ রান নিয়ে ম্যাচটি আরও জমিয়ে তোলেন দীপেন্দ্র ও কুশল। জয়ের জন্য নেপালের সমীকরণ নেমে আসে ২৪ বলে ৩০ রানে। ১৭তম ওভারে মাত্র ১ রান দিয়ে কুশলকে (৪০ বলে ২৭) তুলে নিয়ে বাংলাদেশের জয়ের পাল্লা ভারী করে তোলেন মোস্তাফিজ। দারুণ এক ওভার করেন বাঁহাতি পেসার। এর মধ্য দিয়ে ভেঙে যায় কুশল ও দীপেন্দ্রর ৫৮ বলে ৫২ রানের জুটি। ১৮ বলে ২৯ রানের একটু সমীকরণে পড়লেও তাসকিনের করা ১৮তম ওভারের প্রথম বলে ছক্কা মেরে আবারও ভয় ধরিয়ে দিয়েছিলেন দীপেন্দ্র।

কিন্তু ওই ওভারেই পঞ্চম বলে গুলশান ঝা,কে তুলে নেন তাসকিন। জয়ের জন্য শেষ দুই ওভারে ২২ রান দরকার ছিল নেপালের। ১৯তম ওভার মেডেন নেওয়ার পাশাপাশি দীপেন্দ্রকে (৩১ বলে ২৫) তুলে নিয়ে বাংলাদেশের জয়ের পাল্লা ভারী করেন মোস্তাফিজ। ৪ ওভারে ৭ রানে ৩ উইকেট নিয়ে বাংলাদেশের জয়ে দারুণ অবদান এই পেসারের।

শেষ ওভারে ২২ রানে খুব কঠিন সমীকরণে পড়া নেপালের শেষ দুটি উইকেট শেষ ওভারের প্রথম দুই বলে তুলে নিয়ে বাংলাদেশের জয় নিশ্চিত করেন সাকিব আল হাসান।

এর আগে ব্যাটিংটা মোটেও ভালো হয়নি বাংলাদেশের। ইনিংসের প্রথম বলেই অদ্ভুত এক শট খেলে আউট হন ওপেনার তানজিদ হাসান। দ্বিতীয় ওভারে দীপেন্দ্রর বলে বোল্ড হয়ে চলতি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে রান,খরা কাটাতে পারেননি অধিনায়ক নাজমুল (৪)। পরিস্থিতি আরও সঙিন হয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ ওভারে যথাক্রমে লিটন দাস (১০) ও তাওহিদ হৃদয় (৯) আউট হওয়ার পর।

পাওয়ারপ্লে শেষে বাংলাদেশের স্কোর দাঁড়ায় ৪ উইকেটে ৩১। এরপরও নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারিয়েছে বাংলাদেশ। নেপালের স্পিনার সন্দীপ লামিচানে, পেসার দীপেন্দ্র সিংরা বোলিং,বান্ধব উইকেটে বাংলাদেশের ব্যাটসম্যানদের যথেষ্ট ভুগিয়েছেন। ৯ম ওভারে সাকিবের সঙ্গে ভুল, বোঝাবুঝিতে মাহমুদউল্লাহ (১৩) রানআউট হওয়ার পর একটি জুটির বড় প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশের। ২২ রানের জুটি গড়েছিলেন সাকিব ও মাহমুদউল্লাহ। কিন্তু ১৭ রান করা সাকিব ১২তম ওভারে এলবিডব্লিউ হওয়ার পর লড়াকু সংগ্রহের সম্ভাবনাও মিলিয়ে যাওয়ার পথে ছিল। ৯ম উইকেটে তাসকিন-রিশাদের ১০ বলে ১৩ এবং ১০ম উইকেটে মোস্তাফিজ ও তাসকিনের ১৪ বলে ১৮ রানের জুটিতে শেষ পর্যন্ত এক শর ওপাশে পৌঁছায় বাংলাদেশের স্কোর।

সংক্ষিপ্ত স্কোর

বাংলাদেশ ১৯.৩ ওভারে ১০৬ (সাকিব ১৭, মাহমুদউল্লাহ ১৩, রিশাদ ১৩, জাকের ১২, তাসকিন ১২, লিটন ১০, হৃদয় ৯; লামিচানে ২/১৭, সোমপাল ২/১০, দীপেন্দ্র ২/২২, রোহিত ২/২০, কুশল ০/২২, অবিনাশ ০/১০)।

নেপাল ১৯.২ ওভারে ৮৫ (কুশল ২৭, দীপেন্দ্র ২৫, আসিফ ১৭, ভুরতেল ৪, রোহিত ১, সুদীপ ১; তানজিম ৪/৭, মোস্তাফিজ ৩/৭, সাকিব ২/৯, তাসকিন ১/২৯, রিশাদ ০/১৫, মাহমুদউল্লাহ ০/১৫)।

ফল বাংলাদেশ ২১ রানে জয়ী।

ম্যাচসেরা তানজিম হাসান (বাংলাদেশ)।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**